Vol. 6 | No. 2 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য

Volume	6
Issue	2
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	December 16, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i2.6
Pages	206-213
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জায়সী ও আলাওল

(পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁট খণ্ড)

সৈয়দ আলী আহসান

পদ্মাবতের সপ্তাবংশ সর্গটি আবেগের প্রসার, সৌন্দর্যের উচ্ছলতা এবং অনবরত উপমার সঞ্চয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-সর্গে জায়সী আত্মপ্রকাশ করেছেন পণ্ডিত ও তত্ত্বরসিক হিসেবে নয়, যদিও এখানে তা একেবারে অবর্তমান নেই, কিন্তু জীবন-বিলাসী আনন্দিত কবি হিসেবে। বিবাহের পর বর-কন্যার প্রথম নিশি-যাপন এ-সর্গের উপজীব্য। কবি পরিতৃপ্তির সঙ্গে বর-কন্যার সচকিত সংলাপ, আভরণের দীপ্তি, দেহ-সংযোগের উল্লাস এবং অন্তকালের অবসাদের রহস্য বর্ণনা করেছেন। সমস্ত বর্ণনা একত্রিত হয়ে একটি মধুর সম্মোহনের সৃষ্টি করেছে। কখনও কখনও বর্ণনার পুনরাবৃত্তি আছে, যেগুলোর কিছু অংশ মধ্যযুগীয় কবির স্বাভাবিক অতিভাষণ হিসেবে অগ্রাহ্য করা যায়। ষড়বিংশ সর্গের শেষ তিনটি স্তবক এবং সপ্তবিংশ সর্গের প্রথম স্তবক একই তথ্যের প্রকাশ-বৈচিত্র্য মাত্র।[১] কবি পদ্মাবতীর বাস-কক্ষের বর্ণনা দিচ্ছেন যেখানে পদ্মাবতী ও রত্নসেন জীবনের প্রথম মিলন-নিশি যাপন করবেন। সে বাস-কক্ষ কৈলাশ-সদৃশ এবং সেখানে সখীগণ পরিবৃত পদ্মাবতীতে মনে হচ্ছে তারকা-সমাবৃত শশী। সে বাস-কক্ষে মলয়গিরির চন্দনের সুগন্ধ, চতুর্দিকে হীরা এবং মুক্তার দীপ্তি। উপরে রক্তিম চন্দ্রাতপ, ভূমিতে সুদৃশ্য আচ্ছাদন। সপ্তবিংশ সর্গ আরম্ভ হয়েছে সুখ-বাস নারা-সেজের বর্ণনা দিয়ে। ষড়বিংশ সর্গের শেষ তিনটি স্তবক আমাদের প্রয়োজনে আসছে বাংলা পদ্মাবতীর অলোচনা সূত্রে। আলাওল এ-তিনটি স্তবক এবং সপ্তবিংশ সর্গের প্রথম স্তবকের সম্মিলিত রূপের ভাব-সংক্ষেপ করে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। মূলের ৬৪ চরণ ভাষান্তরিত হয়ে ২৮ চরণে দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে আলোচ্য সর্গের প্রথম স্তবকের দুটি মাত্র চরণের অনুবাদ

আছে। অনুবাদে এ-দুটি চরণের সঙ্গে পূর্বের ২৬টি চরণের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, সেগুলোকেও বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হল।

জায়সীর ষড়বিংশ সর্গের সপ্তদশ স্তবকের মূল পাঠের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

ধৌরাহর পর দীন্‌হা বাসূ।
সাত খণ্ড জহ্ বাঁ কবিলাসূ॥
সখী সহসদস সেবা পাঈ।
জনহুঁ চাঁদ সঁগ নখত তরাঈ।
হোই মণ্ডল সসি কে চহুঁ পাসা।
সসি সূরহি লেই চঢ়ী অকাসা॥
চলু সূরুজ দিন অথবৈ জহাঁ।
সসি নিরমল তূ পাবসি তহাঁ॥
গঁধরবসেন ধৌরহর কীনহা।
দীন্‌হ ন রাজহি জোগিহি দীনহা।
মিলঁী জাই রাশি কে চহুঁ পাঁহা।
সূর ন চাপৈ পাবৈ ছাহঁী॥
অব জোগী গুরু পাবা সোঈ।
উতরা জোগ ভসম গা ধোঈ॥
সাত খণ্ড ধৌরাহর সাত রঙ্গ নগ লাগ।
দেখত গা কবিলাসহি দিষ্টি-পাপসব ভাগ।[২]

সপ্ত খণ্ড যেখানে কৈলাশ, সেই ধরাহরের মধ্যে বাসস্থান নির্দিষ্ট করলেন। সখী দশ সহস্রের সেবা পেল (পদ্মাবতী), যেন চাঁদের সঙ্গে নক্ষত্র-তারা-শশীর চতুর্দিকে মণ্ডলীকৃত। সূর্যকে নিয়ে শশী উঠলো আকাশে। সূর্য, তুমি সেখানে যাও যেখানে দিন অস্ত যায় (অথবৈ—প্রাচীন হিন্দী, সংস্কৃত 'অস্তমন', অপভ্রংশ 'অসবণ', অর্থ 'অস্ত হওয়া'), সেখানে তুমি নির্মল শশীকে পাবে। যে ধরাহর গন্ধর্ব সেন নির্মাণ করেছেন তিনি তা রাজাকে দেননি, দিয়েছেন যোগীকে। চন্দ্রের চতুর্দিকে তারা মিলিত হল। সূর্যকে ছায়া ঢাকতে পারলো না। এখন যোগী তার গুরুকে পেয়েছে, তার যোগ দূরে গেছে, ভস্ম ধুয়ে গেছে। সপ্তম খণ্ডের মধ্যে ধরাহর, সেখানে সাত রঙ্গের মূল্যবান পাথর লাগানো। এ-কৈলাশ দেখলে দৃষ্টির সমস্ত পাপ দূরে যায়।

এ-স্তবকের প্রথম ছয়টি চরণ এবং শেষের দোহাটির অনুবাদ আলাওলে পাই ঃ

সপ্ত খণ্ড ধরাহর এ সপ্ত আকাশ।
তথা গিয়া কন্যা বর দিলেক নিবাস।।
সখী দুই৩ সহস্র আসিল সেবাকাজে।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ দ্বিজরাজে।।
উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন করি চারিপাশ।
স্থিহির লইয়া শশী উঠিল আকাশ।।
সপ্ত খণ্ড ধরাহর নব সপ্ত রঙ্গ।
দরশন মাত্রে হয় দৃষ্টি পাপ ভঙ্গ।।

অষ্টাদশ স্তবকে জায়সীর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

সাত খণ্ড সাতৌ কবিলাসা।
কা বরনৌঁ জগ উপর বাসা।।
হীরা ঈঁট কপূর গিলাবা।
মলয়াগিরি চন্দন সব লাবা।।
চূনা কীন্হ ঔটি গজমোতী।
মোতিহু চাহি অধিক তেহি জোতী।।
বিস্থকরমৈ সো হাথ সঁবারা।
সাত খণ্ড সাতহি চৌপারা।
অতি নিরমল সহিঁ জাই বিসেখা।
জস দরপন মহঁ দরসন দেখা।।
ভুইঁ গচ জানহুঁ সমুদ হিলোরা।
কনকখম্ভ জনু রচা হিংজোরা।
রতন পদারথ হোই উজিয়ারা।
ভূলে দীপক ঔ মসিয়ারা।
তহঁ অছরী পদমাবতি রতনসেন কে পাস।
সাতৌ সরগ হাথ জনু ঔ সাতৌ কবিলাস।।[৪]

সাত খণ্ডে সাতটি কৈলাস। পৃথিবীর সব কিছুর উপরে যে বাস-কক্ষ তাকে কি করে বর্ণনা করবো? তার ইঁট হীরার এবং গাঁথুনি কর্পূরের, উপরের প্রলেপ মলয়গিরির চন্দনের। তার চূণা গজমতীর নির্যাস, মুক্তার চেয়েও তার জ্যোতি অধিক। বিশ্বকর্মা নিজ হাতে এ-মহল নির্মাণ করেছেন।

সাত খণ্ডে সাতটি চৌপারা। অতি নির্মল যা আর কোথাও দেখা যায় না, যেন দর্পণ যার মধ্যে সমস্ত কিছুই দেখা যায়। সর্ব নিম্নখণ্ডের জমি সমুদ্র-হিল্লোলের মতো, কণকস্তম্ভগুলো হিন্দোলের মতো। রত্ন-পদার্থ উজ্জ্বল হয়ে আছে, প্রদীপ এবং মশাল হারিয়ে গেছে। সেখানে আছেন অপ্সরী পদ্মাবতী রত্নসেনের সঙ্গে, তাঁরা যেন সাতটি সর্গ এবং সাতটি কৈলাস পেয়েছেন

আলাওলের কাব্যে এর রূপান্তর ঘটেছে নিম্নরূপ ঃ

হীরামোতি কপাট আদি ইটাল পাষাণ।
চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রতন।
গজমুক্তা থাম্বে লাগাইছে শতগুণ।
বিশ্বকর্মা সহিতে না পারে কার্যগুণ ॥
অতি সুনির্মল যেন দর্পণের কায়া।
এক দিকে মূর্তি দেখি আর দিকে ছায়া।
তাতে শশী কন্যা অপসরা সখীগণ।
যোগ সিদ্ধি ফলে পায় অমরা ভবন ॥[৫]

এখানে মূলের সঙ্গে ভাবগত ব্যতিক্রম আছে। মূলে যেখানে আছে যে বিশ্বকর্মা নিজ হাতে অলঙ্কৃত করেছেন, আলাওল-এর অনুবাদে তার বিপরীত অর্থ ধরা পড়েছে—বিশ্বকর্মা এ-বাসকক্ষের নির্মাণ চাতুর্য সহ্য করতে পারলেন না। আমার মনে হয় মূলের সঁবারা শব্দটি এ-গোলযোগের কারণ। অভিধানে পাওয়া যাচ্ছে—শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। অর্থ, সাজানো, অলঙ্কৃত করা।[৬] A. G. Shireff সাহেবও এ-অর্থকে গ্রহণ করেছেন।[৭] আলাওল সম্ভবতঃ এর অর্থ করেছিলেন সংগোপন করা, তাতে সম্পূর্ণ চরণের অর্থ দাঁড়ায়, বিশ্বকর্মা আপন শিল্পকুশলতায় লজ্জিত হয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন। শেষ দুইটি চরণও মূলের দোহা অংশের যথার্থ অনুবাদ নয়। ঊনিশ স্তবকে জায়সীর কাব্যে আছে ঃ

পুনি তহঁ রতনসেন পগু ধারা।
জহাঁ নৌ রতন সেজ সঁবারা ॥
পুতরী গঢ়ি গঢ়ি খম্ভন কাঢ়ী।
জনু সজীব সেবা সব ঠাঢ়ী।
কাহু হাথ চঁদন কৈ খোরী।
কোই সেঁদুর কোই গন্ধে সিঁধোরী।

কোই কুহুঁকুহুঁ কেসর লিহে রহৈ।
লাবৈ অংগ রহসি জনু চহৈ।।
কোঈ লিহে কুমকুমা চোবা।
ধনি কব চহৈঁ ঠাঁট্টি মুখ জোবা।।
কোই বীরা কোই লীন্হে বীরী।
কোই পরিমল অতি সুগঁধ সমীরী।।
কাহু হাথ কস্তুরী মেদু।
কোই কিছু লিহে লাগু ভস ভেদু।।
পাঁতিহি পাঁতি চহুঁ দিসি সব সোঁধে কৈ হাট।
মাঁঝ রচা ইন্দ্রাসন পদমাবতি কহঁ পাট।।[৮]

তারপর রত্নসেন গেলেন সেখানে যেখানে নয় প্রকার রত্নে সেজ অলঙ্কৃত ছিলো। স্তম্ভে পুত্তলিকা খোদিত, যেন সব সজীব মূর্তি সেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কারো হাতে চন্দনের পাত্র, কারো হাতে সিন্দূর, কারো হাতে কৌটা। কারো হাতে জাফরান, যা সকলে আনন্দে অঙ্গে লেপন করে। কেউ নিয়েছে কুমকুম, সুন্দরী যখন ইচ্ছা করবেন দর্পণে মুখ দেখতে পারবেন।[৯] কারো কাছে পান, কারো কাছে দাঁতের রং দেবার মাজন, কারো কাছে আতর বাতাসকে যা সুগন্ধ করছে। কারো হাতে কস্তুরী-মেদ। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কিছু নিয়েছে। চতুর্দিকে সারি সারি সকলে দাঁড়িয়ে আছে যেন গন্ধ-দ্রব্যের হাট। মাঝখানে রচিত ইন্দ্রাসন যেখানে পদ্মাবতীর আসন

এ-অংশের যথাযথ অনুসরণ আলাওলের কাব্যে নেই। আলাওলের পাঠ হচ্ছে ঃ

চারিদিকে চারি স্তম্ভ ফটিক উজ্জ্বল।
নানা বর্ণ মূর্তি তাথে গঠিছে নির্মল।।
সজীবন কায়া জেন রৈছে দাণ্ডাইয়া।
নানাবিধ সুগন্ধি তাম্বুল পত্র লইয়া।।
তার মাঝে রত্নখাট অতি মনোহর।
বিচিত্র কোমল শয্যা তাহার উপর।
জেই দ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয়।
পুতলির হস্তে জানো সেই দ্রব্য পায়।
সেই শয্যা উপরে বসিল রত্নসেন।
অপ্সরা বেষ্টিত সর্গরাজ ইন্দ্র জেন।।[১০]

জায়সীতে যেখানে বস্তু বর্ণনা এবং অলঙ্করণের বিস্তার, আলাওলের কাব্যে সেখানে সঙ্কোচন। শুধুমাত্র এ-সর্গেই নয়, সর্বত্রই আমরা তা লক্ষ্য করি। এখানে দেখ্‌ছি, জায়সী পুত্তলিকাগুলোকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন—কারো হাতে চন্দন, কারো হাতে মৃগমেদ, কারো হাতে কুঙ্কুম ইত্যাদি আলাওলের পুত্তলিকাগুলো নানাবিধ সুগন্ধি তাম্বুল পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুগন্ধ দ্রব্যের বর্ণনা নেই। তা ছাড়া আলাওলের নিজস্ব দুটি চরণে—'জেই দ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয়। পুতলির হস্তে জানো সেই দ্রব্য পায়'।। একটি মধ্যযুগীয় স্থূলতা আছে, জায়সীতে যা অবর্তমান।

আলোচনার সুবিধার্থে আমি মূল হিন্দীর জন্য সর্বত্রই এ-সর্গে রামচন্দ্র শুক্লের পাঠক্রম অনুসরণ করেছি। ভুগতিপ্রসাদ পাণ্ডের ফারসী হরফে মুদ্রিত পদ্‌মাবত-এর সংস্করণে (পদমাবত ভাখা মুতরজম)[১১] এ-সর্গটী পঞ্চবিংশ সর্গ হয়েছে। সেখানে প্রেম খণ্ড, যোগী খণ্ড এবং রাজা-গজপতি সংবাদ খণ্ড, দশম সর্গের অন্তর্ভুক্ত। আবার পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁট খণ্ডের মধ্যে পূর্ববর্তী খণ্ডের শেষাংশ নিয়ে একটি নতুন সর্গ আছে—ধৌরাহর খণ্ড। লালা ভগবান-দীনের হিন্দী সংস্করণের[১২] সর্গ বিভাগ আবার অন্য রকম। তিনি আধুনিক পাঠকের জন্য বিষয়গত পরিবর্তন পরীক্ষা করে সর্গ বিভাগ করেছেন। তাতে সর্গ সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সর্গটির সংখ্যা ৩১, নাম 'সেজ বর্ণন'। প্রথম স্তবকটি শুক্লর ২০-সংখ্যক সর্গের সর্বশেষ স্তবক। আবার শুক্লর স্তবক সংখ্যা যেখানে ৪৪, ভগবানদীনের স্তবক সংখ্যা সেখানে ৩৫। অবশিষ্ট নয়টি স্তবক ৩২ সংখ্যক সর্গ 'সোহাগ বর্ণন'-এর অন্তর্ভুক্ত। মানের শরীফ খানকায় রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে কোনও সর্গ-বিভাগ নেই।

আলাওলের কাব্যে শুক্লর একটি সর্গ একাধিক সর্গে পরিণত হয়েছে। আরম্ভের দুটি স্তবক পাচ্ছি 'রত্নসেনের হস্তে গন্ধর্ব রাজার পদ্মাবতীকে সমর্পণ করিবার বয়ান' -অংশের শেষে, এবং অন্যান্য স্তবকগুলো 'সখিগন চাতুরী রত্নসেনের সঙ্গে করেন', 'পদ্মাবতীর বার লক্ষণের বিবরণ', 'পদ্মাবতী রত্নসেনের সাক্ষাতে যাইয়া বচনের উত্তর দিবার বিবরণ,' এবং 'রতিক্রিয়া করিয়া আনন্দে শয়ন হইতে জাগিবার বিবরণ' অধ্যায়গুলোর মধ্যে ধরা পড়েছে।

এ-সর্গের দু-একটি স্তবক প্রক্ষিপ্ত বলে আমি পূর্বেই সন্দেহ প্রকাশ করেছি। তা ছাড়া স্তবক-বিন্যাসে অল্প কিছু বিশৃঙ্খলা আছে। উদাহরণ স্বরূপ, ২৫

স্তবকে পদ্মাবতীর যে বক্তব্য মূলতঃ তারই পাঠান্তর পাই ২৭ এবং ২৯ স্তবকে। এ-দুই স্তবকে নতুন কোনও কথা নেই। আবার ২৫ স্তবকে পদ্মাবতীর বক্তব্যের পর ২৬ স্তবকে পুনর্বার পদ্মাবতীর বক্তব্য আসতে পারে না। তা ছাড়া ২৬ স্তবকে রসোল্লাসের পূর্ণ-স্বীকৃতি দেখে মনে হয় যে, এর পর সংলাপের আর বিস্তার নেই—এর পর শুধু দেহ-সংযোগের বৈচিত্র্য। ২৫ স্তবকের পর আসবে ২৮ স্তবকে ধৃত রত্নসেনের বক্তব্য এবং তার পরই ২৬ স্তবকে ধৃত পদ্মাবতীর স্বীকৃতি-বাক্য। ২৭ এবং ২৯ স্তবক বাদ যাবে। এ-দুটি স্তবক মানের শরীফ খানকায় রক্ষিত পদুমাবতের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়না। ২৮ স্তবকটি সেখানে নেই। ২৪ স্তবকের সঙ্গে ২৮ স্তবকের অনেকটা মিল আছে বলে এ-ধারণা করলে হয়তো অন্যায়ও হবে না যে এটি ২৪-এর পাঠান্তর মাত্র।

মানের শরীফ খানকার পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখতে পাচ্ছি যে, পাণ্ডু-লিপিটির স্তবক বিন্যাসের সঙ্গে শুক্ল, ভগবানদীন ও পাণ্ডের স্তবক-বিন্যাসের সর্বত্র সঙ্গতি নেই। পাণ্ডুলিপিটির স্তবক বিন্যাসই যুক্তিযুক্ত। কারণস্বরূপ একটি মাত্র উদাহরণ উপস্থিত করব। পাণ্ডুলিপিতে বিবাহ-বর্ণনার পর নিশি-যাপন কাহিনীর উন্মেষ হয়েছে, 'সাত খণ্ড উপর কবিলাসূ। তহা সুনার সেজ সুখ-বাসূ॥'—এ-স্তবক থেকে। এর পরবর্তী কয়েকটি স্তবকের প্রারম্ভিক দ্বৈত-চরণ-গুলো এখানে উল্লেখ করছি ঃ

২য় স্তবক : পুনি তহঁ রতন সেন পগুধারা।
জহাঁ নৌ রতন সেজ সঁবারা॥

৩য় স্তবক : সূরজ তপত সেজ্‌ জো পাঈ।
গাঁঠি ছোরি ধান সখিনহ্‌ ছপাঈ॥

৪র্থ স্তবক : অস তপ করত গএউ দিন ভারী।
চারি পহর বীতে জুগ চারী॥

৫ম স্তবক : কা বসাই জো গুরু অস বুঝা।
চাকাবূহ অভিমনু জো জূঝা॥

৬ষ্ঠ স্তবক : সুনি কৈ বাত সখী সব হঁসী।
জনহুঁ রৈনি তরই পরগাসী॥

আর অগ্রসর না হয়ে প্রাথমিক এ-স্তবক কয়টির বিন্যাসের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা যায়। প্রথম স্তবকের অতি সুকুমারী সেজ-এর বর্ণনার পর, দ্বিতীয় স্তবকে অত্যন্ত সমীচীন ভাবেই এসেছে যে রাজা রত্নসেন সেজ অধিকারের জন্য পা বাড়ালেন। তৃতীয় স্তবকে সেজ অধিকারের পর সখীরা যে চাতুরী করছে তার বর্ণনা পাই, চতুর্থ স্তবকে আছে রাজার বিহ্বল অবস্থার পরিচয় এবং সখীদের প্রথম কৌতুক প্রশ্ন, পঞ্চম স্তবকে রাজার উত্তর এবং উত্তরটি পূর্ববর্তী স্তবকের উদ্ভূত প্রশ্নের, ষষ্ঠ স্তবকে সখীদের পরিহাস এবং রহস্য-কৌতুকের বিস্তার। শুক্লর স্তবকের বিন্যাস অযৌক্তিক এবং সেখানে কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত স্তবকও আছে। ২৬ সর্গের ১৮ স্তবক এবং ২৭ সর্গের ১ম স্তবক মূলতঃ একই বক্তব্যের পাঠ-দ্বৈত। মানের শরীফের পাণ্ডুলিপিতে শুক্লর ২৬ সর্গের ১৮ স্তবকের পাঠটি নেই। পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে শুক্লকে সংশোধন করা যায় নিম্নরূপে:

শুক্লর পাঠ	পাণ্ডুলিপির পাঠ	শুক্লর পাঠ-সংশোধন
১. ২৬ সর্গ ১৮ স্তবক	শুক্ল-র ২৭ সর্গ ১ম স্তবক	২৬ সর্গ ১৮ স্তবকের স্থানে ২৭ সর্গ ১ম স্তবকের পাঠ আসবে।
২. ২৬ সর্গ ১৯ স্তবক	শুক্ল-র ভেঁট-খণ্ডের ২য় স্তবক	২৬ সর্গ ১৭ স্তবকের সঙ্গে বিবাহ-খণ্ড শেষ হবে, নতুন সর্গ আরম্ভ হবে ২৭ সর্গ ১ম স্তবক দিয়ে, ২য় স্তবক হবে ২৬ সর্গের ১৯ স্তবক।
৩. ২৭ সর্গ ২য় স্তবক	ভেঁট-খণ্ডের ৩য় স্তবক	২৭ সর্গের ৩য় স্তবক।
৪. ২৭ সর্গ ৩য় স্তবক	ভেঁট-খণ্ডের ৪র্থ স্তবক	২৭ সর্গের ৪র্থ স্তবক।
৫. ২৭ সর্গ ৪র্থ স্তবক	পাণ্ডুলিপিতে নেই	প্রক্ষিপ্ত হিসেবে পরিত্যক্ত হবে।
৬. ২৮ সর্গ ৫ম স্তবক	ভেঁট-খণ্ডের ৫ম স্তবক	২৭ সর্গের ৫ম স্তবক।

এখন লালা ভগবানদীনের ও পাণ্ডুলিপির পাঠের তুলনা:

ভগবানদীনের পাঠ	পাণ্ডুলিপির পাঠ	ভগবানদীনের পাঠ-সংশোধন
১. ৩১ সর্গ ২য় স্তবক : "সেজ বর্ণন" অধ্যায়।	ভেঁটখণ্ডের ১ম স্তবক	৩১ সর্গ ১ম স্তবক
২. ৩১ সর্গ ১ম স্তবক	ভেঁটখণ্ডের ২য় স্তবক	৩১ সর্গ ২য় স্তবক।
৩. ৩১ সর্গ ৩য় স্তবক "সখী কুতুহল করহিঁ ধমারী। কোই হঁসে কোই আখহিঁ গারী।"	পাণ্ডুলিপিতে নেই।	প্রক্ষিপ্ত হিসেবে পরিত্যক্ত হবে।
৪. ৩১ সর্গ ৪র্থ স্তবক "কনক হার হীরা ভরি হাসু। গাবহিঁ গীত সখী দস সাথু।।"	পাণ্ডুলিপিতে নেই	প্রক্ষিপ্ত হিসেবে পরিত্যক্ত হবে।
৫. ৩১ সর্গ ৫ম স্তবক	ভেঁট খণ্ডের ৩য় স্তবক	৩১ সর্গ ৩য় স্তবক।
৬. ৩১ সর্গ ৬ষ্ঠ স্তবক	ভেঁট খণ্ডের ৪র্থ স্তবক	৩১ সর্গ ৪র্থ স্তবক।
৭. ৩১ সর্গ ৭ম স্তবক "কা পুছহু তুম ধাতু নিছোহী। জো গুরু কীনহ অঁতরপট ওহী।।"	পাণ্ডুলিপিতে নেই	প্রক্ষিপ্ত হিসেবে পরিত্যক্ত হবে।
৮. ৩১ সর্গ ৮ম স্তবক	ভেঁট খণ্ডের ৫ম স্তবক	৩১ সর্গ ৫ম স্তবক।

ভগবানদীনের যে কয়টি স্তবক প্রক্ষিপ্ত বলে বাদ দিতে চাচ্ছি, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রথমতঃ অশোভন বাকভঙ্গীর জন্য এগুলোকে জায়সীর রচনা বলে স্বীকার করতে অসুবিধা হয়, দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য সর্গের বর্ণনার যুক্তিযুক্ত প্রবাহের মধ্যে এগুলো অতিরিক্ত, অনেকটা অহেতু বিপর্যয়ের মতো।

এখন ভুগুতিপ্রসাদের ও পাণ্ডুলিপির পাঠের তুলনা :

ভুগুতিপ্রসাদের পাঠ	পাণ্ডুলিপির পাঠ	ভুগুতিপ্রসাদের পাঠ-সংশোধন
১. ২৪ সর্গ ৫ম স্তবক "ধৌরাহর খণ্ড"	ভেঁট খণ্ডের ২য় স্তবক	২৫ সর্গ ২য় স্তবক।
২. ২৫ সর্গ ১ম স্তবক "ভেঁট খণ্ড"	ভেঁট খণ্ডের ১ম স্তবক	২৫ সর্গ ১ম স্তবক।

ভুগুভিপ্রসাদের পাঠ	পাণ্ডুলিপির পাঠ	ভুগুভিপ্রসাদের পাঠ-সংশোধন
৩. ২৫ সর্গ ২য় স্তবক	ভেঁট খণ্ডের ৩য় স্তবক	২৫ সর্গ ৩য় স্তবক।
৪. ২৫ সর্গ ৩য় স্তবক	ভেঁট খণ্ডের ৪র্থ স্তবক	২৫ সর্গ ৪র্থ স্তবক।
৫. ২৫ সর্গ ৪র্থ স্তবক	পাণ্ডুলিপিতে নেই	প্রক্ষিপ্ত বলে পরিত্যক্ত হবে।
৬. ২৫ সর্গ ৫ম স্তবক	ভেঁট খণ্ডের ৫ম স্তবক	২৫ সর্গ ৫ম স্তবক

পাণ্ডুলিপির পাঠ যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তার আর একটি প্রমাণ, প্রচলিত মুদ্রিত পুথিগুলির পাঠ যেখানে অস্পষ্ট এবং বিকৃত, পাণ্ডুলিপির পাঠ সেখানে অর্থবহ ও যুক্তিযুক্ত। একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি। শুক্লর ২৬ সর্গের ১৯ স্তবকের একটি চরণদ্বৈতে পাই :

"কোঈ লিহে কুমকুমা চোবা।
ধনি কব চহৈ ঠাঢ়ি মুখ জোবা॥"

এর অর্থ : 'কেউ (পুত্তলিকাদের মধ্যে কেউ) কুঙ্কুম চোবা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দরী যখন ইচ্ছে করবেন, দাঁড়িয়ে মুখ দেখবেন।' দ্বিতীয় চরণটি স্পষ্টই বিকৃত কেননা অর্থের দিক দিয়ে অসঙ্গত। A. G. Shireff এ-অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেছেন, "I think a reference to a mirror held by one of the carved figures must be missing"[১৩] পাণ্ডুলিপিতে এ চরণদ্বৈতের পাঠ ব্যতিক্রম নিম্নরূপ :

"কোঈ লেহিঁ কুমকুমা চোবা।
দরসন আস ঠাঢ়ি মুখ জোবা॥"

এর অর্থ : 'কেউ (পুত্তলিকাদের মধ্যে কেউ) কুঙ্কুম-চোবা নিয়ে দর্শনের আশায় দাঁড়িয়ে মুখ দেখছে।' অর্থাৎ পুত্তলিকাটি এমনভাবে নির্মিত যে মনে হয় সে যেন কারও দর্শন পাবার আশায় পথের দিক তাকিয়ে আছে।

আলোচ্য সর্গের দ্বিতীয় স্তবকের চতুর্দশ চরণে শুক্লর পাঠে আছে :

"বইঠো খোই জরী ঔ বূটি।
লাভ ন পাব মূর ভই টূটী॥"

এর অর্থ হয়ঃ "মূল এবং শাখা হারিয়ে বসলেন; লাভ পেলেন না, মূলধনও হারালেন।"

পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয় চরণের পাঠ এই ঃ

"বোল ন আউ মোলে ভই টূটী।"

এর অর্থ হয় "মূল্য হারিয়ে মুখে আর কথা সরলো না।" এ-পাঠটিই সমীচীন মনে হয়। দোহা-অংশে এ-কথারই বিস্তার আছে। "বিষাক্ত লাড়ু খেয়ে তিনি বোধশক্তি রহিত হ'লেন।"

ত্রয়োবিংশ স্তবকের দোহা-অংশে শুক্লর পাঠ হচ্ছে ঃ

"জেহি মিলি বিছুরণ ঔ তপনি অন্ত হোই জৌ নিঁত।
তেহি মিলি গঞ্জন কো সহৈঁ বরু বিনু মিলে নিচিঁত।"

এর অর্থ হয়ঃ "কোনও কিছু প্রাপ্তির চেষ্টায় অন্তে এবং নিয়ত যদি বিচ্ছেদ ও দাহ থাকে, তা'হলে গঞ্জনা সহ্য ক'রে কে আর প্রাপ্তির চেষ্টা ক'রবে? সে-ক্ষেত্রে না পেলেই তো নিশ্চিন্ততা।" এ-অর্থ পদ্মাবতের মূল দর্শনের বিপরীত। এ-কাব্যে সর্বত্যাগের সাধনার কথা বলা হ'য়েছে। সত্য ও সৌন্দর্যকে পেতে হ'লে অনবরত যে যন্ত্রণা এবং দাহ সহ্য ক'রতে হয়, তা'র পরিচয় পাই রত্নসেনের আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনার মধ্যে। পাণ্ডুলিপির পাঠটিই এখানে যথার্থ অর্থ বহন করে ঃ

"জেহি মিলি বিছুরন ঔ তপন অন্ত
তন্ত তহ মিত।
তেহি মিলি কঞ্চন কো সহৈ
পরবন মিলৈ নিচিঁত॥"

এর অর্থঃ "যাকে পাওয়ায় বিচ্ছেদ ও দাহ অন্ত (শেষ) হ'ল, বন্ধন সেখানে মিত্র। সে যেন সোনা পেয়েছে যা' হ'ল তার জন্য নিশ্চিন্ত পার্বনী।"

মানের শরীফের পাণ্ডুলিপিতে "পদ্মাবতী-রত্নসেন-ভেঁট-খণ্ড" সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে পাতা নেই। পঞ্চদশ স্তবক পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হতে পারি নির্ভরতায় এবং যথাযথ পাঠক্রম অনুসারে। এর পরই পাতা নেই তাই বক্তব্য অসংলগ্ন হয়েছে। পঞ্চদশ স্তবকে সুন্দরী বলেছেন, ভিখারী যে, সে ভিক্ষার

জন্য দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। এর পরই যে-স্তবক পাণ্ডুলিপিতে এসেছে তার আরম্ভে পাই—"কা ধনি পান রঙ্গ কা চূনা,"—'বল সুন্দরী, পানের রং বা চূণায় কি আসে যায়।" এ-দুই স্তবকের মধ্যে কোনও সংযোগ নেই। শুক্ল, ভগবানদীন এবং পাণ্ডের সংস্করণগুলিতে একটি সুস্পষ্ট শৃঙ্খলায় এবং সংলাপের স্বাভাবিক বিকাশ নিয়ে অন্তর্গত আরও চারিটি স্তবক আছে।

আলোচ্য সর্গে অনুবাদ, স্তবক-বিন্যাস এবং চরণের গতিতে আলাওলের দ্বিধা-বন্ধন ছিলো না। মূলের স্তবক বিন্যাস রাখেন নি। চরণের শৃঙ্খলাও মূলানুগ নয়, অতিরিক্ত পাঠ সংযোজিত হয়েছে, মূল সংলাপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে, আবার প্রয়োজনবোধে অন্য সর্গ থেকে বাণী আহৃত হয়েছে।

আলাওলের স্তবক-বিন্যাস নিম্নরূপ। শুক্লর পাঠের সঙ্গে সমান্তরাল রেখে স্তবক সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূল : জায়সী (শুক্লর পাঠ)	আলাওল (হবীবী প্রেসের ১৩১৪ এবং ১৩:৭ সালের সংস্করণ)
২৬ সর্গ ১৭ স্তবক—'রত্নসেন পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড॥' প্রারম্ভিক চরণ—"খৌরাহর পর দীনহা বাসু। সাত খণ্ড জহ ব"া কবিলাসু॥"	৩২ সর্গ "রত্নসেনের হস্তে পদ্মাবতীকে রাজা সমর্পণ করে"। পৃষ্ঠা ১৪২। আরম্ভ: "সপ্ত খণ্ড ধরাহর এ সপ্ত আকাশ। তথা নিয়া কন্যা বর দিলেক নিবাস।"
২৬ সর্গ ১৮ স্তবক। আরম্ভ—"সাত ঋতু সাতো কবিলাসা। কা বরনৌ জগ উপর বাসা। হীরা ই"ট কপুর গিলাবা। মলয়িগরি চন্দন সব লাবা॥"	৩২ সর্গ ঐ, আরম্ভ—"হীরামতি কপাট আদি ইটাল পাষাণ। চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রতন।"
২৬ সর্গ ১৯ স্তবক। আরম্ভ—"পুনি তহঁ রতন সেন পগু ধারা। জহা নৌ রতন সেজ সঁবারা॥ পুতরী গাঢ়ি খম্ভন কাঢ়ী। জনু সজীবন সেবা সব ঠাঢ়ী॥"	৩২ সর্গ ঐ, আরম্ভ—"চারিদিকে চারি স্তম্ভ ফটিক উজ্জ্বল। নানা বর্ণ মূর্তি তাহে গঠিছে নির্মল॥"

২৭ সর্গ, ১ম স্তবকের তিনটি মাত্র চরণ 'মানিক দিয়া জবাবা মোতী। হোই উজিয়ার রহা তেহি জোতী॥ উপর রাতা চঁদবা ছাবা॥"

৩২ সর্গ, ১৪২—৪৩ পৃষ্ঠা। মাত্র দুটি চরণ—"উপরেতে চন্দ্রাতপ করে ঝলমল। মাণিক্য প্রদীপ জ্যোতে বাসর উজ্জ্বল।"

২৭ সর্গ ২য় স্তবক। আরম্ভ—"রাজৈ তপত সেজ জো পাঈ। গাঁঠি ছোরি ধনি সখিনহ্ ছপাঈ॥"

৩২ সর্গ ১৪৩ পৃষ্ঠা। আরম্ভ—"গাঁঠি ছোড়াইতে ছল করি সখীগণ। নৃপ পাশ হস্তে কন্যা নিল অন্য স্থান।"

২৭ সর্গ ৩য় স্তবক। আরম্ভ—"অব তপ করত গএউ দিনভারী। চারি পহর বীতে জুগ চারী॥ পরী সাঁঝ পুনি সখী সো আঈ। চাঁদ রহা উপনী জো তরাঈ॥ পূছহিঁ গুরু কহাঁ রে চেলা। বিনু সসি রে কস সুর অকেলা॥"

৩৩ সর্গ ১৪৫ পৃষ্ঠা। আরম্ভ—"সখীগণ নৃপতিরে দেখি হেন রীত। জিজ্ঞাসিল মৃদু বাক্যে হাসিয়া কিঞ্চিৎ॥"

২৭ সর্গ ৪র্থ স্তবক। আরম্ভ—"কা পূছহু তুম ধাতু নিছোহী। জো গুরু কীনহ্ অঁতরপট ওহী॥"

আলাওলে নেই। আমার সংশোধিত জায়সীর পাঠেও নেই।

২৭ সর্গ ৫ম স্তবক। আরম্ভ—"কা বসাই জো গুরু অস বুঝা। চকাবূহ অভিমানু জোঁ জুঝা। বিষ জো দীন্হ অমৃত দেখরাঈ।"

৩৩ সর্গ ১৪৪ পৃষ্ঠা। আরম্ভ—"নৃপতি বলিল শুনি সখীর বচনে। চাতুরী সময় ভাল পাইছ এখনে॥ অমৃত দর্শাই পুনি বিষ কর দান।"

২৭ সর্গ ৭ম স্তবক। আরম্ভ—"সুনি কৈ বাত সখী সব হঁসী।"

৩৩ সর্গ ১৪৪ পৃষ্ঠা। আরম্ভ—"এতেক শুনিয়া সখী ঈষৎ হাসিয়া।"

২৭ সর্গ ৬ষ্ঠ স্তবক। আরম্ভ—"প্রথমৈ মজ্জন হোই সরীরূ। পুনি পহিরৈ তন চঁদন চীরূ॥"

৩৩ সর্গ ১৪৪ পৃষ্ঠা। আরম্ভ—"সৌরভে শরীর যেন করিব মার্জ্জন। বিচিত্র বসন পরি পরয় চন্দন॥"

শরীরে দ্বাদশ চিহ্নের বর্ণনা জায়সীতে নেই।

৩৪ সর্গ ১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা আরম্ভ—"চারি পক্ষী চারি পশু ফল গোটা চারি। তেন মতে অনুমান পদ্মাবতী নারী॥"

৪০ সর্গ ৫ম স্তবক—'স্ত্রীভেদ-বর্ণন খণ্ড।" আরম্ভঃ "প্রথম কেস দীরঘ মন মোহে।"

৩৪ সর্গ ১৪৪ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "এবে শুন ষড়্দশ শৃঙ্গার বেকত।" এ অংশে বর্ণনা জায়সীর আলোচ্য অধ্যায় থেকে গৃহীত হয়নি—৪০ সর্গের ৫ম স্তবক থেকে গৃহীত হয়েছে।

২৭ সর্গের ৮ম, ৯ম, ১০ম স্তবক পদ্মাবতীর আভরণ ও বস্ত্র সজ্জার বর্ণনা।

আলাওলে নেই। তার পরিবর্তে অলঙ্কারের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সম্পর্কে নৃপতি ও সখীদের সংলাপ এসেছে। এ অংশটুকু আলাওলের নিজস্ব। আরম্ভ—"এ বার আভরণ যদি সখী বাখানিল। ঈষৎ হাসিয়া নৃপ পত্যুত্তর দিল।।"

২৭ সর্গ ১১শ স্তবক। আরম্ভ—"অস বারহ সোরহ ধনি সাজৈ। ছাজ ন ঔর আহি পৈ ছাজৈ।। বিনবহিঁ সখী গহরূকা কীজৈ। জেই জিউ দিন্‌হ তাহি জিউ দীজৈ।।"

৩৪ সর্গ ১৪৬ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "কর জোরে বলে রানি শুনহ মিনতি।"

২৭ সর্গ ১২শ স্তবক। আরম্ভ—"সুনু ধুনি ভর হিরদয় তব তাঈ। জো লগি রহসি মিলৈ নহিঁ সাঈ।।"

৩৪ সর্গ ১৪৬—১৪৭ পৃষ্ঠা। আরম্ভ—"সখী বলে শুন রাণী মোর নিবেদন।"

জায়সীতে নেই।

গীত দক্ষিণাস্ত, শ্রীরাগ চৌক এক তালি—আলাওলের সংযোজন।

২৭ সর্গ ১৩শ স্তবক। আরম্ভঃ "পদমিনি গবন হংস গএ দূরী। কুঞ্জর লাজ ভেল সির ধূরী।"

আলাওলে নেই।

২৭ সর্গ ১৪শ স্তবক। আরম্ভঃ "মিলি গোহনে সখী তরাঈ। লেই চাঁদ সূরজ পহঁ আঈ॥"

৩৫ সর্গ ১৪৭ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "পদ্মিনীর গমন নির্মল করি জিনি। ধীরে ধীরে পতি পাশে চলিল কামিনী।"

২৭ সর্গ ১৫শ স্তবক আরম্ভঃ "সুনি য়হ সবদ অমিয় অস লাগা। নিদ্রা টুটি সোই অস জাগা। গহী বাঁহ ধনি সেজবাঁ আনী। অঞ্চল ওট রহী ছপি রাণী॥"

৩৫ সর্গ ১৪৮ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "করে ধরি নিল কন্যা শয্যার উপরে। লাজে অধঃমুখে রহি ঘোঁঘট অন্তরে।" এর পর দশটি চরণ নৃপতির উক্তি রূপে আলওলের সংযোজন এবং তারপর পুনরায় মূলানুসরণ।

২৭ সর্গ ১৬শ স্তবক। আরম্ভঃ "মৈ তুমহ্ কারণ পেমপিয়ারী। রাজ ছাঁড়ি কৈ ভএউঁ ভিখারী॥"

৩৫ সর্গ ১৪৮ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "নৃপ বলে তোমা লাগি প্রাণের ঈশ্বরী। রাজ্যপাট তেজি সত্য হৈল ভিখারী।"

২৭ সর্গ ১৭ স্তবক আরম্ভঃ "অপনে মুঁহ ন বড়াঈ ছাজা। জোগী কতহুঁ হোহিঁ নহি রাজা॥"

৩৫ সর্গ ১৪৮—১৪৯ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "কন্যা বলে যেবা মন বান্ধি গেল যোগে। তার কোন কার্য্য আছে সংসারের ভোগে॥"

২৭ সর্গ ১৮শ স্তবক। আরম্ভঃ "অন্নু ধনি তূ নিসিঅর নিসি মাহাঁ। হোঁ দিনিঅর জেহি কৈ তূ ছাহাঁ॥"

৩৫ সর্গ ১৪৯ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "নৃপ বলে অনাহারে থাকয় তাবত। সিদ্ধি হেন পদ যোগী না পায় যাবত।" ভাবানুসরণ মাত্র।

২৭ সর্গ ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২৩শ, ২৪শ স্তবক।

আলাওলে নেই।

২৭ সর্গ ২৫ স্তবক। আরম্ভ: "বিহঁসী ধনি সুনি কৈ সত বাতা। নিহচয় তূ মোরে রঁগ রাতা ॥"

৩৫ সর্গ ১৪৯—১৫০ পৃষ্ঠা। আরম্ভ "বিহসি কহিল ধনি শুন প্রাণ পিউ। ভাবরস বাক্যে মোর জুড়াইল জিউ ॥"

২৭ সর্গ ২৬শ স্তবক। আরম্ভ: "কৌন মোহনী দহুঁ হুতি তোহি। জো তোহি বিথা সো উপনী মোহী ॥"

৩৫ সর্গ ১৫০ পৃষ্ঠা। আরম্ভ "কি জানি মোহিনী দিয়া বন্ধি কৈলা মন। শয়ন জাগরণে তিল নাহি বিস্মরণ ॥"

জায়সীতে নেই। ২৭ সর্গের ৩০শ, ৩১শ, ৩২শ, ৩৩শ স্তবকে দেহ-সংযোগের যে রসোল্লাস আছে, আলাওল তা' অবলম্বন করেন নি।

৩৫ সর্গ ১৫০—১৫৩ পৃষ্ঠা। "এ বলিয়া মুখের ঘোঁঘট দূর করি"—এখান থেকে আরম্ভ করে, রতি-কৃত্যের বিস্তৃত বিবরণের পর 'শিরে ধরি তান আজ্ঞা মালতীর মালে। সরস পয়ার কহে কহে হীন আলাওলে ॥" এ পর্য্যন্ত মূলের সঙ্গে অসঙ্গত।

২৭ সর্গ ২৭শ, ২৯শ স্তবক। প্রক্ষিপ্ত ব'লে পরিত্যক্ত।

আলাওলে নেই।

২৭ সর্গ ২৮শ স্তবক। আরম্ভ: "সত্য কহেঁী সুনু পদ্মাবতী"

আলাওলে নেই।

২৭ সর্গ ৩৪শ, ৩৫শ স্তবক।

আলাওলে নেই।

২৭ সর্গ ৩৬শ স্তবক। আরম্ভ: "ভা বিহান উঠা রবি সাঈঁ। চহুঁ দিসি আঈ নখত তরাঈঁ।"

৩৬ সর্গ—"রতি-ক্রিয়া করিয়া আনন্দ শয়ন হৈতে জাগিবার বিবরণ।" পৃষ্ঠা ১৫৩। আরম্ভ: "রস সিন্ধু সঞ্চরিয়া অতি বড় শ্রান্ত হৈয়া, দুই জনে শুতিল শয়নে।" মূলের যথাযথ অনুসরণ নয়।

২৭ সর্গ ৩৭ স্তবক। আরম্ভ: 'বিহঁসি জাগাবহি সখী সয়ানী ॥'

৩৬ সর্গ ১৫৪ পৃষ্ঠা। আরম্ভ: "প্রভাত সময় লখি, নিকটে আইল সখী, মৃদু হাসি মদনের শাল।"—মূলের আভাস আছে, অনুকরণ নেই। তা'ছাড়া অতিরিক্ত সংযোজনও আছে।

২৭ সর্গ ৩৮শ স্তবক। আরম্ভঃ "হঁসি হঁসি পুছহিঁ সখী সরেখী। মানহু কুমুদ চন্দ্র-মুখ দেখী।"	৩৬ সর্গ ১৫৫ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "ছিন্ন আভরণ বিচারিয়া লৈল সখী। হাসিতে হাসিতে কহে কন্যার মুখ দেখি।" আংশিক অনুরণণ।
২৭ সর্গ ৩৯ স্তবক। আরম্ভঃ "কহৌ সখী আপন সতভাউ।"	৩৬ সর্গ ১৫৫ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "কন্যা বলে শুন সখী কহি সুনিশ্চিত।"
২৭ সর্গ ৪০শ, ৪১শ স্তবক।	আলাওলে নেই।
২৭ সর্গ ৪২শ স্তবক। আরম্ভঃ "কহি য়হ বাত সখী সব ধাঈ। চম্পাবতি পহঁ জাই সুনাঈ।"	৩৬ সর্গ ১৫৫ পৃষ্ঠা। আরম্ভঃ "চম্পাবতী রাণী পাশে গিয়া সখিগণ।"
২৭ সর্গ ৪৩শ স্তবক।	আলাওলে নেই। শুধু দোহা অংশের আভাষ ১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রথম দুই চরণে পাওয়া যায়—"স্নান করি পরাইল বস্ত্র অলঙ্কার। পুনি জ্যোতির্ময় হৈল চন্দ্র পূর্ণিমার।"
২৭ সর্গ ৪৪শ স্তবক।	আলাওলে নেই।

এভাবে সাধারণ বিচারে উভয় কবির স্তবকগুলির সমান্তরাল উল্লেখ দ্বারা আমরা জায়সীর উপর আলাওলের নির্ভরতার গুরুত্ব পরিমাপ করতে পারি। এই সর্গের ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে চরণগত, শব্দগত এবং উপমা-রূপকগত তুলনা করা সম্ভবপর নয়। আমি সে কারণে পাঠ-আলোচনায় অনুবাদ-সহ জায়সীর সমগ্র সর্গ উদ্ধৃত করে, আলাওলের সংশোধিত পাঠ উপস্থিত ক'রেছি।

উভয় কাব্যের তুলনায় যেখানে ব্যতিক্রম অধিকতর স্পষ্ট, সামঞ্জস্য নয়, সে-অংশের কাব্য-বিচার করলে উভয় কবির ভাবগত এবং আদর্শগত পার্থক্য কিছু পরিমাণে ধরা পড়বে। প্রেম এবং রূপ-বর্ণনায় এ পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রেম বা শৃঙ্গার বর্ণনায় জায়সীর কাব্যে মানসিক পক্ষ প্রধান, শারীরিক গৌণ।[১৪] শৃঙ্গারে দেহ-সংযোগের ফলস্বরূপ হৃদয়ের যে উল্লাস এবং আনন্দের যে ঔদার্য্য এবং তৃপ্তির যে অপরিসীম পূর্ণতা জায়সীর কাব্যে তা'র পরিচয় আছে।

তিনি সংযোগের কলাকৌশল তথা আসন-বৈচিত্র্যের স্থূল বর্ণনা দেননি। যেখানে স্পষ্টভাবে সংযোগের কথা আছে সেখানেও অনবরত উপমা-রূপকের পরিশীলনে রিরংসা অপরোক্ষ থাকে, যেমনঃ "মনের সত্যভাব প্রকাশ ক'রে তারা কণ্ঠলগ্ন হ'ল একে অন্যের, যেন কাঞ্চনের সঙ্গে মিললো সোহাগা। চুরাশী আসন দক্ষ যোগী ষটরস এবং ভোগে চতুর। যেন কেউ মালতী কুসুমের মালা পেয়েছে, যেন কেউ চম্পার শাখা নুইয়েছে। যেন ভ্রমরের বিস্মরণ, যেন ফুল কলি বিদ্ধ করেছে, যেন অর্জুনের বাণে লক্ষ্যবিদ্ধ মৎস্য, যেন কাঞ্চন-কলিতে রত্ন বসানো, যেন সুঁচ দিয়ে মুক্তা ভেদ করা। নারাঙ্গী মনে করে শুক নখ লাগালো, অধরের অমিয় রসের আস্বাদ নিলো। কৌতুক কেলি করে দুঃখ দূর করলো, সরোবরে হংসের মতো নাচ্‌লো, শব্দ করলো। সেখানে রইলো সুগন্ধ চুয়া, মেদ এবং চন্দনের। যার এমন পদ্মিনী রমণী আছে, সেই এ সুগন্ধের ভেদ জানে।"[১৫]

আলাওলের কাব্যে এ বর্ণনার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। আলাওল বিস্তৃতভাবে কেলি-কলার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে কৌশল এবং কাম-দক্ষতাই প্রধান। বিপরীত বিহারের দেহ সর্বস্ব স্নায়ু-নির্ভর বর্ণনাও এসেছে। আমার সংশোধিত পাঠের বিংশ স্তবকের অংশবিশেষ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করছিঃ

"সত্বরে তুলিয়া নৃপ কোলে বসাইল।
শয়ানে বয়ানে চুম্বি ললাট ঘ্রাণিল॥
যোগানলে জ্বালাইয়া মৃত্যু অবধান।
অধর অমৃত পানে হৈল সঞ্জীবন॥
ভুজে বান্ধি আলিঙ্গিয়া অতি অনুরাগে।
একত্রে লাগিল যেন কণক সোহাগে॥
রতিশাস্ত্র জ্ঞাতা দুই ভুলি রতি রসে।
করয় বিবিধ কেলি অশেষ বিশেষে॥
উরে উরে লাগাইয়া শুতিল শয়নে।
যেন পক্ষী ধরি নখে বিন্ধয় শাসনে॥
কঠিন হিয়ার দুই শ্রীফল কঠিন।
গাঢ় আলিঙ্গণে রহে কাঞ্চুরার চিন।

ক্ষেণেক্ষ দক্ষিণে বামে ক্ষেণে উর্ধ্বে অধে।
দুহুঁ মিলি উলটে পালটে রতি যুদ্ধে॥
সঘন চুম্বন ক্ষেণে ক্ষেণে মধুপান।
নানামতে রস কেলি কৈল সমাধান॥
রতি রসে বিভোর হৈয়া দুইজন।
দূর হৈল অঙ্গ হইতে লজ্জার বসন॥"

ইত্যাদি।

আলাওলের বর্ণনা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের স্বভাব এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়। ভক্তির ক্ষেত্রে নির্ণেয় যে আনন্দ এবং রসোপলব্ধি জনিত যে তৃপ্তি তার সঙ্গে লৌকিক রসোপভোগের বর্ণনার পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। তুলসীদাসের কাব্যেও এর পরিচয় আছে। সংযোগ শৃঙ্গারের বর্ণনা তুলসীদাস করেন নি, তাঁর রূপ-বর্ণনাও অনুভূতিগত, যেমন ঃ—

"দেখি সীয় সোভা সুখু পাবা।
হৃদয় সরাহত বচনু ন আবা॥
জনু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাই।
বিরচি বিশ্ব কহঁ প্রগটি দেখাঈ॥
সুন্দরতা কহঁ সুন্দর করঈ।
ছবিগৃহ দীপসিখা জনু বরঈ॥
সব উপমা কবি রহে জুঠারী।
কেহি পটতরউঁ বিদেহকুমারী॥"[১৬]

সীতার শোভা দেখে সুখ পেলেন রামচন্দ্র। হৃদয় শরাহত হ'ল। বচন এলোনা মুখে। মনে হ'ল যেন বিধাতা তাঁর সমস্ত নিপুণতা দিয়ে মূর্তি বিরচন ক'রে তা প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। সুন্দরতাকেও তাঁর রূপ সুন্দর ক'রেছে—চিত্র গৃহে দীপশিখার মতো। কবিরা সকল উপমা উচ্ছিষ্ট ক'রেছেন, এখন কার সঙ্গে বিদেহকুমারীর রূপের সমতা করব।

নারীর দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনায় জায়সীর সঙ্গে আলাওলের যে পার্থক্য তাতে এই বিশেষ ক্ষেত্রে উভয়ের আবেগগত উৎস সম্পর্কে কয়েকটি সত্য ধরা পড়ে। আলোচ্য সর্গের সপ্তম স্তবকের দোঁহা অংশে জায়সী ব'লছেন ঃ

"পুনি সোরহৌ সিঙ্গার জস চারিহু চৌক কুলীন।
দীরঘ চারি, চারি লঘু, চারি সুভর ও খীন।।"

'আরও আছে ষোড়শ শৃঙ্গার—কুলীন চারিটি চারের সমূহ, চারি দীর্ঘ, চারি লঘু চারি সুভর বা প্রশস্ত এবং চারি ক্ষীণ'।

এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে ৪০ সর্গের ৫ম স্তবকে :

"প্রথম কেস দীরঘ মন মোহৈ।
ও দীরঘ অঁগুরী কর সোহৈ।
দীরঘ নৈন তীখ তহঁ দেখা।
দীরঘ গীউ কন্ঠ তিনি রেখা।।
পুনি লঘু দসন হোহিঁ জনু হীরা।
ও লঘু কুচ উতঙ্গ জম্ভীরা।।
লঘু লিলাট দুইজ পরগাসু।
ও নাভী লঘু চন্দন বাসু।
নাসিক খীন খরগ কৈ ধারা।
খীন লংক জনু কেহরি হারা।।
খীন পেট জানহু নহিঁ আঁতা।
খীন অধর বিদ্রুম-রঁগ-রাতা।।
সুভর কপোল দেখ মুখ শোভা।
সুভর নিতম্ব দেখি মন শোভা।।
সুভর কলাঈ অতি বনী সুভর জংঘ গজ চাল।

প্রথম, দীর্ঘ কেশ মন মোহিত করে এবং দীর্ঘ অঙ্গুলী করে শোভা পায়। দীর্ঘ নয়ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যা দেখে, কণ্ঠের তিনটি রেখা সহ দীর্ঘ গ্রীবা। তারপর লঘু দশন হীরার মতো, লঘু কুচ জম্বীর লেবুর মতো উঁচু, লঘু ললাট দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মতো, এবং চন্দন সুগন্ধিত লঘু নাভি। নাসিকা ক্ষীণ খড়গধার, ক্ষীণ কটি কেশরীকে পরাভূত ক'রেছে, ক্ষীণ উদর যেন অন্ত্র নেই, ক্ষীণ অধর বিদ্রুম বর্ণে রঞ্জিত। প্রশস্ত কপোল মুখ মণ্ডলের শোভা, প্রশস্ত নিতম্ব মনকে লোভাতুর করে, বাহু অতি প্রশস্ত, জংঘা প্রশস্ত এবং সে গজ-গামিনী।

নারী দেহের এ বর্ণনা সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ রীত্যানুসরণ নয়। জায়সীর বর্ণনায় রমণীর কুচযুগল স্থূল নয়—পরিমিত এবং লঘু। সংস্কৃত কাব্যে ক্ষীণমধ্যা রমণীর দেহের ছন্দ এবং তরঙ্গ নির্মাণ ক'রেছে উরোজ এবং নিতম্ব। সেখানে রমণী শ্রোণীভারে অলস-গমনা এবং স্তনভারে আনত তনু। জায়সী সম্ভবতঃ ফারসী কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। "ইউসুফ যুলাইখা" কাব্যে মোল্লা আবদুর রহমান জামী যুলাইখার দেহ-সৌষ্ঠব-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"পয়োধর যুগল যেন জ্যোতির গুম্বজ, যেন কর্পুরের প্রস্রবনে উত্থিত দুই বুদ্বুদ। যেন একই শাখায় উৎপন্ন দুটি দাড়িম্ব।"[১৮] প্রথম উপমায় দীপ্তি ও মসৃণতা, দ্বিতীয় উপমায় সুগন্ধ এবং সর্বশেষ উপমায় সৌষ্ঠব বর্ণিত হয়েছে।

জায়সী ফারসী কাব্যদ্বারা যে কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রামচন্দ্র শুক্ল ক'রেছেন। তিনি লিখেছেন যে পদুমাবত আখ্যায়িকার প্রেম-পদ্ধতিতে ফারসী কাব্যের প্রভাব আছে। শুক্ল অবশ্য রূপ-বর্ণনার মধ্যে এ প্রভাবের পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি, নায়ক-নায়িকার প্রেমের স্বরূপের মধ্যে তা'র জাগৃতি খুঁজেছেন।[১৯]

আলাওল সংস্কৃত-রীতি অনুসরণ ক'রে জায়সীকে সংশোধন ক'রেছেন। তাঁর বর্ণনায় কুচযুগল স্থূল—"উরোজ নিতম্ব স্থূল আর ভুজ উরু।"

জায়সীর কাব্যের অর্থ-নির্ণয়ে কখনও কখনও অসুবিধা হয় দ্ব্যর্থ-বাচ্যার্থের জন্য। স্পষ্ট ভাবে শব্দগুলি যে-অর্থের পরিবাহী, কবি অনেক ক্ষেত্রে সে অর্থের উপর নির্ভরশীল নন। উদাহরণস্বরূপ, 'রামা' এবং 'রাবণ' শব্দ দুটি ধরা যাক। সাধারণ অর্থে শব্দ দুটি রাম এবং রাবণকে বুঝায়, কিন্তু এখানে অর্থ 'রমণী' এবং 'রমণকারী'।

৩৩ স্তবকের আরম্ভে আছে :

"ভএউ জুঝ জস রাবণ রামা।
সেজ বিধাঁসি বিরহ সংগ্রামা।।
লীনহি লংক কঞ্চন গঢ় টুটা।
কীনহ্ সিঙ্গার অহা সব লুটা।।"[২০]

এর সাধারণ অর্থঃ 'মনে হ'ল যেন যুদ্ধ হচ্ছে রাবণ এবং রামের মধ্যে। সেজ বিধ্বংস হ'ল প্রেম-সংগ্রামে। তিনি লঙ্কা অধিকার ক'রলেন, কাঞ্চন-গড় ভাঙ্গলো। রমণী যত আভরণ পরেছিলেন, সব লুণ্ঠন করলেন। কিন্তু এখানে এর অর্থ হ'লঃ 'যেন যুদ্ধ হচ্ছে রমণকারী ও রমণীর মধ্যে, সেজ বিধ্বংস হ,ল প্রেম-সংগ্রামে। তিনি কটিদেশ 'লংকা' অধিকার ক'রলেন এবং বক্ষের কাঞ্চন-গড় 'স্তন' ভেঙ্গে পড়লো রমণী যত আভরণ প'রেছিলেন, সব লুণ্ঠন করলেন।"

৩৮ স্তবকের দুটী চরণঃ

'লংক চ্বো পৈগ দেত মুছি যাই
কৈসে রহী খ্বো রাবণ রাঈ।"

এর সাধারণ অর্থঃ "পদভারে যে লঙ্কা নুয়ে পড়ে, কি ক'রে তা' রাবণের আক্রমণে স্থির থাকবে।" কিন্তু বিশেষ অর্থঃ "তোমার (পদ্মাবতী) পদচারণে যে কটিদেশ নুয়ে পড়তো, কি ক'রে তা রমণকারীর চতুরতায় স্থির থাকবে।"

৪০ স্তবকের দু'টি চরণঃ

"হুলসী লংক লংক সো লসী।
রাবণ রহসি কসৌটি কসী।"

সাধারণ অর্থঃ উল্লাসে লঙ্কা যেন লঙ্কার মতো শোভিত হ'ল। রাবণ আনন্দে কষ্টি পাথরে স্বর্ণ রেখা টানলো।" কিন্তু কাব্য-প্রবাহে এ অর্থ দূরাগত। যথার্থ অর্থ হবে, "কটির সঙ্গে কটি সংসক্ত হ'য়ে কাঁপলো—রমণকারী আনন্দে কসৌটিতে স্বর্ণ-রেখা টানলো।"

১৫ স্তবকের প্রথম দুটি চরণের পাঠান্তর হিসেবে পাণ্ডুলিপিতে পাইঃ

"গোরখ সবদ সুধ ভা রাজা।
রামা সুন রাবণ হোঈ গানা।"

যার অর্থ হবে "গোরখ শব্দ শুনে রাজা সচেতন হ'লেন—সুন্দরী রমণীকে দেখে রমণকারী মোহগ্রস্ত হলেন।"

বর্তমান সর্গের কয়েকটি স্তবকের "সারি পাশা" বা চৌপর" খেলার রূপকের মাধ্যমে প্রণয়ের কথা এবং রমণীর দ্বাদশ আভরণ এবং ষড়দশ শৃঙ্গারের কথা জায়সী ব'লেছেন। চৌপর সংক্রান্ত দ্বৈত অর্থগত শব্দগুলি হচ্ছে—

বারহ	=	বারটি গুটি অথবা বারো আভরণ।
পৌ	=	এক অথবা পা।
সোরস	=	সেই রস অথবা ষোড়শ শৃঙ্গার।
সতরস	=	সত্য রস অথবা সতেরো।
পাসা	=	সঙ্গে অথবা পাশা।
সারি	=	সম্পূর্ণ অথবা পাশাখেলার গুটি।
জুগসাঁরি	=	পাশার গুটি অথবা কুচযুগল।
দসৌ দাব	=	পাশার দশের চাল অথবা দশমাবস্থা (মরণ)।

পদ্মাবতীর দ্বাদশ আভরণ এবং ষড়দশ শৃঙ্গার নৃপতি রত্নসেনের করাঙ্গুলীতে কত বিচিত্রভাবে যে বিশৃংখল হ'ল, চৌপর খেলার রূপকের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় জায়সী দিয়েছেন। দ্বাদশ আভরণ হ'ল—নূপুর, কিঙ্কিণী, বলয়, অঙ্গুঠী, কঙ্কণ, অঙ্গদ, হার, কণ্ঠশ্রী, বেসর, খুঁট, টীকা, সীসফুল। আভরণের আবার চারিটি ভেদ আছে—আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য (যেমন কড়া, অঙ্গুঠী) এবং আরোপ্য (যেমন, হার)।[২১]

এই সর্গে জায়সীর কাব্য সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য পাই, তা' হ'ল জায়সীর রচনায় মনঝনের প্রভাব। দ্বাবিংশ সর্গে জায়সী বল্‌ছেন: "স্থলে স্থলেই রত্ন নেই যা উজ্জ্বল, জলে জলেই শুক্তি নেই যার মধ্যে মুক্তা আছে। বনে বনেই বৃক্ষ নেই যারা সব চন্দন, সব তনুতেই বিরহ উৎপন্ন হয় না।" হিন্দী পাঠ হ'ল—

"থল থল নগ ন হোহিঁ জেহি জোতী।
জল জল সীপ ন উপনহিঁ মোতি।
বন বন বিরিছ ন চন্দন হোঈ।
তন তন বিরহ ন উপনৈ সোঈ।"

মনঝনের কাব্যে আছে—

"রতন কিঁ সাগর সাগরহিঁ
গজমোতি গজ কোঈ।
চন্দন কিঁ বন বন উপজৈ
বিরহ কিঁ তন তন হোঈ।"[২২]

"সাগরে সাগরেই কি রত্ন থাকে? গজমোতী কি সকল গজেই পাওয়া যায়? বনে বনেই কি চন্দন উৎপন্ন হয়? তনুতে তনুতেই কি বিরহ জাগে?"

অবশ্য অনুরূপ উক্তি বহুল প্রচলিত পাওয়া যায়—

"শৈলে শৈলে ন মাণিক্যম।
মৌক্তিকম ন গজে গজে ॥
সাধব নহি সর্ব্বত্র।
চন্দনম ন বনে বনে।"[২৩]

মধুমালতীর প্রেম-কাহিনীর কথা জায়সী ২৩ সর্গের ১৭ স্তবকে উল্লেখ ক'রেছেন:

"অব জউঁ সুর গগন চঢ়ি আবই।
রাহু হোই তউ সসি কহঁ পাবই ॥
বহুতইঁ অইস জীউ পর খেলা।
তূঁ জোগী কেহি মাঁহ অকেলা ॥
বিকরম ধঁসা পেম কই বারা।
চম্পাবতি[২৪] কহঁ গএউ পতারা ॥
সুদই বচ্ছ[২৫] মগধাবতি লাগী।
কঁকন পুরি[২৬] হোই গা বইরাগী।
রাজকুঅঁর কঞ্চনপুর গএউ।
মিরগাবতি কহঁ জোগী ভএউ ॥
সাধ কুঅঁর খন্ডাবতি[২৭] জোগূ।
মধুমালতি কহঁ কীন্হ বিয়োগূ ॥
পেমাবতি কহঁ সর সুর সাধা।
উখা লাগি অনিরূধ বর বাঁধা ॥

অর্থ: "সূর্য্য যদি আকাশে উঠে রাহু হয় তবে শশীকে পাবে। এভাবেই অনেকে জীবন নিয়ে খেলেছে, কিন্তু যোগী, তুমি কেন একা রয়েছ? প্রেমের দরজায় বিক্রম প্রবেশ ক'রেছিল, চম্পাবতীর জন্য গিয়েছিল পাতালে, মগধাবতীর জন্য সুদই বৎস (বৎসদেব) কঙ্কনপুরে বৈরাগী হ'য়েছিলো। রাজকুঁবর কাঞ্চনপুর গিয়েছিলো এবং মৃগাবতীর জন্য হ'য়েছিলো যোগী, কুমার যোগ সাধনা ক'রেছিলেন

গন্ধাবতের জন্য। মধুমালতীর জন্য (আবার কেউ) সহ্য ক'রেছিলো বিরহ। প্রেমাবতীর জন্য সাধক হ'য়েছিলো রাজা সুর, ঊষার জন্য অনিরুদ্ধের প্রেম-বন্ধন হ'য়েছিলো।" এ স্তবকে চারিটি কাব্যের উল্লেখ আছে। মুগ্ধাবতী, মৃগাবতী, মধুমালতী এবং প্রেমাবতী। এগুলোর মধ্যে মৃগাবতী এবং মধুমালতীর সন্ধান পাওয়া যায়, অন্য দু'টির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। যে-ক্রম অনুসারে জায়সী কাব্যগুলির উল্লেখ ক'রেছেন, যদি রচনাকালের ক্রমও তাই হয় তা' হলে বলা যায় যে, মধুমালতী রচিত হ'য়েছে কুতবনের মৃগাবতীর পরে।[২৮]

"মধুমালতি কহঁ কীন্হ বিয়োগ্"—এ চরণের অর্থ সুধাকর দ্বিবেদী ক'রেছেন, "মধুকর নে মালতী কো বিয়োগ, অর্থাৎ ব্যাকুল কিয়া, অর্থাৎ বিরহিনী কিয়া।"[২৯] তাঁর বিধৃত পাঠে—"মধুমালতী" দুই শব্দ "মধু" এবং "মালতী"। পাণ্ডুলিপির পাঠে পাই "মধুমালত কহঁ কীন্হ বিয়োগ্।"

নায়ক-নায়িকাদের পরিচয়সূত্রে বলা যায়—

'ক' বিক্রম--চম্পাবতী ঃ সিংহাসনবত্তীসীতে পঞ্চম পুত্তলিকা লীলাবতীর কাহিনীতে চম্পাবতী স্থানে সিংহাবতী নাম পাই। শুক্ল, পাণ্ডে এবং ভগবান-দীনের পাঠে সপ্নাবতী আছে। পাণ্ডুলিপির পাঠে আছে "চম্পাবতী"।

'খ' বৎসরাজ-মগধাবতী—কথাসরিৎসাগরে বৎসরাজ উদয়ন এবং মগধ-রাজ-কন্যার প্রণয়ের উল্লেখ আছে। শুক্লর পাঠে 'সুদই বচ্ছ' স্থানে আছে 'মধুপুচ্ছ'। পাণ্ডুলিপির পাঠে কোনও পরিবর্তন নেই।

'গ' রাজকুঅঁর-মিরিগাবতী—শেখ বুরহানের শিষ্য কুতবন-রচিত 'মৃগাবতী'তে 'রাজকুঅঁর' এবং 'মিরিগাবতী'র প্রেম-কাহিনী বর্ণিত আছে।

'ঘ' কুঅঁর-গন্ধাবতী—গন্ধাবতী নামে কোনও প্রাচীন পুঁথি আছে কিনা জানা নেই, তবে দ্বিবেদী নারী-সমাজে প্রচলিত একটি কাহিনীর কথা লিখেছেন।[৩০]

'ঙ' মধুমালতী—মনঝন-রচিত রাজকুমার মনুহর এবং মধুমালতীর প্রণয়োপাখ্যান। মনঝন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শুক্ল তার সময়-কাল সম্পর্কে ব'লছেন যে নিঃসন্দেহে বিক্রম-সংবৎ ১৫৫০ এবং ১৫৯৫ এর মধ্যে মধুমালতী রচিত হ'য়েছিলো।[৩১]

'চ' সুর-প্রেমাবতী—সুর এবং প্রেমাবতীর উপাখ্যান সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

'ছ' অনিরুদ্ধ-উষা—ভাগবৎপুরাণে অনিরুদ্ধ-উষার কাহিনী বর্ণিত আছে। যাই হোক, প্রেম-কাহিনী পরম্পরায় জায়সী মনঝনের পরবর্তী কি না অন্যত্র তা' আমি বিস্তৃতভাবে অলোচনা ক'রেছি। এখানে আনু-সঙ্গিক রূপে অল্প কিছু মাত্র বলা হ'ল।

এখন অনুবাদসহ জায়সীর পাঠ উপস্থিত করছি ঃ

১. সাত খণ্ড উপর কবিলাসূ।[৩২]
তহঁবা নারি-সেজ[৩৩] সুখ-বাসূ॥
চারি খংভ চারিহু দিসি খরে।[৩৪]
হীরা-রতন-পদারথ-জরে॥
মানিক দিয়া জরাবা মোতী।[৩৫]
হোই উজিয়ার রহা[৩৬] তেহি জোতী॥
উপর রাতা চঁদবা ছাবা।
ঔ ভুঁই[৩৭] সুরঁগ বিছাব বিছাবা॥
তেহি মহঁ পালক সেজ সো ডাসী।[৩৮]
কীন্হ বিছাবন ফূলন্হ বাসী॥
চহুঁ[৩৯] দিসি গেঁডুবা ঔ গলসূঈঁ।
কাঁচী পাট ভরী ধুনি রূঈ।
বিধি সো সেজ রচী কেহি জোগূ।[৪১]
কো তহঁ পৌঢ়ি মানরস ভোগূ॥
অতি সুকুবাঁরি সেজ সো ডাসী ছুবৈ ন পাবৈ কোই।
দেখত[৪০] নবৈ খিনহি খিন পাবঁ ধরত কসি হোই॥

সাতখণ্ডের উপর কৈলাস ঃ সেখানেই সুখ-বাস নারী-সেজ। চার কোণে চারিটি স্তম্ভ—হীরা-রত্ন-পদার্থ রচিত। মানিকের প্রদীপ্ত মুক্তা জড়িত, নিশালোকেও উজ্জ্বল দেদীপমান। উপরে রক্তিম চাঁদোয়া, ভূমিতে সুন্দর চাদর পাতা। তার মধ্যে পালঙ্কে সেজ বিছানো। সেজের আচ্ছাদনে পুষ্প-সুগন্ধ। তার উপর তাকিয়া ও উপাধান রেশমের আবরণের মধ্যে বিধূনিত উর্ণা। বিধি এই সেজ কার ভোগের জন্য নির্মাণ করেছেন? কে এই শয্যায় শয়ন করে রসভোগ করবে?

অতি সুকুমারী সেজ, কেউ, তা স্পর্শ করতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণেই তা নুয়ে পড়ে। কি হবে, যদি কেউ এর উপর পা রাখে?

২. পুনি তহঁ রতনসেন পগু ধারা।
জহাঁ নৌ রতন সেজ সঁবারা।।
পুতরী গঢ়ি গঢ়ি খম্ভন কাঢ়ী।
জনু সজীব সেবা সব ঠাঢ়ী।।
কাহু হাথ চঁদন কৈ খোরী।
কোই সেঁদুর কোই গহে সিংধোরী।।
কোই কুমকুম কেসর লিহে রহৈ।
লাবৈ অংগ রহসি জনু চহৈ।।
কোঈ লিহে কুমকুমা চোবা।[৪৩]
দরসন আস ঠাঢ়ি মুখ জোবা।।
কোই বীরা, কোই লিনহে বীরী।
কোই পরিমল অতি সুঁগধ সমীরী।।
কাহু হাথ কস্তুরী মেদু।
ভাঁতিহি ভাতিহি লাগ সব ভেদু।।[৪৪]
পাঁতিহি পাঁতি চহুঁ দিসি সব সৌঁধে কৈ হাট।
মাঝ রচা ইন্দ্রাসন রতন সেন[৪৫] কহঁ পাট।

তখন রত্নসেন সেদিকে পা বাড়ালেন, যেদিকে নবরত্নের সেজ সজ্জিত ছিলো। পুত্তলিকা-খোদিত স্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিলো, যেন সেবার জন্য প্রস্তুত সজীব প্রাণী। কারও হাতে চন্দনের কটোরা, কারও হাতে সিন্দুর, কারও হাতে সিন্ধোরী বা সিন্দুরের কৌটা কারও হাতে কুমকুমকেসর রহস্যকামীরা যা অঙ্গে লেপন করে। কেউ কুমকুম চোবা নিয়ে দর্শনের আশায় দাঁড়িয়ে ছিলো। কেউ পান নিয়ে, কেউ দাঁতের মাজন নিয়ে, আবার কেউ ছিলো পুষ্পসুগন্ধ নিয়ে যা সমীরকে আমোদিত করছিলো। কারও হাতে ছিলো কস্তুরী মেদ। এক এক সুগন্ধ দ্রব্যের এক এক প্রকার গন্ধ।

চারিদিকে পংক্তি বিভক্ত হ'য়ে সকলে দাঁড়িয়েছে যেন সুগন্ধ দ্রব্যের হাট। মধ্যে রচিত হ'য়েছে ইন্দ্রাসন রত্নসেনের জন্য।

৩. রাজৈ তপত সেজ জো পাঈ।[৪৬]
গাঁঠি ছোরি ধনি[৪৭] সখিহঁ ছপাঈ।
কহৈঁ কুঁবর[৪৮] হমরে অস চারূ।
আজ কুঁবরি কর করব সিংগারূ।।
হরদ উতারি চঢ়াউব রংগূ[৪৯]।
তব নিসি চাঁদ সুরূজু সৌঁ সংগূ।।
জনু চাতক মুখ বুঁদ সেবাতী।
রাজা চকচোহত[৫০] তেহি ভাঁতী।।
জোগি ছরা জনু অছরন সাথা।
জোগ হাথ কর ভএউ বেহাথা।।
বৈ চাতুরি কর লৈ অপসঈঁ।[৫১]
মংত্র অমোল ছীনি লেই গঈঁ।।
বইঠো খোই জরী ঔ বূটী।
বোল ন আউ মোল ভই টূটী।।[৫২]
খাই রহা ঠগ-লাড়ু, তন্ত মন্ত বুধি খোই।
ভা ধৌরাহর বনখঁড না হঁসি আব ন রোই।।

যখন রাজা তপস্যা করে সেজের অধিকার পেলেন, গাঁট-ছড়া খুলে সখীরা পদ্মাবতীকে লুকিয়ে রাখলো। বল্‌লো, হে কুমার, এই আমাদের রীতি। আমরা আজ কন্যাকে সাজাবো। হলুদ মুছে অঙ্গরাগ দেব, তবেই রাত্রে চাঁদ এবং সূর্য মিলিত হবে। যে ভাবে চাতকের মুখ স্বাতীর একবিন্দু পানির জন্য অপেক্ষা করে তেমনি রাজার চক্ষু একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছিলো। যোগ তার হাতে রইলোনা। (এখানে তত্ত্বনির্দেশ আছে) চাতুরী করে সখীরা পদ্মাবতীকে সরিয়ে রাখলো এবং রাজার কাছ থেকে চুরি করলো একটি অমূল্য মন্ত্র। জড় শাখা সব কিছু হারিয়ে রাজার মুখে কথা সরলোনা। তিনি মূলধনও হারালেন।

বিষাক্ত লাড়ু খেয়ে তিনি বোধশক্তিরহিত হলেন। উক্ত প্রাসাদ হল বনখণ্ড. তার না রইলো হাসি, না কান্না।

৪ অস তপ করত গএউ[৫৩] দিন ভারী।
চারী পহর বীতী জুগ চারী।।

ধরী সাঁঝ পুনি সখী সো আঈ।
চাঁদ সো রহী উপনী তরাঈ ।।[৫৪]
পুঁছহি গুরু কহঁা রে চেলা।
কিনু সসিহর[৫৫] কস সুর অকেলা ।।
ধাত কমাঈ সিখে তৈঁ[৫৬] জোগী।
অব কস দহুঁ[৫৭] নিরধাত বিয়োগী ।।
কহাঁ সো খোএহু বিরবা লোনা।
জেহি তেঁ হোই[৫৮] রূপ ঔ সোনা ।।
কস হরতার পার নহি পাবো[৫৯]।
গন্ধক কাহাঁ কুরকুটা খাবা ।।[৬০]
কহাঁ ছপাএ চাঁদ হমারা।
জেহি বিনু রৈনি জগত আঁধিয়ারা ।।
নৈন কৌড়িয়া হিয় সমুদ গুরু সো তেহি মহ জোত।
মন মরজিয়া[৬১] ন হোই পরৈ হাথ ন আবৈ মোত ।।

এ ভাবে তপস্যায় গুরুভার হয়ে দিন অতিক্রান্ত হল। চারি প্রহর অতিক্রান্ত হল যেন চারি যুগ। সন্ধ্যা হল, পুনরায় সখীরা এলো। চাঁদ রইলো গোপন, উপনীত হল তারা। সখীরা জিজ্ঞেস করলো, শিষ্য তোমার গুরু কোথায়? শশী বিহনে সূর্য্য একা কি করে থাকে? হে যোগী তুমি তো রসায়ন বিদ্যা শিখেছ, তুমি কি করে নির্ধাতু এবং বিচ্ছিন্ন হলে? কি করে তুমি বিরওয়া লোনা (এক প্রকার বৃক্ষমূল যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যবহৃত হয়) হারালে, যার সাহায্যে রূপা এবং সোনা পেতে পারতে? হরতার কি করে পারদ পেল না? গন্ধক কোথায় কুরকুটা খেয়েছে? কোথায় আমাদের চাঁদ যার বিহনে জগৎ অন্ধকার রাত্রির মতো?

তোমার নয়ন পানকৌড়ী, হৃদয় সমুদ্র, গুরু তার মধ্যে জ্যোতি। যদি মন ডুবুরী না হয় হাতে মুক্তা আসবে না।

৫. কা বসাই জো গুরু অস বুঝা।
চকাবুহ অভিমনু জেঁাত জুঝা ।।
বিখ জো দীন্হ অমৃত দেখরাই।
তেহি রে নিছোহী কো পতিয়াই ।।

মরৈ সো জান হোই তন সুনা।[৬২]
পীর ন জানৈ পীর বিহুনা ॥
পার ন পাব জো গন্ধক পীয়া।
সো হরতার কহৌ কিমি জীয়া ॥
সিদ্ধি গুটীকা জা পহঁ নাহী।
কৌন ধাতু পুছহু তেহি পাহী।
অব তেহি বাজ রাঁগ ভা ডোঁলৌ।
হোই সার তৌ বর কৈ বোঁলৌ ॥
অবরক কৈতন ঈংগুর কীনহা।
সো তুমহ ফেরি অগিনি মহঁ দীনহা ॥
মিলি জো পীতম বিছুরহি [৬৩] কায়া অগিনি জরাঈ।
কৈ তেহি মিলে তন তপ বুঝৈ কী অব মুএ বুঝাই [৬৪] ॥

যদি গুরুর মনোভাব এই হয়ে থাকে তাহলে আমি আর কি করতে পারি? আমি চক্রব্যূহে অভিমন্যুর মতো সংগ্রাম করেছি। যে বিষ দান করে অমৃত দেখিয়ে, সেই নিষ্ঠুরার প্রতি কে বিশ্বাস রাখতে পারে? যে মরেছে সেই জানে যে তনু প্রাণশূন্য হয়। যে বেদনা সহ্য করেনি সে জানেনা পীড়ন কাকে বলে। যে পারদ গন্ধকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তাকে তো আর পাওয়া যাবেনা। তাহলে বল হরতার কি করে বেঁচে থাকে? সিদ্ধি গুটিকা যার কাছে নেই তার কাছে কোন ধাতুর কথা জিজ্ঞেস করব? তা নেই বলেই আমি এখন মূল্যহীন। সারবস্তু থাকলেই আমি গর্বভরে কথা বলতে পারতাম। দেহ অভ্রে পরিণত হয়ে ইঙ্গুরে রূপান্তরিত হয়েছে, সে দেহকে তুমি আবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছ। যদি সাক্ষাতের পর প্রীতম চলে যায় কায়া অগ্নিদগ্ধ হয়। তাকে পেলে তনুর তাপ নির্বাপিত হবে। অথবা এর নির্বাণ একমাত্র আমার মৃত্যুতে ॥

৬. সুনি কৈ বাত সখী সব হঁসী।
জনহু রৈনি তরাঈ পরগসী ॥
অব সো চাঁদ গগন মহঁ ছপা।
লালচ কৈ কিত পাবসি তপা।[৬৫]
হমহু ন জানহি দহু সৌ কহাঁ।
করব খোজ ঔ বিনউব তহাঁ ॥

ঔ অস কহব আহি[৬৬] পরদেসী।
করহি[৬৭] মযা হত্যা জনি লেসী॥
পীর তুমহারি সুনত ভা ছোহূ।
দেউ মনাউ[৬৮] হোই অস ঔহূ॥
তূ জোগী ফিরি তপি কর জোগূ।[৬৯]
তো কহঁ কৌন রাজসুখ ভোগূ॥[৭০]
বহ রাণী জহঁবা সুখ রাজ।
বারহ অভরন করৈ সো সাজ॥
জোগি দিঢ় আসন করৈ অহথিয় থিরি মন ঠাব।[৭১]
জো ন সুনা তৌ অব সুনহি বারহ অভরন[৭২] নাবঁ॥

তার কথা শুনে সখীরা সব হাস্‌লো, যেন অন্ধকারে নক্ষত্র প্রকাশ পেলো। এখন তো গগনে চাঁদ লুকিয়েছে, লালসা করে, হে তপসী, তাকে কি করে পাবে? আমরাই জানি না সে কোথায়? আমরা খোঁজ করব এবং বিনীতভাবে তাকে বলবো। আমরা বলবো, সে পরদেশী, তাকে মায়া কর, হত্যা করো না। তোমার পীড়নের কথা শুনে আমাদের করুণা হয়। প্রার্থনা কর যেন তারও একই দশা ঘটে। তুমি যোগী যোগ সাধনা কর এবং তপ কর। তোমার জন্য কোন রাজসুখ ভোগ আছে? সে হল রাণী, রাজসুখ তারই। সে বার আভরণে সজ্জিত হচ্ছে। যোগী দৃঢ় যোগাসনে ব'সে অস্থির মনকে স্থির কর। যদি না শুনে থাক তাহলে এখন তার বারো আভরণের বর্ণনা শোন।

৭. প্রথমৈ মজ্জন হোই[৭৩] সরীরূ।
পুনি পহিরৈ তন চন্দন চীরূ॥
সাজি মাঁগি সির সেন্দুঁর সারৈ।[৭৪]
পুনি লিলাট রচি তিলক সঁবারৈ॥
পুনি অনজন দুহুঁ নয়ন করৈ।
ঔ কুন্ডল কানহঁ মহঁ পহিরৈ॥[৭৫]
পুনি নাসিক ভল ফুল অমোলা।
পুনি রাতা মুখ খাই তমোলা॥

গিউ অভরন পহিরৈ[৭৬] অহঁ তাঈঁ।
ঔ পহিরৈ কর কঁগন কলাঈ॥
কটি ছুদ্রাবলি অভরণ পুরা।
পায়নহ পহিরৈ পায়ল চূরা॥[৭৭]
বারহ অভরণ অহেঁ বখানে।
তে পহিরৈ বরহৌ অসথানে।
পুনি সোরহৌ সিঁগার[৭৮] জস চারিহু চৌক কুলীন।
দীরঘ চারি চারি লঘু চারি সুভর চৌ খীন॥

প্রথমে শরীর মার্জনা, পরে চন্দন সুগন্ধিত চীরে দেহ আচ্ছাদন। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখাঙ্কন, পরে ললাটে তিলক অঙ্কন। উভয় নয়নে অঞ্জন দান। কানে কুণ্ডল পরিধান। নাসিকায় অমূল্য বেসর এবং তাম্বুল প্রয়োগে ওষ্ঠ রক্তিম। গ্রীবায় সঙ্গত আভরণ—বারোটি স্থানে পরবার অলঙ্কার। আরও আছে ষোল শৃঙ্গার উত্তম চারিটি চারের সমূহ, চারি লঘু, চারি প্রশস্ত এবং চারি ক্ষীণ।

৮. পদমাবতি জো সখাঁই লীনহা।[৭৯]
পুনিউঁ রাতি দৈউ[৮০] সসি কীনহা॥
করি মজ্জন তন কীনহ নহানূ।[৮১]
পহিরে চীর গএউ ছপি ভানূ॥
রচি পত্রাবলি মাগ সেঁদুরূ।
ভরে মোতি ঔ মানিক চুরূ॥[৮২]
চন্দন চীর পহিরে বহু ভাতি॥
মেঘঘটা জানহু বগপাঁতী।
গঁথি জো রতন মাঁথ বৈসারা।
জানহুঁ গগন টূটি নিসি তারা॥
তিলক লিলাট ধরা তস[৮৪] দীঠা।
জনহুঁ দুইজ পর সুহল[৮৫] বঈঠা॥
কান্‌নহ কুঁডল খূঁট ঔ খূঁটী।[৮৬]
জানহুঁ পরী কচপচী টূটী॥
পহিরি জড়াউ ঠাঢ়ি ভই কহি ন জাই তস ভাব।[৮৭]
মানহুঁ দরপন গগন ভা তেহি সসি তার দেখাব॥[৮৮]

পদ্মাবতী যখন সকল আভরণ পরলেন, পূর্ণিমা রাত্রিতে যেন শশী জাগলো। তনু মার্জনা করে স্নান করলেন। উজ্জ্বল চীর পরিধান করলেন যাতে সূর্য আত্মগোপন করলো। মাথায় পত্রবালী রচনা করলেন। সিঁথিতে দিলেন সিঁদুর এবং মুক্তা ও মাণিক্যচূর্ণ। অনেক প্রকারের চন্দন-সুগন্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করলেন মেঘঘটায় সারসের পংক্তির মতো। সিঁথিতে যে সমস্ত রত্ন ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন রাত্রিকালের স্খলিত তারা। ললাটের তিলক যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রের উপর অগস্ত্য তারা। কানের অলঙ্কার চক্রাকার, খুঁট ও খুঁটী যেন সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন তারা।

জড়োয়া অলঙ্কার পরে তিনি অবর্ণনীয় মোহনরূপে দাঁড়ালেন। আকাশ যেন তার দর্পণ, যেখানে জাগলো নক্ষত্র এবং শশী।

৯. বাঁক নৈন ঔ অনঞ্জন-রেখা।
খঞ্জন মনহুঁ[৮৯] সরদ রিতু দেখা।।
জস জস হের ফের চখ মোরী।
লরৈ সরদ মহঁ খঁজন-জোরী।।
ভৌহেঁ ধনুক ধনুক পৈ হারা।
নৈন্ নহ সাধি বান-বিখ মারা।।
কমলনফূল কান্ নহ অতি শোভা।[৯১]
সসি-মুখ আই সূর জনু লোভা।।[৯২]
সুরঁগ অধর ঔ মিলা তমোরা।[৯৩]
সোহৈ পান ফুল কর জোরা।।[৯৪]
কুসুমগন্ধ অতি[৯৫] সুরঁগ কপোলা।
তেহি পর অলক-ভুঅঁগিনি ডোলা।।
তিন কপোল অলি কবঁল[৯৬] বঈঠা।
বেধা সোই জেই বহ তিল দীঠা।।
দেখি সিঙ্গার অনূপ বিধি, বিরহ চলা তব ভাগি।
কাল-কষ্ট ইমি ওঁনবা[৯৭] সব মোরে জিউ লাগি।।

তাঁর বঙ্কিম নয়ন এবং অঞ্জন-রেখা যেন শরৎ-ঋতুতে খঞ্জন পাখী। ইতি-উতি দৃষ্টিপাতে তার যে নয়নের ঘূর্ণন, তা যেন শরৎ-ঋতুতে যুযুদ্ধমান খঞ্জন যুগল। ভ্রূযুগ ধনুক ইন্দ্রধনুকে পরাভূত করেছে এবং নয়নরূপ বিষ-বাণ নিক্ষেপ করেছে। কর্ণে

কর্ণফুল অতিশোভন, যেন চন্দ্রসদৃশ মুখকান্তি দেখে শুক্রগ্রহ মোহাচ্ছন্ন হয়ে নিকটে এসেছে। তাঁর সুরঙ্গ অধরে তাম্বল রাগ পান এবং ফুলের মিশ্রণে সুদৃশ্য। তাঁর কপোল কুসুমগন্ধ এবং অতি সুরঙ্গ ; তার উপর অলক ভুজঙ্গিনী দুলছে (কমলের উপর অলক ভুজঙ্গিনী দুলছে)। কমলের উপর অলির মতো তার কপোলের তিল। যে এই তিল দেখেছে, সেই আহত হয়েছে। তার অনুপম শৃঙ্গার দেখে বিরহ অন্তর্ধান করলো। বললো, আমার জন্য কাল-কষ্ট এসেছে। আমার প্রাণ-সংহারের জন্য সবকেই এখন উদ্‌গ্রীব।

১০. কা বরনৌঁ অভরন ঔ হারা।
সসি পহিরে নখতন্‌হ কৈ মারা ॥
চীর চারু ঔ চন্দন চোলা।
হীর হার নগ লাগ অমোলা ॥
তেহি ঝাঁপী রোমাবলি কারী।
নাগিনি রূপ ডসৈ হতিয়ারী ॥
কুচ কঞ্চুকী সিরীফল উভৈ।
হুলসহিঁ চহহিঁ কন্তহিয় চুভৈ ॥
বাহঁনহ বাহঁ টাড় সলোনী।
ডোলত বাহঁ ভাবগতি লোনী ॥
তরবন্‌হ কবঁল-করী জনু বাঁধী।[৯৮]
বসা লংক জানহু দুই আধী ॥
ছুদ্র ঘন্‌টা কটি কঞ্চন-তাগা।
চলতৈ উঠহিঁ ছতীসো রাগা ॥
চূয়া পায়ল অনবট পায়ন্‌হ পরহিঁ বিয়োগ।[৯৯]
হিয়ে লাই টুক হম কহঁ সমদহু মানহু ভোগ ॥[১০০]

কি করে বর্ণনা করব তাঁর আভরণ এবং হার—তিনি শশী, নক্ষত্রমণ্ডলকে তাঁর অলঙ্কার করেছেন। তাঁর সুচারু আভরণ এবং চন্দন-গন্ধন বস্ত্র। সেখানে শোভা পাচ্ছে হীরকের হার এবং অমূল্য রত্ন। এগুলো তার দেহের রোমাবলীকে ঢেকেছে যা নাগিনীর মতো দংশনে উদ্যত ছিলো। কঞ্চুকের আচ্ছাদনে কুচযুগল শ্রীফলসদৃশ—উল্লাসে তারা প্রেমিকের হৃদয় বিদ্ধ করতে চায়।

বাহুতে সুন্দর বাজুবন্ধ এবং টাড়্ (এক প্রকারের অলঙ্কার) বাহুর দোলায় দোলে। কমল কলির মতো কর্ণভূষণ। ক্ষীণ কটি তার দেহকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করেছে। স্বর্ণসূত্রে গাঁথা ক্ষুদ্র ঘন্টিকা কটিদেশ বেষ্টন করেছে। চলতে গেলেই ছত্রিশ রাগিনী বেজে উঠে। চূড়া, পায়ল ও অনওট পদস্পর্শে যেন বিচ্ছেদের ভিত্তিস্বরূপ হ'য়েছে। বলছে, (এ বিচ্ছেদ থাকবে না যদি) আমাদেরে বক্ষ সংলগ্ন ক'রে আনন্দ উপভোগ কর।[১০১]

১১। অস বারহ সোরহ ধনি সাজৈ।
ছাজ ন ঔর আহি পৈ ছাজৈ।।[১০২]
বিনবহিঁ সখী গহরু কা কীজৈ।[১০৩]
জেঁই জিউ দীন্‌হ তাহি জিউ দীজৈ।।
সবঁরি সেজ ধনি-মন ভই[১০৪] সন্‌কা।
ঠাঢ়ি তেবানি টেকি কর লংকা।।
অনচিন্‌হ পিউ কাপেঁ৷ মন মাহঁা।।[১০৫]
কা মৈঁ কহব গহব জৌ বাহঁা।।
কারি বয়স গই পীরিত ন জানী।
তরুনি ভই ময়মন্ত ভুলানী।।
জোবন-গরব ন মৈঁ কছু চীতা।
নেহা ন জানোঁ সিয়াম সীতা।।
অব সো কন্ত পুছিহি হঁসি বাতা।
কস মুহঁ হোইহি পীত কি রাতা।।
হৌঁ সো বারী ঔ দুলহিনি পীউ সো তরুণ ঔ তীজ।
না জানোঁ কস হোইহি চরহত কন্ত কী সীজ।।

এ ভাবে রমণী বারো এবং ষোলতে অলঙ্কৃত হলেন। আভরণগুলো অন্য কারো রূপাভিব্যক্তি হলো না, তারা তাকেই (পদ্মাবতী) সুপ্রকাশ করলো। সখীরা বিনয় করে বললো, কেন বিলম্ব করছো? যে প্রাণ দিয়েছে, তাকেই জীবন দান কর। বিবাহ-সেজের কথা স্মরণ করে রমণী-মনে শঙ্কা এলো, চিন্তা-নিমগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন নিতম্বে হাত রেখে। "আমার প্রিয়তম আমার কাছে অনচিহ্ন (অপরিচিত), আমার মন কাঁপছে। তিনি যখন আমার বাহু ধরবেন, আমি তখন কি বলব? কুমারী যৌবন কাটিয়েছি, প্রীতি কাকে

বলে জানতাম না। এখন আমি তরুণী, প্রেমে উন্মাদ হয়েছি। যৌবনের গর্বের কথা কখনও ভাবিনি। প্রেম জানিনা—জানিনা তা সাদা না কালো। যদি এখন কান্ত আমাকে কোনো প্রশ্ন করে, আমার মুখে কি রং জাগবে —পীত না রক্ত ?

আমি কুমারী এবং ফুলহীন, এবং আমার প্রিয়তম তরুণ এবং যৌবনময়। না জানি কি হবে যখন আমি কান্তের শয্যায় উঠ্‌বো ?"

১২০ সুনু ধুনি ডর হিরদয় তব তাঈঁ।
জৌ লগি[106] রহসি[107] মিলৈ নাহিঁ সাঈঁ॥
কৌন সো কলী জো ভেঁৗর ন রাঈ।
ডার ন টুটী কর[108] গরুআঈ॥
মাতু পিতা জৌ রিয়াহৈ সোঈ।
জনম বিবাহ কন্ত সঁগ[109] হোঈ।
ভরি জম ভার চরই জহঁ রহা।[110]
জাই ন মোটা তাকর কহা॥
ডাকহঁ বিংলব ন কীজৈ বারী।
জো পিউ আয়সু সোই পিয়ারী॥
চলহু বেগি আয়সু ভা জৈসী।
কন্ত বোলাবৈ রহিএ কৈসী॥
মান ন কর তিহারা কর লাড়।
মান করত রিস মানৈ চাঁড়॥
সাজন লেই পঠাবা আয়সু জাই ন মেট।[111]
তন মন জোবন সাজি কৈ দেই চলী লেই ভেঁউ॥

শোন সুন্দরী, তোমার হৃদয়ে শঙ্কা তখনই হবে, যখন একান্ত অঙ্গে (গুপ্ত স্থানে) প্রিয়তম সংলগ্ন হবে না। সে কোন পুষ্পকলিকা যেখানে ভ্রমর রাজা নয়? ফলভারে শাখা কখনও ভাঙ্গে না। মাতা পিতা যার সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির করেছেন, সেই কান্তের সঙ্গেই সারা জীবন নির্বাহ করবে। জীবনভর তোমাকে সে সেইখানেই রাখবে যেখানে তার ইচ্ছা হবে। সে যা বলবে তার অন্যথা হবেনা। হে কুমারী, তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বিলম্ব

কোর না (অথবা তাকে বিলম্বে রেখো না)। তোমার প্রিয়তমের যা আদেশ তাই তোমার প্রিয়। তার আজ্ঞামত দ্রুত চল। কান্ত তোমাকে ডেকেছে, কি করে অপেক্ষা করবে? মান কোরো না, প্রেম তো তোমার হাতের মুঠোয়। মান করলে, প্রেমপাত্র রোষযুক্ত হবে। প্রিয়তম তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, তার আদেশ উপেক্ষা করা যায় না। সুসজ্জিত হয়ে তিনি চললেন তনু-মন-যৌবন ভেট দেবার জন্য।

১৩. পদমিনি গবন হংস গএ দূরী
কুঞ্জর[১১২] লাজ মিলী সির ধূরী ॥
বদন দীখি ঘটি চন্দ ছুপানা।
দসন দেখি কৈ[১১৩] বীজু লজানা ॥
খঞ্জন ছুপী দেখি কৈ নয়না।
কোকিল ছুপী সুনত মধু বয়না ॥
গীবঁ দেখি কৈ ছুপা মংজূরা।
লঙ্ক দেখি কৈ ছুপা সদুরা ॥
ভেঁাহন্‌হ ধনুক জো ছুপা আকারা।
বেনী বাসুকি ছুপা পতারা ॥
খড়্গ ছুপা নাসিকা বিসেখী।
অঁবরত ছুপা অধর রস দেখী ॥
পহুঁচিহি ছুপী কবঁল পৌনারী।
জাংঘ ছুপী কদলী হোই বারী ॥
অছরীন রূপ ছুপানী জবহিঁ চলী ধনি সাজি।
জাবঁত গরব গহেলী জগত মঁহ ভই ছুপী মন লাজি ॥

পদ্মিনীর গমন দেখে হংস দূরে গেল। কুঞ্জর লজ্জিত হয়ে ধূলা ফেললো মাথায়। তার মুখ দেখে চাঁদ ক্ষয় পেয়ে আত্মগোপন করল। দশন দেখে বিদ্যুৎ লজ্জা পেল। নয়ন দেখে খঞ্জন লুকালো। মধুর কণ্ঠ শুনে কোকিল লুকালো। গ্রীবা দেখে ময়ূর লুকালো। কটি দেখে সিংহ লুকালো। রামধনু লুকালো তার ভুরু দেখে। বেণী দেখে বাসুকী লুকালো পাতালে। নাসিকার বিশেষত্ব দেখে খড়্গ লুকালো, অধরের রস দেখে অমৃত লুকালো। বাহু দেখে পদ্মনাল লুকালো। কদলী বাগানে লুকালো তার জংঘা দেখে।

অপ্সরীরা তাকে সুসজ্জিত চলতে দেখে নিজেদের স্বরূপ লুকালো। পৃথিবীর সমস্ত গর্বিত রমণীরা লজ্জিত হয়ে আত্মগোপন করল।

১৪. মিলী গোহনে সখী তরাঈ"।
সেই চাঁদ সু"রুজ পহঁ আঈ॥[১১৪]
পারস রূপ চাঁদ দিখরাঈ।
দেখত সুরুজ গএউ মুরছাঈ॥
সোরহ করা দিষ্টি সসি কীন্হী।
সহসৌ করা সুরুজ কৈ লীনহী॥
ভা রবি অস্ত তরাঈ" হঁসী।
সুরুজ ন রহা চাঁদ পরগসী॥
জোগী আহি ন ভোগী হোই।
খাই কুরকুটা গা পরি সোঈ॥
পদমাবতি নিরমল জসি গংগা।
তু জোগতি জোগী ভিখমাংগা॥
অবহু জগাহিঁ চেলা জাগূ।
আবা গুরু পায়ী উঠি লাগূ॥
বোলহিঁ সবদ সহেলী কান লাগি গহি মাথ॥
গোরখ আই ঠাঢ়ু ভা উঠ রে চেলা নাথ॥

সখীগণ তারকার মতো বেষ্টন করে তাদের চন্দ্রকে সূর্যর কাছে আনলো। পরশপাথরের মতো চন্দ্র তার রূপ দেখলো। দেখে সূর্য মূর্চ্ছিত হলো। চন্দ্র তার রূপের ষোলকলা দেখালো। সে সূর্যের সহস্র রশ্মি গ্রহণ করলো। সূর্য ডুবলো, তারকারা হেসে উঠলো। সূর্য রইলো না। চাঁদ প্রকাশিত হল। যে যোগী সে কখনও ভোগী হতে পারেনা। সে কুরকুট খেয়ে ঘুমিয়েছে। পদ্মাবতী গঙ্গার মতো নির্মল। সে কি করে ভিক্ষাশ্রয়ী যোগীর যোগ্য হবে? তারা এসে তাকে জাগালো, "হে শিষ্য, জাগ, তোমার গুরু এসেছে, তার পদধারণ কর।" তার কানের কাছে ললাট নত ক'রে সখিগণ শব্দ উচ্চারণ করলো, "গোরক্ষ এসেছে এবং তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হে শিষ্য, তুমি জাগ্রত হও।"

১৫. গোরখ সবদ সিধ ভা রাজা।
রামা সুন রাবণ হোই গাজা ।।[১১৫]
গহী বাঁহ ধনি সজিয়াঁ আনী।
অঞ্চল ওট রহী ছপি রাণী ।।
সকুচৈ ডরই মুরই মন নারী।[৫৯]
গহু ন বাঁহ রৈ জোগি ভিখারী ।।
ওহট হৌ জোগী তোরি চেরী।
আবৈ বাস কুরকুটা কেরী ।।
দেখি ভভূতি ছুটি মোহিঁ লাগা।
কাঁপী চাঁদ রাহু সৌঁ ভাগা ।।
জোগি তোরি তপসী কৈ কায়া।
লাগি চহৈ অংগ মোহি ছায়া ।।
বার ভিখারি ন মাঁগসি ভীখা।
মাঁগৈ আই সরগ চঢ় সীখা।।
জোগি ভিখারী কোঈ মঁদির ন পৈঠৈ পার।
মাঁগি লেহু কছু ভিখিয়া জাই ঠাঢ় হোই বার।।

গোরখ শব্দ শুনে রাজা সচেতন হ'লেন, সুন্দরী রমণীকে দেখে রমণকারী মোহগ্রস্ত হলেন। সুন্দরীর বাহু ধরে তিনি তাকে শয্যায় আনলেন, আঁচল দিয়ে রাণী নিজেকে লুকালেন। কুমারী মনে মনে সচকিত হলেন। হে যোগী ভিখারী, তুমি আমার বাহু ধোর না। ব্যবধান রাখ তোমার শিষ্যের সঙ্গে। তোমার হাতে কুরকুটার গন্ধ। তোমার ভস্ম দেখে আমি অপবিত্র বোধ করছি। চাঁদ কাঁপছে এবং রাহু থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। হে যোগি, তোমার তাপসের দেহ আমার অঙ্গে ছায়া ফেলবে। তুমি ভিখারী, কিন্তু দরজার কাছে থেকে ভিক্ষা চাইছো না, স্বর্গে এসে ভিক্ষা চাইতে শিখেছ। কোনও যোগি ভিখারি এ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। অল্প কিছু ভিক্ষা নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক।

১৬. মৈঁ তুমহ কারন পেম পিয়ারী।
রাজ ছাড়ি কৈ ভএউ ভিখারী।
নেহ তুমহার জো হিয়ে সমান.।
চিতউর সৌঁ নিসরেউঁ হোই আনা।।[১১৬]

জগ মালতি কহ ভেঁৗর বিয়োগী।
চঢ়া বিয়োগ চলেউঁ হোই জোগী॥[১১৭]
ভেঁৗর খোজি জস পাবৈ কেবা।
তুমহ কারন মৈঁ জিউ পর ছেবা॥
ভএউঁ ভিখারী নারী তুমহ লাগী।
দীপ পতঁগ হোই অঁগএউঁ আগী॥
একবার মরি মিলৈ জো আঈ।
দুসরি বার মরৈ কিত জাঈ॥
কিত তেহি মিচু জো মরি কৈ জীয়া।
ভা সো অমর অমৃত মধু[১১৮] পীয়া॥
ভেঁৗর জো পাবৈ কঁবল কহঁ বহু আরতি বহু আস।
ভেঁৗর হোই নেবছাবরি কঁবল দেই হঁসি বাস॥

হে প্রিয়তম, তোমার কারণেই আমি রাজ্য ছেড়ে ভিখারী হয়েছি। তোমার প্রতি প্রেমে আমার হৃদয় পূর্ণ ছিলো, তাই আমি চিতোর ছেড়ে অজানা মানুষের মতো পথে বেরিয়ে এলাম। যেমন ভ্রমর মালতীর আকর্ষণে, তেমনি আমি তোমার আকর্ষণে যোগী হয়ে এসেছি। যেমন ভ্রমর খুঁজে খুঁজে কমলকে পায়, তেমনি তোমার জন্য আমার জীবনে দুর্গমতাকে টেনে এনেছি। হে নারী, তোমার জন্য আমি ভিখারী হয়েছি, প্রদীপ-পতঙ্গ হয়ে অগ্নিদাহন সহ্য করেছি। একবার মরেই যে সিদ্ধিলাভ করে, দ্বিতীয়বার সে কেন মরতে যাবে? মৃত্যুর পর যে জীবিত হয়েছে, তার আবার মৃত্যু কোথায়? সে অমর, সে অমৃত-মধু পান করেছে।

অনেক আশা এবং আরতি করে যখন ভ্রমর কমলকে পায়, ভ্রমর উৎসর্গীকৃত হয় এবং কমল হাসে ও বসতি দেয়।

১৭. অপনৈ মুঁহ ন বড়াঈ ছাজা।
জোগী কতঁহু হোহিঁ নহি রাজা॥
হেঁৗ রাণী তুঁ জোগি ভিখারী।
জোগিহি ভোগিহি কৌন চিনহারী॥
জোগী সবৈ ছন্দ অস খেলা।
তুঁ ভিখারী তেহি[১১৯] মাহঁ অকেলা॥

পৌন বাঁধি অপসবহিঁ অকাসা।
মনসহিঁ জাহিঁ তাহি কে পাসা ।।[১২০]
পহী ভাঁতি সিষ্টি সব ছরী ।[১২১]
এহী ভেখ[১২২] রাবণ সিয় হরী ।।
ভোঁরহি মীচু নিয়র জব আবা।
চম্পা[১২৩] বাস লেই কহঁ ধাবা ।।
দীপক-জোতি দেখি উজিয়ারী।
আই পংখি হোই পরা ভিখারী ।।
রৈনি জো দেখৈ চন্দমুখ সসি তন হোই অলোপ।
তুহু জোগী তস ভুলা করি রাজা কর ঔপ ।।

নিজের মুখে বড়াই (আত্মপ্রশংসা) সাজে না। যোগী কখনও রাজা হতে পারে না। আমি রাণী এবং তুমি যোগী ভিখারী। যোগী এবং ভোগীর মধ্যে পরিচয় বা চেনা-জানা কি করে সম্ভবপর? যোগীরা সকলেই কপটাচার করে। তুমি ভিখারী তাদের মধ্যে একক (সর্বপ্রধান)। বাতাসে উড়ে তারা আকাশে যায়। সেখানে যার সঙ্গে ইচ্ছা হয় সাক্ষাৎ করে। এ-ভাবে তারা সৃষ্টির সকলের সঙ্গেই ধূর্তা করে। এদের ছদ্মবেশেই রাবণ সীতা অপহরণ করেছিলো। মৃত্যু যখন ভ্রমরের নিকট আসে, সে চম্পা ফুলের সুগন্ধ দিতে চায়। উজ্জ্বল দীপক জ্যোতি দেখে পতঙ্গ আসে এবং ভিখারীর মতো তার মধ্যে উড়ে পড়ে। রাত্রে যখন চন্দ্রমুখ দেখা যায়, তনু তার লুপ্ত থাকে। তুমি যোগী সেইরূপ ভুল করে রাজার দীপ্তি নিয়েছ।

১৮. অসু ধনি তূ নিসিঅর[১২৪] নিসি মাহঁ।
হৌ দিনিঅর জোহি[১২৫] কৈ তু ছাহাঁ।।
চাঁদহি কহঁা জোতি ও করা।
সুরূজ কৈ জোতি চাঁদ নিরমরা ।।
ভেঁার বাস চম্পা নহিঁ লেঈ।
মালতি জহাঁ তহাঁ জিউ দেঈ ।।
তুমহ হুঁত ভএউঁ পতঁগ কৈ করা।
সিংঘলদীপ আই উড়ি পরা ।।
সে ইউঁ মহাদেব কর বারা।
তজা অন্ নভা পবন অহারা ।

অস মৈঁ প্রীতি গাঁঠি হিয় জোরী।[১২৬]
কটৈ ন কাটৈ ছুটৈ ন ছোরী॥
সীতৈ ভীখি রাবনহিঁ দীনহী।
তূঁ অসি নিঠুর অঁতরপট কীন্হী॥
রংগ তুম্হারেহি রাতেউঁ চঢ়েউঁ গগন হোই সুর।
জহঁ সসি সীতল তঁহ তপৌ মন ইঁছিয়া ধনি পূর॥[১২৭]

সুন্দরী, নিশাকালে তুমি চন্দ্র। আমি সূর্য এবং তুমি তার ছায়া। চাঁদের আবার জ্যোতি এবং কিরণ কোথায়? সূর্যের জ্যোতিতেই চন্দ্র নির্মল। ভ্রমর চম্পার সুগন্ধ নেয় না। যেখানে মালতী আছে সেখানেই সে তার জীবন দেয়। তোমার জন্যই আমি পতঙ্গের মতো হয়েছি। সিংহল দ্বীপে উড়ে পড়েছি। মহাদেবের মন্দিরে পুজা করেছি। অন্ন ত্যাগ করে পবন আহার করেছি। এভাবে আমি প্রীতিগ্রন্থি বন্ধন করেছি হৃদয়ে। কোনো কিছুতেই তা কাটবে না, কোনো কিছুতেই সে বন্ধন ছুটবে না। সীতা রাবণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন। তুমি নিষ্ঠুর অন্তরপটে (পরদা) লুকিয়েছ। আমি তোমার রূপ দেখে বিমোহিত হয়েছি এবং আকাশে উঠেছি সূর্যের মতো। যেখানে শশী শীতল সেখানে আমাকে তপস্যা করতে দাও, সুন্দরী। আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

১৯. যোগী ভিখারী করসি[১২৮] বহু বাতা।
কহসি রংগ দেখউঁ নহি রাতা॥
কাপর রংগৈ রংগ নহিঁ হোঈ।
উপজৈ ঔটি রংগ ভল সোঈ॥[১২৯]
চাঁদ কৈ রংগ সুরুজ জস রাতা।
দেখৈ জগত সাঁঝ পরভাতা॥
দগধি বিরহ নিতি হোই অংগারু।
ওহী কই আঁচ ধিকৈ সংসারু॥[১৩০]
জো মঁজীঠ ঔঠৈ বহু আঁচা।
সো রঁগ জনম ন ডোলৈ রাঁচা॥[১৩১]
জরৈ বিরহ জস[১৩২] দীপক বাতী।
ভীতর জরৈ উপর হোই রাতী॥

জরি পরাস হোই কোইল ভেসু।
তব ফুলৈ রাতা হোই দেসু।।
পান সুপারী খৈর জিমি মেরই করৈ চকচুন।
তৌ লগি রংগন রাঁচৈ জৌ লগি হোই ন চুন।।

যোগী ভিখারী, তুমি তো কথা বলছো অনেক। রং-এর কথা বলছো কিন্তু তোমাকে তো অনুরাগময় হ'তে দেখলাম না। কাপড় রঙ্গীণ করলেই কেউ সত্যিকারের রং পায় না। জ্বাল দিলে যে রং জাগে সেইতো সুন্দর রং। কি ভাবে চাঁদের রং-এ সূর্য আরক্তিম হয়, সন্ধ্যা ও প্রভাতে পৃথিবী তা দেখতে পায়। বিরহ দগ্ধ হয়ে নিত্য অঙ্গার হচ্ছে, এবং তার তাপে সংসার তপ্ত হচ্ছে। যে মঞ্জীঠ (এক প্রকার লতা যা'র মূল থেকে লাল রং পাওয়া যায়) বহুবার জ্বাল দেওয়া হয়েছে, তা'র রং কখনও নষ্ট হয় না। দীপক বাত্তির মতো বিরহ জ্বলে—অন্তরে জ্বলে এবং উপরিভাগ রক্তিম হয়। পলাশ জ্ব'লে যখন কয়লার মতো হয় তখনই ফুল ফোটে এবং তা'র রং হয় লাল। যেমন পান সুপারী এবং খয়ের চূর্ণ হ'য়ে মিশে যায়, যে পর্যন্ত না তা চূর্ণ হয়, রং ফোটে না।

২০. কা ধনি পান রঙ্গ কা চুনা।[১৩৩]
জেহি তন নেহ দগধ তেহি দূনা।।
হৌঁ তুমহ নেহ পিয়র ভা পানূ।
পেড়ী হুঁত সোনরাস বখানু।।[১৩৪]
সুনি তুম্হার সংসার বড়োনা।
জোগ লীন্হ তন কীন্হ গড়োনা।
করহিঁ জো কিংগরী লই বৈরাগী।
নৌতী হোই[১৩৫] বিরহ কৈ আগী।।
ফেরি ফেরি তন কীন্হ ভুঁজোনা।
ঔটি রকত রংগ হিরদয় ঔনা।।
সুখি সুপারী ভা মন মারা।
সির সবৌতা জনু করবত সারা।।
হাড় চুন ভা বিরহহি দহা।[১৩৬]
জানৈ সোই জো দগধ ইমি সহা।।[১৩৭]
সৌঈ জান বহ পীরা জেহি দুখ ঐস সরীর।[১৩৮]
রকত পিয়াসা হোই জো কা জানৈ পর পীর।।[১৩৯]

বল, সুন্দরী, পানের রং বা চূর্ণায় কি আসে যায়! যার দেহে প্রেম আছে সে দু'বার দগ্ধ হ'য়েছে। তোমার প্রেমে আমি পীতবর্ণের পান হয়েছি, বৃন্তে যখন থাকে সোনার মতো মনে হয়। সংসারে তোমার প্রশংসা যখন শুনলাম আমি যোগ নিলাম এবং তনুকে সমাধিস্থ করলাম। করে যখন কিঙ্গরী নিয়ে বৈরাগী হ'লাম, নতুন ক'রে বিরহ অগ্নি জ্বল্‌লো। তনুকে আবার অগ্নিতে জ্বাললাম, রক্ত জ্বাল দিলাম এবং তার রং হৃদয়ে এলো। আমার বিমর্ষ মন শুক্‌নো সুপুরীর মতো হ'লো, মাথায় সরোতার (সুপুরী কাটার যন্ত্র) মতো রাখলাম করাতকে। আমার হাড় চূর্ণা হ'ল যেখানে হ'ল বিরহ-দহন। এ দহন জ্বালা যে কি তা সেই ব'লতে পারে যে সহ্য ক'রেছে। যার দেহে অনুরূপ দুঃখ আছে সেই জানে পীড়ন কা'কে ব'লে। যে লোক রক্তপিপাসু সে কি করে অপরের জ্বালা অনুভব করতে পারে।

২১. জোগিন্‌হ বহুত ছন্দ ঔরাহীঁ।[১৪০]
বুঁদ সেবাতী জৈস পরাহীঁ॥
পরাহিঁ ভুমি পর হোই কচূরূ।
পরহিঁ কদলি পর হোই কপূরূ॥
পরহিঁ সমুঁদ খারা জল ঔহীঁ।
পরহিঁ সীপ তৌ[১৪১] মোতী হোহীঁ॥
পরহিঁ মৈরু পর অমৃত হোঈ।
পরহিঁ নাগমুখ বিখ হোই সোঈ॥
জোগী ভৌঁর নিঠুর এ দোউ।
কেহি আপন ভএ কহৈ জো কোউ॥
এক ঠাঁব এ থির ন রহাহীঁ।
রস লেই খেলি[১৪২] অনত কহুঁ জাহী॥
হোই গৃহী পুনি হোঁহি উদাসী।
অন্ত কাল দুবৌঁ বিসবাসী॥
তেহি সৌঁ নেহ কো দিঢ় করৈ রহহিঁ ন একৌ দেস।
জোগী ভৌর ভিখারী ইন্‌হ সৌঁ দুরি অদেস॥

যোগীদের ছলনা অনেক, স্বাতির উপর অনবরত আপতিত জলবিন্দুর মতো। ভূমিতে পতিত হয়, কচূরু জন্মে; কদলিবৃক্ষে পতিত হয়, কর্পূর জন্মে। সমুদ্রে

পতিত হয়, পানি হয় ক্ষার ; শুক্তিতে পতিত হয়, মুক্তা জন্মে। সুমেরু পর্বতে পতিত হয়ে অমৃত হয়, নাগমুখে পতিত হ'য়ে বিষ হয়। যোগী এবং ভ্রমর উভয়েই নিষ্ঠুর। কে তাদের আপন? যদি কেউ থাকে, সে বলুক। এক ঠাঁই তারা স্থির থাকে না; রসপান করে অন্যত্র চলে যায়। তারা কখনও গৃহী, কখনও উদাসী এবং অন্তকালে তারা উভয়েই বিশ্বাসঘাতী। এতাদৃশদের সঙ্গে কে সুদৃঢ় প্রণয় করবে? তারা এক দেশে কখনও থাকেনা। যোগী, ভ্রমর, ভিখারী—এদের সকলকে দূর থেকে প্রণাম করাই ভালো।

২২. থল থল নগ ন হোহিঁ জো'হি [১৪৩] জোতী।
জল জল সীপ ন উপনহিঁ মোতী।।
বন বন বিরিছ [১৪৪] ন চন্দন হোঈ।
তন তন বিরহ ন উপনৈ সোঈ।।
জেহিঁ উপনা সো ঔটি মরি গএউ।।
জনম নিনার [১৪৫] কবহুঁ ভএউ।
জল অম্বুজ রবি রহৈ অকাসা।
জৌঁ ইন্হ প্রীতি জানু [১৪৬] এক পাসা।।
জোগী ভোঁর জো থির ন রহাহীঁ।
জেহি খোজহিঁ তেহি পবহিঁ নাহিঁ।।
মৈঁ তেহি পাএউঁ আপন জীউ।
ছাঁড়ি সেবাতি ন আনহিঁ পীউ।। [১৪৭]
ভোঁর মালতী মিলৈ জো আঈ।
সো তজি আন ফুল কিত জাঈ।।
চম্পা প্রীতি ন ভোঁরহি দিন দিন আগরি বাস।
ভোঁর জো পাবৈ মালতী মুএহু ন ছাঁড়ৈ পাস।। [১৪৮]

স্থলে স্থলেই রত্ন নেই যা'রা উজ্জ্বল, জলে জলেই শুক্তি নেই যার মধ্যে মুক্তা আছে, বনে বনেই বৃক্ষ নেই যারা সব চন্দন, সব তনুতেই বিরহ উৎপন্ন হয় না। যার মধ্যে উৎপন্ন হয় সে মরে যায়। জীবনের অন্ত পর্যন্ত সে তা অতিক্রম ক'রতে পারে না। জলে যখন পদ্ম, আকাশে তখন রবি। যদি এদের মধ্যে প্রীতি থাকে, তারা এক সঙ্গে থাক্‌বে। যোগী এবং ভ্রমর স্থির থাকেনা, কেননা যা' তারা সন্ধান করে তা পায় না। আমি তোমাকে পেয়েছি,

তুমি আমার জীবন। আমি স্বাতির এক বিন্দু জল ছাড়া অন্য কিছু পান করব না। যদি ভ্রমর মালতীকে পায়, সে কি ক'রে তাকে ত্যাগ করে অন্য ফুলে যাবে? চম্পা-প্রীতি নেই ভ্রমরের যদিও তার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। যদি ভ্রমর মালতীকে পায়, মৃত্যু হ'লেও সে তা'কে ছাড়বেনা।

২১. ঐসে রাজকুঁবর নহী মানৌঁ।[১৪৯]
খেলু সারি পাঁসা তব জানৌ॥[১৫০]
কাঁচৈ বারহ পরা জো পাসা।[১৫১]
পাকে পৈঁত পরী তমু রাস।।[১৫২]
রহৈ ন আঠ আটারহ ভাখা।
সোরহ সতরহ রহৈঁ সো রাখা॥
সত্ত জো ধরৈ সো খেলন হারা।
চারি ইগারহ[১৫৩] জাই ন মারা॥
তুঁ লীন্হে আছসি মন দুবা।
ঔ জুগ সারি চহসি পনি ছুআ॥
হেঁৗ নব নেহ রচৌ তোহি পাহাঁ।
দসউঁ দাঁব তোরে হিয় মাহাঁ॥
তৌ চোপর খেলৌঁ করি হিয়া।
জৌ তরহেল হোই সৌতিয়া॥
জেহি মিলি বিছুরন ঔ তপনি অন্ত তন্ত তহ মীত।
তেহি মিলি কঞ্চন কো সহৈ পরবনী মিলৈ নিচিঁত॥[১৫৪]

এ ভাবে আমি তোমাকে রাজপুত্র ব'লে মানবো না। আমার সঙ্গে পাশা খেলবে, তখনই আমি স্বীকার করবো। যদি পাশার বারোটি গুটি কাঁচা থাকে, পাকার জায়গা ঠিক ঠিক থাকবে। তখন আর সেখানে আটও থাকবে না, আঠারো থাকবে না। রাখলে থাকবে ষোল সতেরো, সাতকে যে ফেলবে (সত্যকে যে রাখবে) সেই খাটি খেলোয়াড়, যে এগারো ফেল্‌বে (দশ ইন্দ্রিয় এবং মন) সে পরাজিত হবে না। তুমি তোমার মনে পাশার জুয়া নিয়েছ, আবার তার পর যুগসারিকে (কুচযুগ) স্পর্শ করতে চাচ্ছ। আমি তোমার জন্য নব নেহ (ন'য়ের চাল) রচনা ক'রবো, এবং দশম চাল ফেলবো (জয়ের চাল).

তোমার হৃদয়ে। তোমার হৃদয়কে হাতে নিয়ে চৌপর খেলবো যদি সপত্নীরা আমার আয়ত্তে আসে (অর্থাৎ আমার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়)।

যাকে পেলে বিচ্ছেদ এবং তাপ অন্ত হয়, বন্ধন সেখানে মিত্র ; সে যেন সোনা পেয়েছে যা হ'ল তার জন্য নিশ্চিন্ত পার্বনী ।

২৪. বোলোঁ রানি বচন সুনু সাঁচা।
পুরুখ ক বোল সপত ঔ বাচা ॥
য়হ মন লাএউঁ তোহিঁ অস নারী। [১৫৫]
দিন তুই পাশা ঔ নিসি সারী ॥
পৌ পরি বারহি বার মনাএউঁ।
সির সৌঁ [১৫৬] খেলি পৈঁত [১৫৭] জিউ লাঁএউ ॥
হৌঁ অব চৌক পঞ্জ তেঁ বাঁচী। [১৫৮]
তুম্ হ বিচ গোট ন আবহি কাঁচী॥ [১৫৯]
পাকি উঠাএউঁ আস করীতা। [১৬০]
হৌঁ জিউ তোহি হারা তুম জীতা॥ [১৬১]
মিলি কৈ জুগ নহিঁ হোহু নিনারী। [১৬২]
কহাঁ বীচ দূতী দেনিহারী ॥ [১৬৩]
অব জিউ জনম জনম তোহি পাসা।
চঢ়েউঁ জোগ আএউঁ কবিলাসা ॥
জাকর জীউ বসৈ জেহি তেহি পুনি তাকরি টেক।
কনক সোহাগ ন বিছুরৈ ঔটি মিলৈঁ হোই এক ॥

শোন রাণি, সত্য বচন ব'লছি। পুরুষের বাক্য হচ্ছে তা'র শপথ এবং প্রতিজ্ঞা। এই মন, হে নারী, আমি তোমার কাছেই এনেছি। দিনে তুমি "পাশা" এবং রাত্রিতে "সারি" (যেন দিন রাত্রি তুমি আমার সঙ্গে থাক)। তোমার পায়ে প'ড়ে বার বার মিনতি করছি। শিরোদেশকে পণ রেখে, আমার চিত্তকে জয়ের ক্ষেত্রে এনেছি। পাশাখেলার সমস্ত কৌশল অতিক্রম ক'রেছি (চৌকা পঞ্চাগুটির চাল অতিক্রম ক'রেছি)। কাঁচা গুটি নিয়ে তোমার ক্ষেত্রে পৌঁছানো যায় না। আশা করে পাকা গুটি উঠিয়েছি। আমার চিত্ত পরাভূত হ'য়েছে এবং তুমি জিতেছ। এখন যুগল সংযুক্ত হ'য়েছি ; একযুগে তা বিচ্ছিন্ন

হবে না। মধ্যস্থতা ক'রবার জন্য দূতীর প্রয়োজন কোথায়? এখন আমার চিত্ত জন্ম জন্ম তোমার সঙ্গে থাকবে, আমি যোগ আরোহণ ক'রেছি এবং এসেছি কৈলাসে।

যদি কারো চিত্ত অন্যের চিত্তে বসতি করে, তবে সেই অন্য চিত্তই তার নির্ভর। কণক এবং সোহাগা বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাপদগ্ধ গলিত হয়ে তারা এক হয়।

২৫. বিহঁসী ধনি সুনি কৈ সত [১৬৪] বাতা।
নিহচয় তু মোরৈ রঁগ রাতা॥
নিহচয় ভেঁৗর কঁবল রস রসা।
জো জেহি মন সো তেহি মন বসা॥
জব হীরাময় ভএউ সন দেসী।
তুম্হ হুঁত [১৬৫] মংডপ গএউ পরদেসী॥
তোর রূপ তস দেখিউঁ লোনা।
জুন জোগী তু মেলেসি টোনা॥ [১৬৬]
সিধি গুটকা জো দিষ্টি কমাঈ।
পারহি মেলি রূপ বৈসাঈ॥
ভুগুতি দেঁই কহঁ মৈঁ তোহি দীঠা।
কঁবল নৈন হোহ ভোঁর বঈঠা॥
নৈন পুহুপ তুঁ অলি ভা সোভী।
রহা বেধি অস উড়া ন লোভী॥ [১৬৭]
জাকরি আস হোই জেহি তেহি পুনি তাকরি আস।
ভেঁৗর জো দাঘা কঁবল কহঁ কস ন পাব সো বাস॥

সত্য বচন শুনে সুন্দরী হাস্‌লেন। নিশ্চয়ই আমার মোহরূপ দেখে তুমি আরক্তিম হ'য়েছ। নিশ্চয় ভ্রমর কমল রস আস্বাদন ক'রেছে, যার যেরূপ মন, সে মনে তুল্যরূপ বস্তুরই বসতি। যখন হীরামন তোমার সন্দেশবাহক ছিলো, পরদেশী, তোমার জন্য আমি মণ্ডপে গিয়েছিলাম। তোমার রূপ সেখানে দেখলাম অপূর্ব—যেন, যোগী, তুমি যাদু ক'রেছ (আমাকে মোহগ্রস্ত ক'রেছ)। তোমার দৃষ্টি সিদ্ধ গুটিকার মতো মোহ আনলো, পারদ মিশিয়ে রূপা বসালো (স্বরূপ বসালো)। তোমাকে দেখলাম পরিতোষ পাবার জন্য, আমার নেত্রকমলে তুমি

ভ্রমর হ'য়ে বসলে। আমার নয়ন পুষ্প, তুমি তা'তে শোভমান অলি। পুষ্প বিদ্ধ ক'রে অলি বসে রইলো—লোভাতুর সে উড়লো না।

কেউ যদি অন্য একজনের উপর আশা রাখে, অন্যজনও তখন তার উপর আশা রাখবে। ভ্রমর যদি দগ্ধ হয় কমলের জন্য, কি ক'রে সে সুবাস পাবে না?

•

২৬. সত্য কহৌঁ সুনু পদমাবতী।
জহঁ সত পুরুষ তহাঁ সুরসতী॥
পাএউঁ সুবা কহী বহু বাতা।
ভা নিহচয় দেখত মুখ রাতা॥
রূপ তুম্হার সুনেউঁ অস নীকা।
না জেহি চঢ়া কাহু কহঁ টীকা॥
চিত্র কিএউঁ পুনি লেই লেই নাউ।
নৈনহি লাগি হিয়ে ভা ঠাউঁ॥
হৌঁ ভা সাঁচ সুনত ওহি ঘড়ী।
তুম হোই রূপ আঈ চিত চঢ়ী॥
হৌঁ ভা কাঠ মূর্তি মন মারে।
চহৈ জো কর সব হাথ তুম্হারে॥
তুমহ জৌ ভোলাইহু তবহী ভৌলা।
মৌন সাঁস জৌ দীন্হ তৌ বোলা॥
কো সোবৈ কো জাগৈ অস হৌঁগএউঁ বিমোহি।
পরগট গুপুত ন দুসর জহঁ দেঁখৌ তহঁ তোহি॥ ১৬৮

আমি সত্য বলছি, শোন পদ্মাবতী। যেখানেই সত্য পুরুষ সেখানেই সরস্বতী। শুককে পেলাম, সে কাহিনী শোনালো, আমি নিশ্চয় হ'লাম যখন তা'র ঠোঁট দেখলাম আরক্তিম। তোমার অপরূপ রূপের কথা শুনলাম, আরো শুনলাম, যে কারো সঙ্গে তোমার তিলক হয়নি। বারবার তোমার নাম উচ্চারণ ক'রে আমি তোমার চিত্র গড়লাম। আঁখিতে নিয়ে তা'কে স্থান দিলাম হৃদয়ে। তোমার কথা শোনামাত্রই আমি সত্যরূপ পেলাম, তুমি সৌন্দর্য হয়ে আমার চিত্তে স্থিতি পেলে। আমার মনের মৃত্যু হ'ল, আমি হ'লাম কাঠের মূর্তি (অর্থাৎ আমার নিজস্ব অস্তিত্ব রইলো না, আমি তোমার হাতের ক্রীড়নক হ'লাম)।

যা কিছু আমি করি, সবই তোমার করা। তুমি আমাকে নাড়া দিলেই আমি নড়ব। আমি মৌন, তুমি আমাকে শ্বাস দিলেই আমি কথা বলব।

কে ঘুমিয়ে আছে আর কেইবা জেগে আছে? তবুও আমি মোহাচ্ছন্ন হ'লাম। প্রকাশিত বা গুপ্ত দ্বিতীয় আর কেউ নেই, যেদিকে দেখি সেদিকেই তুমি।

২৭. কৌন মোহনী দহুঁ হুতি তোহীঁ।
জো তোহি বিথা সো উপনী মোহী।
বিনু জল মীন তলফ জস[১৬৯] জীউ।
চাতকি ভইউঁ কহত পিউ পিউ॥
জরিউঁ বিরহ জস দীপক-বাতী।
পন্থ জোহত ভই সীপ সেবাতী॥
ডাঢ়ি ডাঢ়ি জিমি কোইল ভঈ।
ভইউ চকোরি নীন্দ নিসি গঈ॥
তোরে পেম পেম মোহিঁ ভএউ।[১৭০]
রাতা হেম অগিনি জিমি তএউ॥
হীরা দিপৈ জো সূর উদোতী।
নাহিঁ ত কিত পাহন কহঁ জোতী।
রবি পরগাসৈ কঁবল বিগাসা।
নাহি ত কিত মধুকর কিত বাসা॥
তাসোঁ কৌন অঁতরপট জো অস পীতম পীউ।
নেবছাবরি অব সাঁরৌ তন মন জীবন জিউ॥

তোমার এ কোন অভিচার, যাতে যে ব্যথা তোমার ছিলো, তা আমার মধ্যেও উৎপন্ন হ'ল। জল বিনা মীনের যে চঞ্চল ব্যাকুল অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা। চাতক হ'য়েছি, বলছি অবিরত, পিউ, পিউ (প্রিয় প্রিয় অথবা পান কর, পান কর)। দীপক-বাতীর মতো বিরহে দগ্ধ হচ্ছি, তোমার পথ দেখে স্বাতীর জল-বিন্দুর জন্য হ'য়েছি শুক্তি। দগ্ধ হ'য়ে হ'য়েছি কোকিলের (কয়লার) মতো কৃষ্ণ। চকোর হয়েছি কেননা নিশীথে নিদ্রা দূরে গেছে। তোমার প্রেমে আমার মধ্যে প্রেম উপজিত হ'য়েছে। আমি হ'য়েছি অগ্নিতে গলিত হেমসদৃশ রক্তিম। হীরা দীপ্তি দেয় যদি তা'র উপর সূর্যরশ্মি পড়ে, না হ'লে

সে জ্যোতি পাবে কোথায়? রবির প্রকাশেই কমলের বিকাশ, তা নাহ'লে কোথায় থাকতো মধুকর, কোথায় সুগন্ধ?

কোন্ আবরণ তাকে অন্তরাল ক'রবে যে তোমার মতো প্রীতম প্রিয়? আমি এখন সব কিছু উৎসর্গ করব—তনু মন, যৌবন, জীবন।

২৮ কহি সত ভাব[১৭১] ভঈ কঁঠলাগূ।
জনু কঞ্চন ঔ মিলা সেহাগূ॥
চৌরাসী আসন পর জোগী।
খট রস বন্দক চতুর সো ভোগী॥
কুসুম মাল অসি মালতি পাঈ।[১৭২]
জনু চম্পা গহি ডার ঔনাঈ॥[১৭৩]
করী বেধি জনু ভঁবর ভুলানা।[১৭৪]
হনা রাহু অরজুন কে বানা।[১৭৫]
কঞ্চন করী জরী নগ জোতী।
বরনা সোঁ বেধা জনু মোতী॥
নারঁগ জানি কীর নখ দিএ।
অধর আমরস জানহু লিএ॥
কৌতুক কেলি করহিঁ দুখ নঁসা।
কুঁদহিঁ কুরলহি জনু সর হঁসা॥
রহী বসাই বাসনা চোবা চন্দন মেদ।
জেহি অস পদুমিনি রাণী সো জানৈ যহ ভেদ॥

মনের সত্যভাব প্রকাশ ক'রে তারা কণ্ঠলগ্ন হ'ল একে অন্যের, যেন কাঞ্চনের সঙ্গে মিলল সোহাগা। চুরাশী আসন দক্ষ যোগী ষটরস এবং ভোগে চতুর। সে যেন মালতী কুসুমের মালা পেয়েছে, যেন চম্পার শাখা নুইয়েছে। মনে হ'ল, ফুল-কলি বিদ্ধ ক'রে ভ্রমর যেন আত্মবিস্মৃত হয়েছে, অর্জুনের বাণে লক্ষ্য-বিদ্ধ মৎস্য। যেন কাঞ্চনকলিতে উজ্জ্বল রত্ন ব'সেছে, যেন সুচ দিয়ে মুক্তা ভেদ করা হ'য়েছে। নারাঙ্গী মনে ক'রে শুক নখ লাগালো, অধরের অমিয় রসের আস্বাদ নিলো। কৌতুক কেলি ক'রে দুঃখ দূর ক'রলো, সরোবরে হংসের মতো নাচলো, শব্দ ক'রলো।

সেখানে রইলো সুগন্ধ চুয়া, মেদ এবং চন্দনের। যার এমত পদ্মিনী রমণী আছে সেই এ সুগন্ধের ভেদ জানে।

২৯. রতনসেন সো কন্ত সুজানূ।
খটরস পণ্ডিত সোরহ বানূ॥
তস হোই মিলে পুরুখ উ গোরী।
জৈসী বিছুরী সারস জোরী॥
রচী সারি দুনৌ এক পাসা।
হোই জুগ জুগ অবহিঁ কইলাসা॥
পিয় ধনি গহী দীনহি গলবাহীঁ।
ধনি, বিছুরী লাগী উর মাহীঁ॥
তে ছকি রস নব কেলি করেহীঁ।
চোকা লাই অধর রস লেহীঁ॥
ধনি নৌ সাত সাত ও পাঁচা।
পুরুষ দস ত রহ কিমি বাঁচা॥
লীন্হ বিধাঁসি বিরহ ধনি সাজা।
ঔ সব রচন জীত হুত রাজা॥
জনহুঁ ঔটি কৈ মিলি গএ তস দুনৌ ভএ এক।
কঞ্চন কসত কসৌটী হাথ ন কোউ টেক॥[১৭৩]

রত্নসেন সুচতুর কান্ত—ষটরসে পণ্ডিত এবং ষোড়শ বর্ণের অধিকারী। পুরুষ এবং গোরবর্ণা সুন্দরীর মিলন যেন বিচ্ছিন্ন সারস যুগলের সংযোগ। তারা উভয়ে পাশা খেললেন, যুগ্ম অবস্থায় তাঁরা পৌঁছলেন কৈলাসে। কান্ত গ্রহণ করলেন সুন্দরীকে এবং তাকে আলিঙ্গন দিলেন। বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সুন্দরী আবার সংযুক্ত হ'লেন তার হৃদয়ে। রস উপভোগ ক'রে আবার তারা কেলিতে মত্ত হ'লেন, অধর অধর রস নিলেন চোষন ক'রে। সুন্দরীর ষোড়শ শৃঙ্গার এবং বারো আভরণ পুরুষের করাঙ্গুলী থেকে কি ক'রে বাঁচবে? সুন্দরী ধ্বংস করলেন বিরহের সমস্ত যন্ত্রণা এবং সব কিছু রচনায় রাজা হলেন জয়ী।

যেন তারা একত্রে মিশে গেছেন, যেন দুই হ'য়েছে এক। যে হাত কষোটিতে কাঞ্চন পরীক্ষা ক'রেছে, কোথায় সে হাত?

৩০. চতুর নারি চিত অধিক চিহুঁটী।
জহঁা পেম [১৭৭] বাঢ়ৈ [১৭৮] কিমি ছূটী ॥
কুরলা কাম কেরি মনুহারী।
কুরলা জেহিঁ নহিঁ সোন সুনারী ॥ [১৭৯]
কুরলহিঁ হোই কন্ত কর তোখু। [১৮০]
কুরলহি কিএ [১৮১] পার ধনি মোখু ॥
জেহি কুরলাঁ সো সোহাগ সুভাগী।
চন্দন জৈস সাম কঁঠ লাগী ॥ [১৮২]
গেঁদ গোদ [১৮৩] কৈ জানহু লই ॥
গেঁদ চাহি ধনি কোমল ভঈ ॥
দাড়িউঁ দাখ বেল রস চাখা।
পিয় কৈ খেল ধনি জীবন রাখা ॥ [১৮৪]
ভএউ বসন্ত কলী মুখ খোলী।
বৈন সোহাবন কোকিল বোলী ॥ [১৮৫]
পিউ পিউ করত জো সুখি রহি ধনি চাতক কী ভাঁতি। [১৮৬]
পরী সো বুঁদ সীপ জনু মোতী হোই সুখ সাঁতি ॥ [১৮৭]

চতুর নারীর চিত্তে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হ'ল। যেখানে প্রেম বৃদ্ধি পায়, বিচ্ছিন্নতা সেখানে আসবে কি করে? যে কাম-কলায় মধুর বচন জাগে, সে-কামকলা মনোহর, যেখানে তৃপ্তিজনিত অস্ফুট উচ্চারণ নেই, তা' কখনও সুন্দর নয়। সম্ভোগ-কৌতুকেই কান্তের পরিতোষ, সম্ভোগের মধ্যই সুন্দরীর মোক্ষ। যে রমণী কেলি-কৌতুক করে সেই সৌভাগ্যবতী, সে শ্যামের (প্রিয়তমের) কণ্ঠদেশের চন্দন-প্রলেপের মতো। পুষ্প-কন্দুকের মতো সে সুন্দরীকে ক্রোড়ে ধারণ করল। সুন্দরী অবশ্য কন্দুকের চেয়েও কোমল। দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা এবং বেলের রস আস্বাদন করলো, প্রিয়তমের খেলায় সুন্দরী তার জীবন নিয়োগ করলো। বসন্ত এলো, পুষ্প কোরক মুখ খুললো, বচন সোহাগের কোকিল গাইলো।

পিউ পিউ উচ্চারণ ক'রে সুন্দরী পিপাসার্ত হ'ল চাতকের মতো। বিন্দু যখন স্খলিত হ'ল, যেমন সীপের মধ্যে মুক্তা, সুখশান্তি এলো চিত্তে।

৩১. ভএউ জুঝ জস রাবন রামা।
সেজ বিধংসি বিরহ-সংগ্রামা ॥

লীনহি লংক কঞ্চন গঢ় টুট।।
কীন্হ সিঙ্গার অহা সব লূটা।।
ঔ জোবন মইমন্ত বিধংসা।।
বিচলা বিরহ জীউ জো নাসা।।
টুটে অঙ্গ অঙ্গ সব ভেসা।
ছুটী মাঁগ ভংগ ভএ কেসা।।
কঞ্চুকি চূর চূর ভই তানী।
টুটে হার মোতি ছহরাণী।।
বারী[১৪৮] টাঁড সলোনী টটী।।
বাহুঁ কংগন কলাঈ ফুটী।।
চন্দন অঙ্গ ছুট অস ভেঁটী।
বেসরি টুটি তিলক গা মেটী।।
পুহুপ সিংগার সাঁবার সব জোবন নবল বসন্ত।
অরগজ জিমি হিয় লাই কৈ মরগজ কীনহেউ কন্ত।

মনে হ'ল যুদ্ধ হচ্ছে যেন রাবণ এবং রামের মধ্যে (রমণকারী এবং রাবণের মধ্যে) সেজ বিধ্বংস হ'ল প্রেম সংগ্রামে। তিনি লঙ্কা (কটিদেশ) অধিকার করলেন, কাঞ্চন-গড় ভাঙ্গলো (স্তন মর্দিত হ'ল)। রমণী যত আভরণ পরেছিলেন, সব লুণ্ঠন করলেন। ময়মন্ত যৌবন বিধ্বংস হ'ল, যে বিরহ তার আত্মাকে বিচলিত করছিলো, তা দূর হ'ল। তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আবরণ বিপর্যস্ত হ'ল। সিঁথি নষ্ট হ'ল, চুল হ'ল বিশৃঙ্খল। কঞ্চুকী চূর্ণ হ'ল, স্তন-বন্ধনী ছিঁড়লো। হার ছিড়লো, মুক্তা ছড়ালো চারিদিকে। সুন্দরীর বাহুবলয় টুটলো, কঙ্কন ভাঙ্গলো। অঙ্গের চন্দন-প্রলেপ মুছলো, বেসর টুটলো, মুছে গেল তিলক-চিহ্ন।

যৌবনের নওল বসন্তে সমস্ত পুষ্প-শৃঙ্গার সংবরণ ক'রে কান্ত তা'কে বক্ষে নিলেন, অরগজা নামক সুগন্ধ প্রলেপের মতো যা দলিত মর্দিত হ'ল।

৩২. বিনয় করৈ পদমাবতি বালা।
সুধি ন সুরাহী পিএউ পিয়ালা।।[১৪৯]
পিউ আয়সু মাথৈ পর লেউঁ।
জো মাঁগৈ নই নই সির দেউঁ।।

পই পিয় এক বচন সুনু মোরা।
চাখু পিয়া মধু থোরৈ থোরা।।
পেম সুরা সোঈ পই পিয়া।
লখৈ ন কোই কি কাহ দিয়া।।
চুবা দাখ মধু জো[১৯০] এক বারা।
দুসরি বার লেত বেসঁভারা।।
এক বার জো পী কৈ রহা।
সুখ জীবন সুখ ভোজন লহা।।
পান ফুল রস রংগ করী জৈ।
অধর অধর সোঁ চাখা কী জৈ।।
জো তুম চাহৌঁ সো করৌ[১৯১] জানৌঁ ভল মন্দ।
জো ভালৈ[১৯২] মো হোই মোহিঁ[১৯৩] তুমহ পিউ চহৌঁ অনন্দ।।

বিনয় ক'রে পদ্মাবতী ব'ললেন, বোধ নষ্ট যেন না হয়, তা' বুঝে পাত্র-পূর্ণ পানীয় পান কর। প্রিয়তমের আদেশ আমি শিরোধার্য করছি, তার সমস্ত দাবীর কাছেই আমি মাথা নত করবো। কিন্তু প্রিয়তম, একটি বচন আমার শোন, মধু পান করবে অল্প অল্প ক'রে। প্রেম-সুরা সেই কেবল পান করে, যে জানতে দেয় না যে কে এ সুরা দিয়েছে। যদি দ্রাক্ষা মধু একবার ঢালা হ'য়ে থাকে, তবে দ্বিতীয়বার পান করলে বোধ নষ্ট হবে। একবার মাত্র যে পান ক'রেছে সে সুখ-জীবন ও সুখ-ভোজন পেয়েছে। পান ও ফুলের রসে আনন্দ কর এবং অধরে অধর লাগিয়ে আস্বাদ কর।

যা তোমার আকাঙ্ক্ষা তাই কর, আমি ভালো মন্দ কিছুই জানি না। যা ভালো তোমার কাছে, তাই আমার কাছে ভালো। প্রিয়তম, আমি তোমার আনন্দ চাই।

৩৩. সুনু ধনি প্রেম কে পিএ।
মরন জিয়ন ডর রহৈ ন হিএ।।
জেহি মদ তেহি কহাঁ সংসারা।[১৯৪]
কো সো ঘুমি রহু কো মতবারা।।[১৯৫]
সো পৈ জান পিয়ৈ জো কোঈ।
পী ন অঘাই জাই পরি সোঈ।।

জা কহঁ হোই বার এক লাহা।
রহৈ ন ওহি বিন্‌ ওহী চাহা॥
অরথ দরব সো দেই বহাঈ।
কী সব জাহু ন জাই পিয়াঈ॥[১৯৬]
রাতিহু দিবস রহৈ রস ভীজা।
লাভ ন দেখ ন দেখৈ ছীজা॥
ভোর হোত তব পলুহ সরীরূ।
পাব খুমারী[১৯৭] সীতল নীরূ॥
একবার ভরি দেহু পিয়ালা বার বার কো মাঁগ।
মুহমদ কিমি ন পুকারৈ ঐস দাঁব জো খাঁগ॥

শোন সুন্দরী, প্রেম-সুরা পান করলে মৃত্যু এবং জীবন কোনটার ভয়ই চিত্তে থাকবে না। যে মাতাল হ'য়েছে তা'র জন্য আবার সংসার কি—সে ঘুরতেই থাকুক বা মাতাল হোক? যে পান করে সেই জানে (এর গোপন তত্ত্ব)। সম্পূর্ণ পাত্র পান করা উচিত নয়, তা'হলে সে ঘুমিয়ে পড়বে। যে কেউ একবার লাভের আস্বাদ ক'রেছে, সে এ নেশা ছাড়া থাকতে পারবে না—সে এ-নেশা চাইবে। অর্থ দ্রব্য সব কিছু সে ফেলে দেবে। সব কিছু চ'লে যাক, কিন্তু পান করা যেন শেষ না হয়। রাত্রি দিবস সে থাকবে রসভোগে, লাভও দেখবে না, হানিও দেখবে না। যখন উষা আসবে, শরীর আবার পল্লবিত হবে, শীতল নীরে দেহ-শিথিলতা দূর হবে।

একবার পাত্র ভ'রে দাও, বার বার কে চাইছে! যদি তা' কম হয়, তবে মুহম্মদ ব'লছেন, কেন সে আরও চাইবে না।

৩৪. ভা[১৯৮] বিহান উঠা রবি সাঈঁ।
চহুঁ দিসি আঈঁ নখত তরাঈঁ॥[১৯৯]
সব নিসি সেজ মিলা সসি সূরু।
হার চীর বলয়া ভএ চূরূ॥
সো ধনি পান চূন ভঈ চোলী।
রংগ রঁগীলি নিরঁগ ভই ভোলী॥
জাগত রৈনি ভএউ ভিনসারা।
ভঈ অলস সোবত বেকরারা॥[২০০]

অলক সুরংগিনি[২০১] হিরদয় পরী।
নাগ্ন'গ ছুর নাগিনি বিষ-ভরী।।[২০২]
লরী মুরী হিয়-হার লপেটী।
সুরসরি জনু কালিন্দী ভেঁটী।।
জনু পয়াগ অরইল বিচ মিলী।
সোভিত বেনী রোমাবলী।।[২০৩]
নাভী লাভু পুন্নি কৈ কাসীকুণ্ড কহাব।[২০৪]
দেবতা করহিঁ কল্প সির আপহি দোষ ন লাব।।[২০৫]

বিহান এলো, উঠলো সূর্য এবং রত্নসেন, চতুর্দিক থেকে এলো নক্ষত্র তারকা। সমস্ত রাত শয্যায় মিলিত ছিলো শশী এবং সূর্য। হার, চীর এবং বলয় চূর্ণ হয়েছে। সুন্দরী পানের পাতার মতো বিবর্ণ হ'য়েছে এবং চুণার মতো চূর্ণ হয়েছে তার চোলী। রঙ্গকেলীতে আনন্দিত রমণী এখন নিরঙ্গ হয়েছে। জাগরণে রাত কাটলো, সকাল হ'ল যখন, তখন সে (রাতের) অলসতায় বা ক্লান্তিতে অচৈতন্য বা নিদ্রাচ্ছন্ন। এক গুচ্ছ অলক সুন্দরীর বুকে, যেন বিষধর নাগিনী নারাঙ্গী দংশন করেছে। কালো সুতায় গাঁথা মুক্তার হার স্তন জড়িয়ে আছে, যেন সুরসরিৎ মিশেছে কালিন্দীর সঙ্গে, যেন প্রয়াগ চলতে চলতে মধ্যপথে হঠাৎ থেমেছে —রোমাবলী দেহে এমনই শোভিত।

কাশীকুণ্ড ব'লে পরিচিত তা'র নাভি অনেক পুণ্যে লাভ করা যায়। দেবতারা সেখানে শিরোদেশ উৎসর্গ করেন এবং তা'তে সুন্দরীর কোনও দোষ হয় না।

৩৫. বিহঁসি জগাবহিঁ সখী সয়ানী।
সূর উঠা উঠু পদমিনি রাণী।।
সুনত সূর জনু কঁবল বিগাসা।
মধুকর আই লীনহ মধু বাসা।।
জনহুঁ মাতি নিসয়ানী বসী।[২০৬]
অতি বেসঁভার ফুলি জনু অরসী।।[২০৭]
নৈন কবঁল জানহু দুই ফুলে।[২০৮]
চিতবনি মোহি মিরিগ জনু ভূলে।।[২০৯]

তন ন সঁভার কেস ঔ চোলী।
চিত অচেত জনু[২১০] বাউরি ভোলী॥
ভই সসি ছীন গহন অস গহী।
বিথুরৈ নখত সেজ ভরি রহী॥[২১১]
কঁবল মাহঁ জনু কেসরি দীঠী।
জোবন হুত সো গঁবাই পীঠী॥
বেলি জো রাখী ইন্দ্র কঁহ পবন বাস নহি দীনহ।
লাগেউ আই ভোঁর ভেঁহি কলী বেধি রস লীনহ॥

ধূর্ত সখীগণ হেসে তার ঘুম ভাঙ্গালো। "সূর্য উঠেছে, পদ্মিনী রাণী, উঠ।" সূর্যের কথা শুনে কমল বিকশিত হ'ল অর্থাৎ নেত্র উন্মোচিত হ'ল এবং মধুকর এলো মধু এবং সুগন্ধ নিতে। অর্থাৎ কৃষ্ণ নয়ন-পুত্তলি দেখা দিল, যেন মত্ততায় বুদ্ধিভ্রংশ এবং আলস্যে জড়িত। নয়ন-কমল দুই বিকশিত ফুলের মতো, তা'র দৃষ্টি ভ্রান্ত মৃগের মতো। তনুতে তার অসম্বৃত কেশ এবং চোলী। চিত্ত-অচেতন যেন সে এক নির্বোধ নারী। শশী ক্ষীণ হ'ল, যেন তাতে গ্রহণ লেগেছে। তা'র অলঙ্কারের নক্ষত্র শয্যায় ছড়িয়ে রইলো। কমলের মধ্যে যেন কেশর দেখা গেল। অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ দেখা গেল। সুন্দরী তার যৌবন উৎসর্গ ক'রেছেন।

যে লতা ইন্দ্রের জন্য রাখা হ'য়েছিলো, যা'র সুগন্ধ পবনকে দেওয়া হয়নি, ভ্রমর এলো সেখানে এবং কলি বিদ্ধ ক'রে রস পান ক'রলো।

৩৬ হঁসি হঁসি পুছহিঁ সখী সরেখী।
মানহুঁ[২১২] কুমুদ চন্দ্রমুখ দেখী॥
রাণী তুম ঐসী সুকুমারা।
ফূলবাস[২১৩] তন জীব তুমহারা॥[২১৪]
সহি নহিঁ সকহু হিয়ে পর হারূ।
কৈসে সহিউ কন্ত কর ভারূ।
মুখ-অম্বুজ বিগসৈ দিন রাতী।[২১৫]
সো কুঁভিলান কহহু কেহি ভাঁতী।[২১৬]
অধর-কঁবল জো সহা ন পানূ।[২১৭]
কৈসে সহা লাগ মুখ ভানু॥

লংক জো পৈগ দেত মুরি জাঈ।[২১৮]
কৈসে রহী জো রাবন রাঈ।।
চন্দন চোব পবন অস পীউ।
ভইউ চিত্র সম কস ভা জীউ।।
সব অরগজ মরগজ ভয়উ লোচন বিম্ব সরোজ।
সত্য কহহু পদমাবতি সখী পরী সব খোঁজ।।

চতুর সখীরা হেসে প্রশ্ন করলো—তারা যেন চন্দ্র-মুখ কুমুদ—"রাণী, তুমি অত্যন্ত সুকুমারী, তোমার দেহ ফুলের মতো, আর তোমার প্রাণ তার সুবাস। তুমি তোমার হৃদয়ের উপর হারের ভার সহ্য ক'রতে পার না, কি ক'রে কান্তের কর-ভার সহ্য করলে? তোমার যে মুখ-অম্বুজ রাত্রিদিন বিকশিত হ'ত, বল তা কি ক'রে মলিন হল? তোমার যে অধর কমল পানের স্পর্শ সহ্য ক'রতে পারতো না, কি ক'রে তা' ভানু-মুখ স্পর্শ সহ্য করলো? তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে যে কটিদেশ নুয়ে পড়তো, কি ক'রে তা রমণকারীর চতুরতায় স্থির থাকবে? তোমার প্রিয়তম চন্দন-সুগন্ধিত পাবনের মতো, তুমি হ'য়েছ চিত্র-পুত্তলির মতো, তোমার প্রাণ কোথায়?

সব সুগন্ধ মর্দিত হ'য়েছে, লোচন রক্তপদ্মের মতো হয়েছে। সত্য কথা বল, পদ্মাবতী," সখীরা পরিহাস ক'রে ব'ললো।

৩৭। কহোঁ সখী আপন সতভাউ।
হোঁ জো কহতি কস রাবণ রাউ।।
কাঁপী ভোঁর পুহুপ পর দেখে।
জনু সসি গহন তৈস মোহিঁ লেখে।।[২১৯]
আজু মরম মৈঁ জানা[২২০] সোঈ।
জস পিয়ার পিউ ঔর ন কোঈ।।
ডর তৌ লগি হিয় মিলা ন পীউ।
ভানু কে দিস্টি ছুটি গা সীউ।।[২২১]
জত খন ভানু কীন্হ পরগাসু।
কবঁল কলী মন কীন্হ বিগাসু।।
হিয়ে ছোহ উপনা ঔ সীউ।
পিউ ন রিসাউ লেউ বরু জীউঁ।।

হুত জো অপার বিরহ দুখ দুখা।
জনহু অগস্ত-উদয় [২২২] জল সুখা।।
হোঁ রংগ বহুতৈ আনতি লহরৈঁ জৈস সমুদ্ৰ।[২২৩]
পৈ পিউ কৈ চতুরাঈ খসেউ ন একো বুঁদ।।

বলছি, সখি, আপন মনোভাব। আমি যা ব'লব, তা হচ্ছে কি ক'রে রমণকুশলী প্রেমাকুল হলেন। কম্পিত হ'লাম ভ্রমরকে পুষ্পের উপর দেখে। আমার মনে হ'ল, যেন শশীতে গ্রহণ লেগেছে। আজ তার মর্ম আমি জেনেছি। প্রিয়তমের মতো প্রিয় আর কেউ নেই। সত্য, হৃদয়ে শঙ্কা এসেছিলো যখন প্রিয়তমকে পাইনি, এখন ভানুকে দেখে শীত দূরীভূত হ'য়েছে। যে মুহূর্তে ভানু প্রকাশিত হ'ল, আমার কমল-কলি মন বিকশিত হ'ল। আমার হৃদয়ে স্নেহ উৎপন্ন হ'ল এবং শীতলতা দূর হল। প্রিয় রোষ প্রকাশ কোর না, বরঞ্চ আমার প্রাণ নাও। অপার বিরহ-দুঃখ বিনষ্ট হ'য়েছে, যেন অগস্ত্য-তারার উদয়ে জল শুকিয়েছে।

প্রেমের অনেক রঙ্গ কৌতুক এনেছিলাম, সমুদ্র লহরীর মতো অনেক, কিন্তু প্রিয়তমের চতুরতায় এক বিন্দুও স্খলিত হয়নি।

৩৮. করি সিঙ্গার তাপহঁ কহঁ জাউঁ।
ওহি কহঁ দেখহু ঠাঁবহি ঠাঁউঁ।।
জৌ জিউ মহঁ তৌ উহৈ পিয়ারা।
তন মন সোঁ নহি হোই নিনারা।[২২৪]
নৈন মাহঁ হৈ উহৈ সমানা।[২২৫]
দেখৌ তহাঁ নাহি কোউ আনা।।[২২৬]
আপন রস আপুহি পৈ লেঈ।
অধর সোঁই লাগৈ রস দেঈ।।
হিয়া থার কুচ কঞ্চন লাড়ূ।
আগমন ভেঁট দীনহ কৈ চাঁড়।।
হুলসী লংক লংক সোঁ লসী।
রাবণ রহসি কসৌটী কসী।।
জোবন সবৈ মিলা ওহি জাঈ।
হোঁ রে বীচ হুঁত গইউঁ হেরাঈ।।
জস কিছু দেই ধরৈ কহঁ আপন লেই সঁভারি।
রসহি গারি তস লীন হেসি কীন্ হেসি মোহি ঠঁঠারি।।[২২৭]

আমি শৃঙ্গার ক'রে তার কাছে কোথায় যাব? আমি তাকে দেখি এখানে-সেখানে—সর্বত্র। হৃদয়-মধ্যে যা'র অধিষ্ঠান সে তো আমার প্রিয়তম, তন্নু মন থেকে তা'কে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা। নয়নের মধ্যে সে আছে, যে দিকে তাকাই আর কাউকে দেখি না। নিজের রস সে নিজেই পান করে, অধর স্পর্শ ক'রে সে রস দান করে। হৃদয়-স্থলী কুচ কাঞ্চন-লাড়ু-সদৃশ—আমি তা'কে উৎসাহে আগমনী ভেট দিয়েছি। তা'র কটির সঙ্গে সংসক্ত হয়ে আমার কটিদেশ ক'াপলো—রমণকারী আনন্দে কসৌটিতে স্বর্ণরেখা টান্‌লো। আমার সর্ব যৌবন তা'র সঙ্গে মিলিত হ'ল, তার মধ্যে আমার আর অস্তিত্ব রইলো না।

যেমন কেউ কোনও বস্তু রাখতে দিয়ে আবার তা সংগ্রহ ক'রে নেয়, সেও তেমনি আমার সমস্ত রস নিষ্কাষণ ক'রে নিল এবং আমাকে করলো বিশুষ্ক।

৩৯. অনু রে ছ্বীলী তোহি ছবি লাগী।
নৈন[২২৮] গুলাল কন্ত সঁগ জাগী॥
চম্প সুদরসন অস ভা সোঈ।[২২৯]
সোনজরদ জস[২৩০] কেসর হোঈ॥
বৈঠ ভেঁার কুচ নারঁগ বারী।
লাগে নখ উছরঁী রঙ্গধারী॥
অধর অধর সোঁ ভীজ তমোরা।[২৩১]
অলকাউর মুরি মুরি গা তোরা॥[২৩২]
রায়মুনী তুম ঔ রতমুহী।
অলিমুখ লাগি ভঈ ফুলচুহী॥
জৈস সিঙ্গার হার সোঁ মিলী।
মালতি ঐসি সদা রহু খিলী॥
পুনি সিঙ্গার করু কলা[২৩৩] নেবারী।
কদম সেবতী বৈঠু পিয়ারী[২৩৪]॥
কুন্দকলী সম বিগসী রিতু বসন্ত ঔ ফাগ।
ফূলহু ফরহু সদা সুখ ঔ সুখ সুফল সোহাগ॥

নিশ্চয় সুন্দরী, তোমার অঙ্গে রং লেগেছে। কান্তের সঙ্গে জাগরণে তোমার নয়ন আরক্তিম (গুলালের মতো)। চম্পক-সুদর্শন তোমার দেহ পিঙ্গল হয়েছে সোনজুহী ও নাগকেশরের মতো। কুচ-নারাঙ্গীর উপর ভ্রমর ব'সেছে,

নখের আঁচড়ে সেখানে রেখা-বর্ণ দেখা দিয়েছে। অধরের ছোঁয়ায় অধর সিক্ত হ'য়েছে যেন তাম্বুল-রাগ। তোমার অলকাবলী বিশৃংখল হ'য়েছে। রায়মুণী পাখীর মতো তুমি রক্তমুখী, অলিমুখের জন্য তুমি হয়েছে ফুলসুঁঘনী (এক প্রকার ক্ষুদ্র পাখী)। শৃঙ্গারকে বিশৃংখল যে করে এমন নায়ক তুমি পেয়েছ, তাই তুমি মালতী সদাই প্রস্ফুটিত। পুনরায় শৃঙ্গার কর সমস্ত কলাকৌশল নিয়ে। হে পিয়ারী, তুমি বসে তার চরণ সেবা কর।

কুন্দকলির মতো বিকশিত হও, ঋতু এখন বসন্ত এবং ফাল্গুন। ফুলে ফলে পূর্ণ হ'য়ে সদা সুখভোগ কর। তোমাদের সোহাগ যেন সুফলপ্রসূ হয়।

৪০. কহি য়হ বাত সখী সব[২৩৫] ধাঈঁ।
চম্পাবতি পহঁ[২৩৬] জাই সুনাঈ ॥
আজু নিরঁগ পদমাবতি বারী।
জীবন জানহুঁ[২৩৭] পবন অধারী ॥
তরকি তরকি গই চন্দন চোলী।
ধরকি ধরকি হিয়[২৩৮] উঠে ন বোলী ॥[২৩৯]
অহী জো কলী কঁবল রসপুরী।[২৪০]
চুর চুর হোই গঈ সো চুরী ॥
দেখহু জাই জৈসি কুঁভিলানী
সুনি সোহাগ রাণী বিহঁসানী ॥
বেই[২৪১] সঁগ সবহী পদমিনি নারী।
আঈ জহঁ। পদমাবতি বারী ॥
আই রূপ সো সবলী দেখা।
সোন বরণ হোই রহী সুরেখা ॥
কুসুম ফুল জস মরদৈ নিরংগ দেখহু সব অংগ।
চম্পাবতি ভই বারী চুম কেস ঔ মংগ ॥

এ-কথা ব'লে সখীরা সকলে ছুটে গেল, চম্পাবতীর কাছে যেয়ে শুনালো। আজ নিরঙ্গ (বিবর্ণ) হ'য়েছে পদ্মাবতী নারী, মনে হচ্ছে যেন পবন-আহারের উপর তার জীবন বেঁচে আছে। তা'র চন্দন-গন্ধ চোলী ছিন্নভিন্ন হ'য়েছে, তা'র হৃদয় কম্পিত হ'য়ে উঠানামা ক'রছে, সে কথা ব'লছেনা। সে ছিলো রসপূর্ণ কমল-কলি, আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়েছে। দেখ যেয়ে, সে কেমন মলিন

হ'য়েছে। সোহাগের বিবরণ শুনে রাণী হাসলেন। সকল পদ্মিনী রমণীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন পদ্মাবতীর কাছে। এসে সকলে তার রূপ দেখলো—স্বর্ণরূপা সুন্দরী রক্তিম হ'য়ে আছে।

মর্দিত কুসুমফুলের মতো নিরঙ্গ দেখালো তা'র সকল অঙ্গ। চম্পাবতী বালিকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চুম্বন করলেন তাঁর কেশ এবং সিঁথি।

৪১. সব রনিবাস বৈঠ চহুঁ পাসা।
সসি মণ্ডল জনু বৈঠ অকাসা॥
বোল সবহি বারি কুঁভিলানী।
করহু সঁভার দেহু খঁডবাণী॥
কবল কলী কোমল রুঁগ ভীনি।
অতি সুকুমারী লংক কৈ ছীনী॥
চাঁদ জৈস ধনি হুত পরগাসা।[২৪২]
সহস করা হোই সুর বিগাসা॥[২৪৩]
তেহি কে ঝার গহন অস গহী।
ভঈ নিরঁগ মুখ জোতি ন রহী॥
দরব বারি কিছু পুন্নি করেহু।[২৪৪]
ঔ তেহি লেই সন্যাসিহি[২৪৫] দেহু॥
ভরি কৈ থার নখত গজমোতী।
বারা[২৪৬] কীন্হ চন্দ কৈ জোতী॥
কীন্হ অরগজা মরদন ঔ সখি কীন্হ[২৪৭] নহান্থু।
পুনি ভই চৌদসি চাঁদ সো রূপ এগউ ছপি ভানু॥

রাণীমহলের সকলে তা'র চারিদিকে ব'সে রইলো যেন আকাশে মণ্ডলীকৃত শশী। ব'ললো সবাই, বালিকা প্রভাহীন হ'য়েছে, তা'তে সুসম্বৃত কর, সরবৎ দাও। কমলকলির মতো কোমল এবং লজ্জিত, ক্ষীণ-কটি অতি সুকুমারী। চাঁদের মতো সুন্দরী প্রকাশিত হ'লো, সহস্র-কর হ'য়ে, সূর্য বিকশিত হলো। তার দীপ্তিতে গ্রহণ পেল চন্দ্র, বিবর্ণ হ'লো, মুখ-জ্যোতি রইলো না। ঐশ্বর্য উৎসর্গ ক'রে কিছু পুণ্য কর—সে ঐশ্বর্য কোনও সন্ন্যাসীকে দাও। নক্ষত্রের মতো গজমোতীকে থালা ভ'রে চন্দ্রের জ্যোতির কাছে তা' উৎসর্গ ক'রল।

*

অরগজা মর্দন ক'রে স্নান করালো। * সে আবার চতুর্দশ রাত্রির চাঁদের মতো হ'লো, ভানুর রূপ গুপ্ত হ'লো।

৪২. পনি বহু চীর আন সব ছোরী।[২৪৮]
সারী কঞ্চু কি লহর পটোরী॥
ফুঁদিয়া ঔর কসনিয়া রাতী।
ছায়ল বঁদলাএ[২৪৯] গুজরাতী॥
চিকবা চীর মধোনা লোনে।
মোতি লাগ ঔ ছাপৈ সোনে॥
সুঁরগ চীর ভল সিংঘলদীপী।
কীন্‌হি জো ছাপা ধনি বহ ছীপী॥
পেমচা ডরিয়া ঔ চৌধারী।[২৫০]
সাম সেত পীয়র হরিয়ারী।[২৫১]
সাতরংগ ঔ চিত্র চিতৈরৈ।
ভরি কৈ দীঠি জাহঁী নহঁী হেরৈ॥
চঁদনৌতা উ খরদূক ভারী।
বাঁসপুর ঝিলমিল কৈ সারী॥[২৫২]
পুনি অভরন বহু কাঢ়া অনবন ভাঁতি জরাব।
হেরি ফেরি নিতি পহিরৈ জব জৈসে মন ভাব॥

তারপর সখীরা অনেক বস্ত্র আবরণ আনলো—শাড়ি আনলো, কঞ্চুকি আনলো রেখাঙ্কিত রেশমের। নীবিবন্ধ আনলো, আনলো কসনী। ছায়ল এবং গুজরাতী বন্ধনী আনলো। চিকট একং নীলবর্ণের কাপড় আনলো মুক্তাখচিত এবং স্বর্ণছাপ-যুক্ত। সিংহল দ্বীপের কাপড় এলো উজ্জলবর্ণের—ধন্য সেই চিত্রকর যে তা চিত্রিত করেছে। আরও এলো পেমচা, ডোরিয়া এবং চৌখুপী কাপড়—ঘন নীল, শ্বেত, পীত এবং সবুজ রঙের। সাত রঙের এবং চিত্রে চিত্রিত কাপড় দৃষ্টি ভ'রে দেখলেও দেখা শেষ হয় না। আরও এলো চঁদনৌতা, ভারী খরদুক এবং বাঁশপুর ও ঝিলমিলের শাড়ি।

তারা আনলো অনেক আভরণ, অনেক জড়োয়া গহনা। দেখেশুনে আপন ইচ্ছামতো সে এ সব প'রবে।

পাঠান্তর ও টীকা

১। রামচন্দ্র শুক্ল-র সর্গ-বিন্যাস।

২। রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ-খণ্ড, (শুক্ল: ২৬ সর্গ ১৭ স্তবক)।

৩। 'হ'-এর মুদ্রিত পুথিতে এবং পরীক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে সর্বত্রই মূল দশ-এর স্থলে দুই পাঠ আছে।

৪। রত্নসেন পদ্মাবতী বিবাহ-খণ্ড (শুক্ল: ২৬ সর্গ ১৮ স্তবক)।

৫। 'হ', ১৩১৪, পৃ ১৪২।

৬। সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্দসাগর।

৭। A.G.Shireff, পৃ ১৭৮ পাদটিকা।

৮। রত্নসেন পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড (শুক্ল। ২৬ সর্গ ১৯ স্তবক)।

৯। "সুন্দরী যখন ইচ্ছা করবেন, দর্পণে মুখ দেখতে পারবেন"—ভ্রান্ত পাঠ। এ-সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'য়েছে।

১০। 'হ', ১৩১৪, পৃ ১৪২।

১১। প্রকাশের তারিখ নেই এবং প্রকাশকের নামও নেই।

১২। পদ্মাবত পূর্বার্ধ: লালা ভগবান দীন, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, এলাহাবাদ ১৯২৫।

১৩। A.G.Shireff, পৃ ১৭৮ পাদটীকা, 'S'।

১৪। রামচন্দ্র শুক্লর বক্তব্য: 'জায়সী কে শৃঙ্গার মেঁ মানসিক পক্ষ প্রধান হৈ, শারীরিক গৌন হৈ"। (রামচন্দ্র শুক্ল: ভূমিকা, পৃ ২৭, ৪র্থ সংস্করণ)।

১৫। শুক্ল, ২৭ সর্গ, ৩০ স্তবক।

১৬। রামচরিতমানস: যতীনচন্দ্র দাসগুপ্ত সঙ্কলিত ২য় সংস্করণ' ১৩৫২ পৃ ১৮০।

১৭। কালিদাস: উত্তর মেঘের ২১ সংখ্যক শ্লোক।

১৮। মোল্লা আবদুর রহমান স্বামীকৃত ১৩২৯ হিজরীতে কানপুর কাইউমী প্রেসে মুদ্রিত "ইউসুফ যুলাইখা", পৃ ৩২।

১৯। রামচন্দ্র শুক্ল, জায়সী-গ্রন্থাবলী, ৪র্থ সংস্করণের ভূমিকা অংশে "পদমাবত কী প্রেম পদ্ধতি" অধ্যায়ে আলোচিত।

২০। শুক্ল। "পদ্মাবতী রত্নসেন ভেঁট খণ্ড": ৩৩ স্তবক।

২১। শুক্ল: পদমাবত, ৪র্থ সং, পৃ ১৩০, পাদটীকা।

২২। পণ্ডিত অযোধ্যা সিংহের 'হিন্দী ভাষা আওর উস্‌কে সাহিত্য কা বিকাশ' থেকে Shireff কতৃক উদ্ধৃত: A.G. Shireff, পৃ ১৮৯, পাদটীকা।

২৩। ঐ।

২৪। সপনাবতি (শু, ভ)।

২৫। মধুপুচ্ছ (শু)।

২৬। গগনপুর (শু)।

২৭। খণ্ডাবত (শু,)।

২৮। সুধাকর-চন্দ্রিকা, পৃ ৫১৬।

২৯। ঐ, পৃ ৫১৩।

৩০। ঐ, পৃ ৫১৫।

৩১। "মন্ঝন্ কী রচনা কা যদ্যপি ঠীক ঠীক সংবত্ নহী জ্ঞাত হো সকা হৈ পর য়হ নিস্সংদেহ হৈ কি ইসকী রচনা বিক্রম সংবত ১৫৫০ ঔর ১৫৯৫ (পদ্মাবত কা রচনা-কাল) কে বীচ মেঁ ঔর বহুত সম্ভব হৈ কি মৃগাবতী কে কুছ পীছে হুঈ।"—শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, প্রয়াগ, সংবত ১৯৯০, পৃ ১০০।

৩২। সাজা কৈলাসু (পা)।

৩৩। তহঁ সুনার সেজ (মা, ভ) ; তহঁ সৌ নারী সেজ (ল)।

৩৪। ধরে (মা, ভ, ল)।

৩৫। জরৈ ও মোতী (মা, ভ) ; জরহিঁ ও মোতী (ল)।

৩৬। হোই উজাবর রইনি (মা, ল)।

৩৭। বহু (ল)।

৩৮। তেহি মহঁ পালক সজয়া ডাসী (মা) ; তেহি মহঁ পঁলগ সুধাডাসী (ভ) ; তেহি মহঁ পলগঁ সজথা ডাসী (ল)।

৩৯। কা কহঁ ঐসি রচী সুখ বাসী (মা, ল)।—এই সুখ-শয্যা কার জন্য রচিত হ'য়েছে ?

৪০। দুহু (মা, ভ, ল)।

৪১। ফূলন্হ ভরী ঐসি কেহি যোগূ (মা, ল, ভ)।

৪২। দেখত—অত্যুক্তি অলঙ্কার।

৪৩। ধনি জস চহৈ ঠাঢ়ি মুখ যোবা (শু)—ভ্রান্ত পাঠ।

৪৪। কোই কিছু লিহে লাগু তস ভেদু (শু)।

৪৫। পদমাবতী (শু)—ভ্রান্ত পাঠ।

৪৬। সুরজ তপত সেজ সো পাঈ (মা,ল)—তপসা ক'রে সূর্য যখন সেজের অধিকার পেল। এখানে 'সূর্য' অর্থ রত্নসেন। এ-পাঠটিই সমীচীন কেননা এ-কাব্যে অনেকক্ষেত্রে রত্নসেনকে সূর্য এবং পদ্মাবতীকে শশী বলা হ'য়েছে।

৪৭। সসী (মা)।

৪৮। অহৈ কুঁবর (মা, ভ)।

৪৯। হরদ উতার পঢ়াউব রঙ্গু (মা)।

৫০। রাজা-চখ মোহত (শু) গৃহীত পাঠটি পাণ্ডুলিপির।

৫১। ভঈ চিত্রাগর লঈ অপসঈ (মা)।

৫২। গৃহীত পাঠটি পাণ্ডুলিপির। শু'র পাঠ—"লাভ ন পাব মূ ভঈ টটী।"

৫৩। ভএউ (মা)।

৫৪। চাঁদ সুর সংগ উঈঁ তরাঈঁ (ল)—ভ্রান্ত পাঠ।

৫৫। সসি রে (শু)।

৫৬। সিখছি রে (ল)।

৫৭। অগ (ল)।

৫৮। খিন্‌হ অব গএউ (মা)।

৫৯। মায়া (ল)।

৬০। গন্ধক কিয়া কুরকুটা খারা (ল)।

৬১। "মরজিয়া" অর্থ ডুবুরী। অন্য অর্থও হয়—যে ম'রে আবার বেঁচে উঠেছে। 'অখরাবটে' পাই (৩৭ স্তবক ১০ম চরণ):

"জো মরজিয়া অমর ভা সোঈ।"—অর্থাৎ যে ম'রে আবার বেঁচে উঠেছে সেই অমর।

৬২। 'মরৈ সোই জো হোই নিগুনা" (শু)—যে নির্গুণ সে ম'রে যায়। ভ্রান্ত পাঠ।

৬৩। বিছুরণহ (মা)।

৬৪। কই সো মিলৈ অব তো বুঝাই কৈ মোহি মুয়ে বুঝাই (মা)।

৬৫। লাল কহেঁ কিত পাবসি তপা (ল)। অর্থ, ললনারা বললো, হে তপস্বী তুমি তাকে কোথায় পাবে। লাগ কহি কিত পাবসি তপা (মা) অর্থ, হে তাপস, তার সন্ধান তুমি কোথায় পাবে। দ্বিতীয় পাঠটি সমীচীন। "লাগ"-কে লক্ষ্মীধর "লাল" হিসেবে পড়েছেন এবং এর অর্থ নির্মাণ করেছেন ললনা। (ল- পৃ ৩৩৫)।

৬৬। ঔ (মা)।

৬৭। করু (মা)।

৬৮। মনাই (ল)।

৬৯। তূঁ জোগী তপ করি মন জীতা (মা)। অর্থ, তুমি যোগী তপ সাধনা করে আত্মজয় করেছে।

৭০। জোগহি কবন রাজ কই কীতা (মা)। অর্থ, রাজসুখ নিয়ে যোগীর কি করবার আছে।

৭১। জোগী দিঢ় আঁশ ন আছু অস্থির ধরি মন ঠাঁউঁ (মা, ল)।

৭২। যার আভরণ হল নূপুর কিঙ্কিনী, কঙ্কন, অঙ্গুঠি, বলয়, অঙ্গদ, হার, কণ্ঠশ্রী, বেসর, খুঁট, শিষফুল এবং টিকা।

৭৩। কবৈ (মা, ল)।

৭৪। সাজি মাংগ কুমি সেঁদুর সারা (মা)। অর্থাৎ, সিঁথি কেটে তাতে তিনি সিঁদুর দিলেন।

৭৫। পুনি কানহুঁ কুণ্ডল পহিরৈ (মা)।

৭৬। গিউ প্রহিরৈ অভরণ '(ল)।

৭৭। অউ পায়ব পায়ল অউ চুরা (মা, ল)।

৭৮। ষোড়শ শৃঙ্গারের বর্ণনা জায়সী স্ত্রীভেদ বর্ণন খণ্ডের পঞ্চম স্তবকে দিয়েছে :

প্রথম কেস দীরঘ মন মোহে।
ঔ দীরঘ অঁগুরী কর সোহে॥
দীরঘ নৈন তীখ তহঁ দেখা।
দীরঘ গীউ কণ্ঠ তিনি রেখা॥
পুনি লঘু দসন হোহিঁ জনু হীরা।
ঔ লঘু কুচ উতঙ্গ জম্ভীরা॥
লঘু লিলাট দুইজ পরগাসূ।
ঔ নাভী লঘু চন্দন বাসূ॥
নাসিক খীন খড়গ কৈ ধারা।
খীন লংক জনু কেহরি হারা॥
খীন পেট জনহুঁ নহিঁ আঁতা।
খীন অধর বিদ্রুম রঁগ রাতা॥
সুভর কপোল দেখ মুখ সোভা।
সুভর নিতম্ব দেখি মনলোভা॥
সুভর কলাঈ অতি বনী সুভর জংঘ গজচাল।
সোরহ সিংগার বরনি কৈ করহি দেবতা লাল।

৭৯। পদ্মাবৎ সো সঁবারৈ জিনহী (ক।)।

৮০। পুনিউ চাঁদ দৈউ (মা)।

৮১। কই মন্‌জন্‌ তন কীনহ অন্‌হানূ (মা)।

৮২। ভরী মোতিন ঔ মানিক পুরী (মা)।

৮৩। খরী (মা)।

৮৪। দস (মা)।

৮৫। আঈ (মা)।

৮৬। মণিকুণ্ডল খুন্ডী ঔ খূঁটি (মা)।

৮৭। "পহিরি জরাউ ঠাঢ়ি ভই বরণৈ ন আঁবৈ ভাউ" (মা)— জড়োয়া অলঙ্কার পরে তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর সে সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না।

৮৮। "মাংগ ক দর্পণ গগন ভা তু সসি তার দীখাউ" (মা) —দর্পণসদৃশ তাঁর সিঁথি যেন নক্ষত্র এবং শশী-পূর্ণ গগন।

৮৯। জানহু (মা, ল)।

৯০। জউ জউ হীরা ফীরি চখ মোরী (মা)।

৯১। কনকফূল নাসীক অস সোভা (মা); কনকফুল নাসিক অতি সোভা (ল)।

৯২। সসি মুখ আই সুক হোই লোভা (মা); সসি মুখ আই সূক জনু লোভা (ল)।

৯৩। সুরংগ অধর অউ লীনহ্ তাঁবূরা (মা)।

৯৪। জোরা (মা)।

৯৫। অস (মা)।

৯৬। পদুম (মা)।

৯৭। কাল কস্ট রহ ঔনাবা (মা)।

৯৮। বিনবই কঁবল করী জনু বাঁধী (ল); তরনই কঁবল করী জনু বাঁধী (মা)।

৯৯। চূরা পায়ল অনবট বিছিয়া পাঁয়নহ্ পরহিঁ বিয়োগ (মা)।

১০০। হিয়ে লাগ ঠুক হম কহঁ সমদহ তুমহ জান অউ ভোগ (মা)।

১০১। অর্থাৎ বিচ্ছেদে অস্থির হ'য়ে প্রেমিকা প্রেমাস্পদের নিকট যেতে চাচ্ছে, কিন্তু পায়ের অলঙ্কার গুলি হ'য়েছে বাধাস্বরূপ। যদি ওগুলো খুলে ফেলা যায় তবেই মনস্কামন পূর্ণ হবে।

১০২। "ছাজ ন ঔরহু ঔহই ছাজই" (মা)।

১০৩। "বিনবনহ্ সখী ন গহরু করিঔৈ" (মা)—বিনয় ক'রে সখীরা বল্‌লো, বিলম্ব কেরো না।

১০৪। "ধনি ভই মন" (মা)।

১০৫। "নাঁউ সুনতি হউঁ দইউঁ কস নাহব" (ল)—তার নাম শুন্‌ছি কিন্তু জানিনা তার কি রূপ।

১০৬। লহি (মা. ল)।

১০৭। রহসি, অবধীতে 'গুপ্তস্থান' অর্থে ব্যবহৃত হ'ত (সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্দসাগর)।

১০৮। পুহুপ (শু)।

১০৯। পিয়হি সউঁ (মা)।

১১০। ভরি জীবন রাখৈ জহঁ চহা (শু)।

১১১। সাজন লেখা পঠাবই আয়সু জেহি ক অমীঠ (মা)।

১১২। হস্ খী (মা, ল)।

১১৩। কর (ল)।

১১৪। 'মা'তে প্রথম চরণদ্বয়ের পাঠান্তর :

'মিলী তরাঁঈ সখী সয়ানী।
লেই সো চাঁদ সুরুজ পহঁ আনী॥"

ল'তে পাঠান্তর :

"সসি ধনি লই সংগ নখত তরাঈঁ।
লহি জউ চাঁদ সুরুজ পহঁ আঈঁ॥'

১১৫। গৃহীত পাঠটি পাণ্ডুলিপির। শু-র পাঠ :

"সুনি য়হ সবদ অমিয় অস লাগা।
নিদ্রা দুরী সোই অস জাগা॥"

—এ শবদ শুনে অমৃতের মতো লাগ্লো, নিদ্রা দূর হ'ল এবং সে জেগে উঠলো।

১১৬। "চিতউর মাঁহ ন সংবরেউঁ আনা" (ল)।

১১৭। "তস তোহি লাগ ভএউঁ হৌঁ জোগী" (ল)।

১১৮। "মিলি কই" (ল)।

১১৯। "কেহি" (ল)।

১২০। "মনসহি জেহি জাঁহি তেহি পাসা" (ল)।

১২১। তুঁ এহি ভাঁতি সিসঠি বহু ছবী" (ল)।

১২২। 'ভেস' (ল)।

১২৩। কেতকী (ল)।

১২৪। সসিয়র (ল)।

১২৫। তেহি (ল)।

১২৬। তুমহ সউঁ প্রীতি গাঁঠি মইঁ জোরী (ল)।

১২৭। ল-এর পাঠে সম্পূর্ণ স্তবকটির চরণ বিন্যাস ভিন্নরূপ।

১২৮। কহসি (ল)।

১২৯। হিয়ৈঁ ঔটি উপজৈ রংগ সোঈ (ল, পা)।

১৩০। জো মংজীঠ ঔটই অউ পচা (ল)।

১৩১। রচা (ল)।

১৩২। জিমি (ল)।

১৩৩। ধনিয়া কা সুরংগ কা চূনা (ল, পা)।

১৩৪। "বইদ হুত সুনি রাসি বখানূ" (ল)।—বৈদ্য-র কাছ থেকে তোমার গুণের ব্যাখ্যা শুনেছি। ভ্রান্ত পাঠ।

১৩৫। ভএউ (ল)।

১৩৬। হাড় অঈন ভএঈ বিরহঈঁ দহা (ল)

১৩৭। সৌ পই জান দগধ ইমি সহা (ল)।

১৩৮। কই জানই সৌ বপুরা জৈহি দুখ ঐস সরীর (ল)।

১৩৯। রক্‌ত পিয়াসৈ জৈ অহহিঁ জানহিঁ নহিঁ পর পীর (ল)।

১৪০। শু-তে 'ছন্দ ঔরাহী"'র স্থলে "ছন্দ ন ঔরাহী" আছে, তাতে অর্থ স্পষ্ট হয় না।

১৪১। সব (ল)।

১৪২। ভখু লই খেলি (ল)।

১৪৩। জিন্‌হ (ল)।

১৪৪। বিরিখ (ল)

১৪৫। অরম নিরার (ল)।

১৪৬। জৌ প্রীতি জানহু (ল)।

১৪৭। ছাড়ি সেবাতিহি জাই ন পীউ (ল)।

১৪৮। "চম্পা প্রীতি জো বৈলি ভই দিন দিন আগরি বাস। গলি গলি আপু হেরাই জো মুএহু ন চাঁড়ই পাস।।" (ল) অস্পষ্ট পাঠ।

১৪৯। জানৌঁ (ল)।

১৫০। মানৌঁ (ল)।

১৫১। কাটৈ বারহ বার ফিরাসী (ল)।

১৫২। খাকৈ পউ পর ফির ন রহাসী (ল)।

১৫৩। অথারহ (ল)। মা-র পাঠ— 'ইগারহ'।

১৫৪। গৃহীত পাঠটি (দোহার) মা-র। শু-র পাঠ অর্থহীন:

"জেহি মিলি বিছুরন ঔ তপনি অন্ত হোই জো মিঁত।
তেহি মিলি গঞ্জন কো সহৈ বরু বিনু মিলৈ নিচিঁত।।"

১৫৫। মন অস লাগা তৌহি নারী (মা); এহু মন তৌহী লাগেউ অস নারী (ল)।

১৫৬। সোরস (ভ)।

১৫৭। নপট (পা)।

১৫৮। সারি সারি কহি হউঁ অস রাচা (ল)।

১৫৯। তোহি তজি কৌঠা বৌরা স বাচা (ল)।

১৬০। থাকি গঈ পিক আস করীতা (ল)।

১৬২। নিরারা (ল)।

১৬৩। কহঁা দিসটি তুতিয়া চারা (ল)।

১৬৪। রস (মা)।

১৬৫। তোহি মন (ল)।

১৬৬। হনু জোগী তইঁ ডারী টৌনা (ল)।

১৬৭। রহা বৈধি তস উড়সি ন লৌভী (ল)।

১৬৮। এ স্তবকটি মা-তে নেই।

১৬৯। তপাই তস (ল)।

১৭০। মৌবৈ পৈম পৈম তোহি ভঞউ (ল)।

১৭১। কহি রস বাত (মা)।

১৭২। মা-তে ৭ম চরণ।

১৭৩। মা-তে ৮ম চরণ।

১৭৪। মা-তে ৫ম চরণ।

১৭৫। মা-তে ৬ষ্ঠ চরণ।

১৭৬। এ-স্তবকটি 'মা' তে নেই। 'ল'-তে নেই। এখানকার বক্তব্য মূলতঃ পূর্ববর্তী স্তবকের বাণীর বিস্তার, কিন্তু ভাষা অর্বাচীন নয় ব'লে আমি পরিত্যাগ করিনি।

১৭৭। বিরহ (মা)।

১৭৮। বন্ধী (ল)।

১৭৯। ৩য়-৪র্থ চরণদ্বয় ল-র পাঠে নিম্নরূপ (এখানকার ৭ম-৮ম চরণ):

"কিরিলা করই সোহাগ সোহাগী'।

চন্দন জৈস সিয়াম কণ্ঠ লাগী।।

১৮০। পৌখ (ল)।

১৮১। কুরলা কহি (ল)।

১৮২। ৭ম-৮ম চরনদ্বয় ল-এ ৩য়৪ র্থ চরণ।

১৮৩। গোদ গেঁদ (মা, ল)।

১৮৪। জীউ ন রাখা (মা, ল)—ফারসী হরফের جيو نرا کها কে জীবন রাখা' ও পড়া যায়।

১৮৫। ১৩—১৪ চরণের বিন্যাস মা-তে নিম্নরূপ:

"বৈন সোহাবন কোকিল বোলী।

ভএউ বিগাস করী মুখ খোলী।।

১৮৬। পিউ পিউ করত জীব ধনি সুখী বোলী চাতক ভাঁতি। (মা, ল)।

১৮৭। ধরী সো বূঁদ সীপ জেউঁ মোতী হিয়ে পরী মুখ সাঁতি (মা, ল)। —এ-পাঠটিই বিশুদ্ধ মনে হয়। শু-র পাঠে মাত্রা কম র'য়েছে।

১৮৮। 'ল' ধারী'র অর্থ ক'রেছেন কর্ণালঙ্কার।

১৮৯। সৌ ধনি সুরাহী পিউ পিয়ালা (ল)—সুন্দরী হ'ল সুরাহি এবং প্রিয়তম পানপাত্র।

১৯০। সৌ (ল)।

১৯১। যৌ করউ হউঁ (ল)।

১৯২। ভাবই (ল)।

১৯৩। মৌছি পাই (ল)।

১৯৪। জহঁ মদ তহাঁ কহাঁ সো সঁভারা (ল)—যেখানে মদমত্ততা আছে সেখানে সম্বরণ কি ক'রে আস্‌বে?

১৯৫। কই সো খুমারী কই মতবারা (ল)। —সেখানে হয় মদমত্ততা আছে অথবা মাতাল আছে।

১৯৬। কহই যব জাউ ন জাউ পিয়াহী (ল)।

১৯৭। খুমরিহা (ল)।

১৯৮। ভএউ (ল)—'ভএউ' পাঠ হ'লে মাত্রা ঠিক থাকে।

১৯৯। সসি পঁহ আঈঁ সখী তরাঙ্গ (ল)—চাঁদের কাছে এলো তারকাসদৃশ সখীরা।

২০০। হিয় ন সঁভারা সোবতি বেক্‌বারা (ল)।

২০১। ভুঅংগিনী (ল)।

২০২। নারংগ জনু নাগিনি বিখ ভরী (ল)।

২০৩। বৈণী ভঈ সৌ রোমাবলী (ল)।

২০৪। নাভী লাভী ভঁবর জনু কাসিকুণ্ড কহাউ (ল)।

২০৫। দেবতা মরহিঁ কলাপ সির আপহি দোস ন লাবহিঁ কাউ (ল)।

২০৬। জনহু মাঁতি বসিয়াণী বসী (ল)।

২০৭। অতি বিসমভাব জনু ভূরী উর সসী (ল)।

২০৮। নয়ন কবঁল জানহু ধনি খৌলৈ (ল) —ল-তে ত্রয়োদশ চরণ।

২০৯। চিতবন মিরিগ সবতি জনু ভূলৈ (ল) —ল-তে চতুর্দশ চরণ।

২১০। মনু (ল)।

২১১। ১১—১২ চরণদ্বয় ল-তে ৭ম-৮ম চরণ।

২১২। জানহু (মা, ল)।

২১৩। বাস ফূল (মা)।

২১৪। পান ফল কে রহহু অধারা (ল)।

২১৫। মুখ কঁবল বিগসত দিন রাতী (মা, ল)।

২১৬। সো কুম্ভিলান সহহু কেহি ভাঁতী (মা)।

২১৭। অধর জো কমল সহত ন পানু (মা)।

২১৮। লংক জো দেত পৈগ মুরি জাঈ (মা)।

২১৯। মা-তে ৩য়-৪র্থ চরণের পাঠ :

জহঁা পুহুপ অলি দেখত সংগূ।
জিউ ডরাতে কাঁপত সব অংগূ॥

"যেখানেই আমি অলিকে পুষ্পের উপর দেখেছি, আমি ভীত হ'য়েছি এবং আমার সকল অঙ্গ কেঁপেছে।"—এ-পাঠটিই সমীচীন।

২২০। পাবা (মা, ল)।

২২১। ৭ম-৮ম চরণ ল-তে ১৩-১৪ চরণ। পাঠান্তর সহ তার রূপ এই—"ডর তব লগি রহা মিলা নহিঁ পীউ।"

২২২। উদধি (ল)।

২২৩। হেঁৗ রংগ নহিঁ জানতি কৈসে লহর সমুঁদ (ল)।

২২৪। তন মহঁ সোই ন হোই নিরারা (ল)।

২২৫। জৌ নয়নন্হ তৌ উহৈ সমানা (ল)।

২২৬। দেখউঁ জহঁ ন দেখউঁ আনা (ল)।

২২৭। তস সিংগার সব লীন্হেসি মৌহি কীন্হেসি ঠঠি আরি (মা, ল)।

২২৮। নেত্র (মা, ল)।

২২৯। ভা তৌহি সোঈ (মা, ল)।

২৩০। জনু (মা)।

২৩১। তম্বোরী (ল)।

২৩২। অলকাউর মুরি মুরি গই মোরী (মা, ল)।

২৩৩। রস (মা, ল)।

২৩৪। পিয়াহি পিয়ারী (মা, ল)।

২৩৫। ঔ (মা)।

২৩৬। কহঁ (মা, ল)।

২৩৭। জীউ ন জানই (মা)।

২৩৮। ধর (ল)।

২৩৯। আব ন বৌলা (ল)।

২৪০। অহী জো করী কয়ঁা রসপূরী (মা, ল)।

২৪১। লেই (মা)।

২৪২। চান্দ কৈস ধনি বৈঠি তরাসী (ল)।

২৪৩। সহস করা হোঈ সুর গরাসী (মা)।

২৪৪। দরব বরহ অরথ করৈহু (মা); দরব বারি পুনি অরথ করৈহু (ল)।

২৪৫। কনিয়ানহু (মা); গণক তেহি (ল)।

২৪৬। বরণী (মা)।

২৪৭। দীন্হ (মা, ল)।

২৪৮। পটবন্হ আনি চীর সব হোরী (ল)।

২৪৯। ছায়ল পাণ্ডুবা আই (মা, ল)।

২৫০। ঔ বীদরী (মা, ল)।

২৫১। পীয়রী ঔ হরী (মা, ল)।

২৫২। এখানকার ১৩-১৪ চরণ 'মা' এবং 'ল'-তে ৫-৬ চরণ।

পদ্মাবতী-রত্নসেন-ভেঁটখণ্ড

(আলাওল)

সংশোধিত পাঠ

॥ ১ ॥ সপ্ত খণ্ড ধরাহর[১] এ সপ্ত আকাশ।
তথা লৈয়া কন্যা বর দিলেক নিবাস ॥
সখী দুই সহস্র[২] আইল সেবা কাজে।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ দ্বিজরাজে ॥
উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ[৩] করি চারি পাশ।
মিহির লৈয়া শশী উঠিল আকাশ ॥
সপ্ত খণ্ড ধরাহর নব সপ্ত রঙ্গ।
দরশন মাত্র হএ দৃষ্টি-পাপ ভঙ্গ ॥[৪]

॥ ২ ॥ হীরামতি কপাট আদি[৫] ইঁটাল পাষাণ।
চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রত্তন ॥
গজমুক্তা দহিলা লাগাইল তার চুন।[৬]
বিশ্বকর্মা সহিতে না পারে কার্যগুণ ॥
অতি সুনির্মল যেন দর্পণের কায়া।
এক দিগে মূর্তি দেখি আর দিকে ছায়া ॥

১। ধরারাজা (বা. এ, ৩-আ)। মূল : ধৌরাহর।

২। মূল : সখী সহস দশ।— দশ সহস্র সখী বাংলায় দুই সহস্র হয়েছে।

৩। নক্ষত্র যেন (ড. শ.)।

৪। মূল : "দেখত গা কবিলাসহি দিষ্টি পাপ সব ভাগ"— কৈলাশকে দেখে দৃষ্টি-পাপ সব দূরে গেল।

৫। হীরা কর্ণফুল সব (বা. এ, ৩-আ)।

৬। গজমুক্তা খাকে লাগাইছে শতগুণ (ড. শ.)। মূল : "চুনা কীনহ ঔটি গজমোতী"— গজ-মোতী জ্বাল দিয়ে চূর্ণ বানিয়ে।

তাতে শশী অপ্সরা বেষ্টিত সখীগণ।[৭]
যোগ-সিদ্ধি-ফল পাইল অমরা তখন॥

॥ ৩ ॥ চারিদিকে চারি স্তম্ভ ফটিক উজ্জ্বল।
নানা বর্ণ মূর্তি তাতে গঠিছে নির্মল॥
সজীবন কায়া যেন[৮] রৈছে দাণ্ডাইয়া।
নানা[৯] বিধি সুগন্ধি তাম্বুল পাত্র লৈয়া॥
তার মধ্যে রত্নখাট অতি মনুহর।
বিচিত্র কমল-শয্যা[১০] তাহার উপর॥
যেই দ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয়।[১১]
পুতলির হস্ত হৈতে সেই বস্তু লয়॥[১২]
সেই শয্যা উপরে বসিলা রত্নসেন।
অপ্সরা বেষ্টিত ইন্দ্র স্বর্গরাজ যেন॥[১৩]

॥ ৪ ॥ উপরেতে চন্দ্রাতপ করে ঝলমল।
মাণিক্য প্রদীপ জ্যোতে[১৪] বাসর উজ্জ্বল॥

৭। তাথে শচী বন্যা অপসরা সখীগণ (ড. শ.)। মূল : "তহঁ অছরী পদমাবতী রতন সেনকে পাস"—সেখানে রত্নসেনের পাশে অপসরী পদ্মাবতী।

৮। মূল : জনু সজীব—যেন জীবন্ত।

৯। নানান (বা. এ, ৩-আ)।

১০। কোমল শয্যা (ড. শ)।

১১। ইচ্ছয় (বা. এ, ৩-আ)।

১২। গৃহীত পাঠ : বা. এ, ৩-আ-এর। ড. শ-র পাঠ : পুতলির হস্তে যেন সেই দ্রব্য পায়।

১৩। অপসরা-বেষ্টিত ইন্দ্রের সমান (বা. এ, ৩-আ)।

১৪। মাণিক্য-প্রদীপ নিশি (বা. এ, ৩-আ)। মূল : "মানিক দিয়া জরাবা মোতী। হোই উজিয়ার রহা তেহি জোতী॥" মুক্তা এবং মাণিক্যে প্রদীপ উজ্জ্বল, নিশীথেও উজ্জ্বল দেদীপ্যমান।

গাঠি ছোড়াইতে ছল করি সখীগণ।
নৃপ পাশ হন্তে কন্যা নিল অন্যস্থান।।
নৃপতি দেখিল যদি পাশে কন্যা নাই।
মনে অনুশোচ করে কি কৈল[১৫] গোঁসাই।।
বহু তপ করি চন্দ্র পাইল পূর্ণিমার।
কেবা[১৬] হরি নিল জগ করি অন্ধকার।।
সঘৃত পায়স[১৭] পাইল চির উপবাসে।
প্রদীপ নিবাইল কেবা প্রথম গরাসে।।
বহু যত্নে রত্ন পাইল কেবা নিল হরি।
অষ্ট[১৮] যোগ সাধি সিদ্ধি-পদ পাই মরি।।
মিলিয়া বিচ্ছেদ পুনি মৃত্যু সমসর।
কৃপাল হৈয়া বিধি[১৯] হৈলা পামর।।
ধরাইতে নারে চিত্ত চকিত হৈয়া।
স্তকিত হৈল যেন ঠগ-লাড়ু[২০] খাইয়া।।
শুদ্ধি বুদ্ধি হীন হাস্য কান্দনের আশ।[২১]
সুবর্ণের গৃহ হৈল বনখণ্ড বাস।।

।। ৫ ।। সখীগণ নৃপতির দেখি হেন রীত।[২২]
জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে হাসিয়া কিঞ্চিৎ।।[২৩]

১৫। হৈল (বা. এ, ৩-আ)।

১৬। কেনে (ঐ)।

১৭। অমৃত শক্কর (ড. শ)।

১৮। কষ্টে (ড. শ)। অষ্ট যোগ—যোগের আটটি অঙ্গ: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটিকে যম বলে।

১৯। দয়াল হৈয়া প্রভু (বা. এ, ৩-আ)।

২০। গলাড়ু, (ড. শ.)। মূল: ঠগ লাড়ু।

২১। শুদ্ধি বুদ্ধি হীন হৈল অন্তরে হুতাশ (বা. এ, ৩-আ)।

২২। সখীগণে নৃপতির দেখি হেন গতি (বা. এ, ৩-আ)।

২৩। জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে জিজ্ঞাসি ইঙ্গিতি (ঐ)।

কহ শিষ্যবর তোর গুরু গেল কোথা।
চন্দ্র বিনে সূর কেনে একেশ্বর এথা ॥
কোথা লুকাইয়া থুইলা চন্দ্রিমা আমার।[২৪]
যেই বিনে রজনী জগত অন্ধকার।

॥ ৬ ॥
নৃপতি বলিল শুনি সখীর বচনে।
চাতুরী সময় ভাল পাইছ এখনে ॥
অমৃত দর্শাই পুনি বিষ কর দান।
এমত দয়াল সংসারেতে নাহি আন ॥
যাহার মরমে ব্যথা[২৫] সেই মাত্র জানে।
না জানে প্রেমের খেলা[২৬] অব্যথিত জনে ॥
পৃথিবীতে হেন দাতা কেবা আছে আর।
ভিক্ষা দিয়া গোগী করে[২৭] হরে পুনর্বার ॥
দাতা হৈয়া ভিক্ষুকের প্রাণ যদি হরে।
মরিলে পাইব সেই[২৮] যার লাগি মরে ॥

॥ ৭ ॥
এতেক শুনিয়া সখী ঈষৎ[২৯] হাসিয়া।
পরিহাস্য ছলে কহে ভক্তি[৩০] আচরিয়া ॥
যখনে[৩১] গগনে লুকাইল সেই শশী।
পুনি তপ সাধিলে যে[৩২] পাইবে তপসী ॥

২৪। কেবা কোথা লুকাইল চন্দ্রিমা তোমার (ড. শ)। মূল : "কহাঁ ছপাএ চাঁদ হমারা"। কোথায় আমাদের চাঁদকে লুকিয়েছ ?

২৫। ধাও (ড. শ)।

২৬। ব্যথা (ড. শ)।

২৭। যোগী বরে (ড. শ)।

২৮। যেবা (বা. এ, ৩-আ)।

২৯। ইশ্চিৎ (বা, এ, ৩-আ)। ঈশ্চিত্ত (ড. শ)।

৩০। ভাব (ড. শ)।

৩১। ক্ষেণে ক্ষেণে (বা. এ, ৩-আ)।

৩২। সে (ড. শ)।

আমরা না জানি চন্দ্র[৩৩] গেল কোন ভিত।
বিচারিয়া যদি লাগ পাই আচম্বিত ॥[৩৪]
তোমার নিমিত্তে আমা বিচারি সর্বথা।[৩৫]
বলিব ভিখারী পরদেশী আইল এথা ॥
তোমা লাগি তপ সাধি ছিল[৩৬] একমনে।
দয়াল হৈয়া কৃপা করহ আপনে
আমার পরার্থনে যদি মনে মায়া কর।
বার আভরণ পরি আসিবে সত্বর ॥
আর শুন সিঙ্গার সহজে অনুপাম।
না জানিলে শুন বার আভরণ নাম ॥

॥ ৮ ॥ সৌরভে শরীর যেন করিব মার্জ্জন।[৩৭]
বিচিত্র বসন পরি পরয় চন্দন ॥[৩৮]
সূর শশী সমুদয় বিধূন্ত নিকটে।
সীমন্তে সিন্দুর পরি তিলক ললাটে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল আদি নয়ানে আঞ্জন।
বেসর রঞ্জিত নাসা জড়িত রত্তন ॥
রাতুল তাম্বুল রাগে সুরঙ্গ[৩৯] অধর।
গীমে সপ্তছরি হার অতি মনুহর ॥
অঙ্গেত বলয়া আদি করেত কঙ্কন।[৪০]
ঝুনু ঝুনু বাজে কটি শুনিতে শোভন ॥[৪১]

৩৩। ইন্দ্র (বা. এ, ২-আ)।
৩৪। কদাচিতে (ড. শ.)।
৩৫। তোমার নিমিত্তে যতন করিয়া সর্বধা (বা. এ, ৩-আ)।
৩৬। তোমা লাগি সাধিয়াছে তপ একমনে (ড. শ)।
৩৭। সৌরভের কুঞ্জ করি শরীর মর্জ্জন (বা. এ, ৩-আ)।
৩৮। বিচিত্র বসন পরিল এখন চন্দন (ঐ)।
৩৯। সুবস (ঐ)।
৪০। অঙ্গদ বলয়াদি করেত ভূষণ (ঐ)।
৪১। ঝুনু ঝুনু বাজে কটি মুখের বচন (ঐ)।

নেপুর পায়রি আদি চরণে রঞ্জিত ।[৪২]
বার আভরণ[৪৩] নাম শুনহ নিশ্চিত ॥
আর বার আভরণ তনু লগ্ন হএ ।
বরবালা চিন হেন পণ্ডিতে বোলএ ॥

॥৯॥ বেদ পক্ষী বেদপশু ফল গোটা চারি ।
তেন মতে অনুমান পদ্মাবতী নারী ॥[৪৪]
চারি পশু চারি পক্ষী আর চারি ফল ।
এই দ্বাদশ চিহ্ন শরীরে সকল ॥[৪৫]
সিংহকটি গজগতি[৪৬] চিকুর চামরী ।
কুরঙ্গ নয়ানী[৪৭] রামা কহিল বিচারি ॥
গৃধিনীলাঞ্ছিত[৪৮] কর্ন নাসা শুকবর ।
নীলকণ্ঠ তাম্রচূড়া পিক কণ্ঠস্বর ॥[৪৯]
বিম্বফল অধর ডালিম্ব সুদর্শন ।
কুচ শ্রীফল জাঙ্গ কদলী লক্ষণ ॥
দ্বাদশ আভরণ যে এই দুইমত ।[৫০]
এবে শুন ষড়দশ সিঙ্গার বেকত ॥

৪২। নেপুর পাএজাব আদি চন্দন রঞ্জিত (ঐ)।

৪৩। বার আভরণ—নূপুর, কিঙ্কিনী, বলয়, অঙ্গুঠী, কঙ্কণ, অঙ্গদ, হার, কন্ঠশ্রী, বেসর, খুঁট, টীকা, সীসফুল। স্তবকে ধৃত বার আভরণ—বসন, চন্দন, সিন্দুর, তিলক, কুণ্ডল, অঞ্জন, তাম্বুল, হার, বলয়, বেসর, কটি-কিঙ্কিনী, নূপুর।

৪৪। চারি পশু চারি পশু ফল গোটা চারি। এই মত রূপাধার পদ্মাবতী নারী ॥ (বা. এ, ৩-আ)।

৪৫। "চারি পশু......সকল"—পূর্ববর্তী চরণদ্বয়ের পাঠভেদ বলে মনে হয়।

৪৬। গজকটি (বা. এ, ৩-আ)।

৪৭। কুরঙ্গ রমণী (ঐ)।

৪৮। গৃধিনী-লম্বিত (ঐ এবং ১৩১৪ সং)।

৪৯। নীলকন্ঠ গ্রীম আর আর কন্ঠস্বর (বা. এ, ৩-আ)।

৫০। দুই দশ আভরণ এই দুই মত (ঐ)।

॥১০॥ চারি দীর্ঘ, চারি লঘু, চারি স্থূল, ক্ষীণ।[৫১]
বরস্ত্রীর এই মত শরীরেত চিন॥[৫২]
দীর্ঘ কেশ অঙ্গুলী দীঘল গীম আঁখি।
দশন কপাল নাভি লঘু হোঁট[৫৩] দেখি॥
ক্ষীণ নাসা অধর আর যে কটি ক্ষীণ।
চতুর্থে উদর যেন নাহি অন্ত চিন॥
উরোজ নিতম্ব স্থূল আর ভুজ উরু।
বাখানিল ষড়দশ[৫৪] সিঙ্গার সুচারু॥
এই মতে সখী যদি সব বাখানিল।[৫৫]
ঈষদ হাসিয়া নৃপ পত্যুত্তর দিল॥
বার ষোল অঙ্গ লগ্ন বিধি দিছে যারে।
কি ফল তাহার যুক্ত মোর অলঙ্কারে॥
যার অঙ্গ দরশনে কনক শ্যামল।
রত্ন জিনি নখদন্ত অধর নির্মল॥
চন্দ্রের উদয়ে হএ[৫৬] উজ্জ্বল সংসার।
কোন আভরণ আছে শরীরে তাহার॥

৫১। চারি দীর্ঘ, চারি লঘু, চারি স্থূল ক্ষীণ (ড. শ)। মূল : "দীরঘ চারি, চারি লঘু, চারি সুভর ঔ খীন।" আমার গৃহীত পাঠ মূলানুগ।

৫২। চারি গুরু বরস্ত্রীর শরীরেতে চিন (ড. শ,)।

৫৩। হোঁট—ড. শ-র সংশোধন। পাণ্ডুলিপিতে সর্বত্র 'হেন' পাঠ পাওয়া যায়; কিন্তু হেন শুদ্ধ হতে পারে না, কেননা, তা হলে আমরা মাত্র তিনটি লঘু পাই। আমাদের প্রয়োজন চারিটি লঘুর।

৫৪। ষড়দশ সিঙ্গারের বর্ণনা জায়সীর স্ত্রী-ভেদ-বর্ণন-খণ্ডে আছে (শুক্লর চতুর্থ সং-এর ৪০ সর্গ, ৫ম স্তবক। জায়সীর মতে ষড়দশ সিঙ্গার হল, চারি দীর্ঘ—কেশ, করাঙ্গুলী, নেত্র, কন্ঠরেখা; চারি লঘু—দন্ত, কুচ, ললাট, নাভি; চারি স্থূল—কপোল, নিতম্ব, জংঘা, ভুজদণ্ড; চারি ক্ষীণ—নাসিকা, অধর, পেট, কটি।

৫৫। এ বার আভরণ যদি বাখানিল (ড. শ.)। আমার গৃহীত পাঠ বা. এ, ৩-আ পুথির।

৫৬। মাত্র (বা. এ, ৩-আ)।

॥ ১১॥ সখী বলে যেই আজ্ঞা কৈলা নৃপমণি।
সহজে সুন্দরী বালা ত্রৈলোক্য-মোহিনী ॥
কিন্তু বিবাহের কার্যে আছে শাস্ত্ররীত।[৫৭]
শরীর মাজিবে[৫৮] তৈলে হরিদ্রা মিশ্রিত ॥
তেকারণে কন্যার অলঙ্কার উত্তরিয়া।
পুনি পুনি সুসৌরভে শরীর মাজিয়া ॥
রাজরীতি[৫৯] পরাইয়া রত্ন আভরণ।
আমি গিয়া কন্যা আনি কর শান্ত মন ॥[৬০]
নৃপতিরে এতেক কহিয়া সখীগণ।[৬১]
তুরিত গমনে গেল কন্যার সদন ॥[৬২]
করজোড়ে বলে রানি, শুনহ বিনতি।[৬৩]
শয্যার উপরে একেশ্বর নরপতি ॥[৬৪]
হেরএ তোমার পন্থ হই হতচিত।[৬৫]
কলানিধি ভাবে যেন চকোর চকিত ॥[৬৬]
যেই প্রাণ[৬৭] দেয় এক ভাবে হই লীন।
সর্বথায় উচিত[৬৮] শোধিতে তার ঋণ ॥

৫৭। যেন রীত (ঐ)।
৫৮। মাজিলে (ঐ)।
৫৯। রাজনীতি (ঐ)।
৬০। স্থির কর মন (ড. শ)।
৬১। নৃপতিরে এতেক কহিয়া নৃপেশ্বর (বা. এ, ৩-আ)।
৬২। তুরিত গমনে গেল কন্যার গোচর (ঐ)
৬৩। মিনতি (ড.শ)।
৬৪। শয্যার উপরে আছে একা স্থির নৃপতি (বা. এ, ৩-আ)
৬৫। হই হতরীত (ঐ)।
৬৬। চকোর-চরিত (ঐ)।
৬৭। যেই প্রাণী (ড. শ,)।
৬৮। সর্ব্বথা উচিত হএ (বা. এ, ৩-আ)।

ভুখিলেরে তুরিতে তুষিহ অন্নদানে।
কিবা ভাব ভোজন-সময় অবসানে ॥[৬৯]

॥ ১২ ॥ পদ্মাবতী বলে সখী শুনহ নিশ্চয়।
যে কিছু কহিলা তুমি মোর মনে লয় ॥
কিন্তু স্বামী-সেবা না করিছি কোন দিন।
না জানিল স্বামীরে[৭০] আপনা কিবা ভিন ॥
যৌবন-বৈভব গর্বে পাছে না চিন্তিল।[৭১]
প্রভু জিজ্ঞাসিলে কি বলিব না ভাবিল ॥[৭২]
এবে প্রভু জিজ্ঞাসিলে রহস্য সকল।[৭৩]
না জানি কি হএ মুখ রাতুল পিঙ্গল ॥[৭৪]
তেজস্বী অরুণ স্বামী আমি কমলিনী।
উচিত প্রভুর তরে[৭৫] কি হয় না জানি ॥

॥ ১৩ ॥ সখী বলেঃ শুন রাণী মোর নিবেদন।
রমণী নির্মিল প্রভু পুরুষ কারণ ॥[৭৬]
পুরুষ নারীর যদি প্রেম না লাগিত।
ত্রিভুবনে জীবজন্তু কিছু না রহিত ॥[৭৭]

৬৯। অর্থ—ক্ষুধার্থকে সময়মত অন্নদান না করলে, ভোজন-সময় শেষ হলে কোন শুভ ভাব মনে জাগতে পারে কি? ডঃ শঃর সংশোধিত পাঠ অর্থহীন—"কিবা ভাল ভোজন সময় আসনে।"

৭০। না চিনি সোয়ামী (বা, এ, ৩-অ)।

৭১। যৈবন বৈভব গর্ব পাছে না চিন্তিলুম (ঐ)।

৭২। প্রভু জিজ্ঞাসিলে পাছে মুই না চিন্তিলুম (ঐ)।

৭৩। প্রভু জিজ্ঞাসিলে সব রহস্য সকল (বা, এ, ২-আ)

৭৪। মূলঃ "কস মুখ হোইহি পীতে কি রাতা"—আমার মুখে কি রং জাগবে—পীত না রক্ত?

৭৫। তলপে (বা. এ, ২-অ)।

৭৬। "সখী বলে......কারণ" এ চরণ দুটি বা. এ, ৩-আ পুথিতে নেই।

৭৭। রাখিত (বা এ, ২-আ)।

পুনি বলে[৭৮] স্বামীর আরতি হৈব যবে।
নিজ মন-ইচ্ছায় রহিতে নারী তবে॥
ভক্তি ভাবে এক চিত্তে[৭৯] রাখি প্রেম-রস।
নিশ্চয় জানিবা প্রভু ভকতির বশ॥
মনের ভরম ভাঙ্গি এক মন।[৮০]
যাহারে আপনা দিবা সেই সে আপন[৮১]॥
বরবালা হৃদএ সে থাকএ তাবত।
প্রেম-রসে রতি[৮২] নাহি মিলএ যাবত॥
রসে বস করে প্রভু ভাবে হৈয়া লীন।
স্বামী সে আপনা জান[৮৩] আর সব ভিন॥
প্রথম সংগ্রাম মনে কেবা ভয় ধরি।[৮৪]
ভোমরার ভারে কভু না টুটে মঞ্জরী॥
লৈতে পাঠাইল যদি[৮৫] আদেশ না মেট।
তনু মন যৌবন[৮৬] লৈয়া চল ভেট॥

॥ গীত ॥

(গীত দক্ষিণাস্ত শ্রীরাগ চৌক এক তালি।)

তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ান যুগে
কামিনী-মোহন-কটাক্ষ হীন ভেল।

৭৮। সখী বলে (বা. এ, ৩-অ)।
৭৯। প্রেম চিত্তে (ঐ)
৮০। মনত ভমর ভাঙ্গি হএ একমন (ঐ)
৮১। হইব আপন (ড. শ.)
৮২। পতি (ঐ)
৮৩। আপনা হৈব (বা. এ, ৩-আ)
৮৪। প্রেমের সঙ্গম ভয় কেবা মনে ধরি (ড. শ)।
৮৫। যবে (বা. এ, ৩-আ)।
৮৬। তেন মতে যৌবন (ঐ)। মূল: "তন মন জীবন সাজি কৈ দেই চলী বেই ভেঁট।" সুসজ্জিত হয়ে তিনি চললেন তনু মন যৌবন ভেঁট দেবার জন্য।

প্রেমামদে বিহ্বল সতত বহএ লোর
অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি হরি গেল ॥
চল চল প্রভুর সে তলপে আরতি
পতি গতি অতি অল্পে। ধুয়া ॥
চন্দন চন্দ্রশীতল মলয়ানিল ছল
সৌরভ বিশিখ খরতর লাগে।
ভ্রমর কোকিল রব শুনত পরাভব
মন্মথ-বাণ আনল উপর জাগে ॥
কিঞ্চিত প্রাণ ঘটে আছেএ ধুকু ধুকু
তুয়া আশ্বাস বচনএ আশে।
শ্রীযুত মাগন রসিক সুনায়ক
আরতি করিয়া আলাওলে ভাষে ॥[৮৭]

॥১৪॥ পদ্মিনীর গমন নির্মল করি জিনি।
ধীরে ধীরে পতি পাশে চলিল কামিনী ॥

৮৭। হবীবী প্রেসের ১৩১৪ ও ১৩১৭ সংস্করণের পাঠ কথঞ্চিৎ সংশোধন ক'রে ডক্টর শহীদুল্লাহ যে পাঠ নির্মাণ ক'রেছিলেন, তা নিম্নরূপ:
"তুয়া পদ হেরইতি (হেলাইতে—হ.) রাতুল যুবতী (যুগল—হ.) কামিনী
মোহন কটাক্ষে হীন ভেল।
প্রেম মদে বিভোল সতত বহয় লোর অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি হরি গেল।
চল চল প্রেম প্রভুর সে তল্‌পে (সতল্‌পে—হ.) আরতি গতি মতি পতি
অতি অল্পে। ধুয়া।
চন্দন চন্দ্র কিরণ (চন্দ্রাসন—হ,) মন আনল সমান (মন আনিল সমন—হ,
সৌরভ বিশিখ তব লাগে (সুরিখ তর রাগে—হ,)।
ভ্রমর কোকিল রব, শুনি অতি পরাভব মন্মথ-বাণ আনল পর জাগে ॥
কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে আছে ধূকধুক তুয়া আশ্বাসে।
শ্রীযুত মাগন রসিক সুজন আরতি বিহীন আলাওলে ভাষে ॥"

সুচরিতা সখীগণ[৮৮] আগে পাছে হৈয়া।
নৃপতি নিকটে আইল পদ্মাবতী লৈয়া॥
হাসিয়া কহিল সখী পরিহাস্য ছলে।
গুরু-রক্ষা আইল যোগী তপস্যার ফলে॥[৮৯]
ভস্ম কুরকুট[৯০] সিদ্ধি শরীর মাঝার।
মলিন হৈবে চন্দ্র পরশে[৯১] তোমার॥
পদ্মাবতী নারী জান নির্মল যে গঙ্গা।
তার যোগ্য হৈব নাকি যোগী ভিক্ষা-মাঙ্গা॥[৯২]
নিকটে আইল গুরু মায়া করি মনে।
ভক্তি ভাবে উঠিয়া লাগএ চরণে॥[৯৩]
গোরক্ষ[৯৪] সাক্ষাতে দেখি খণ্ডিল সমাধি।
তপস্যার ফলে পাইল সুধা-রস নিধি॥

॥ ১৫ ॥ করে ধরি নিল কন্যা শয্যার উপর।
লাজে অধঃমুখী রহে[৯৫] ঘোঁঘট অন্তর॥
মিনতি করয় নৃপ শুন প্রাণ প্রিয়া।[৯৬]
দয়াল চরিতে বেনে কঠিন সে ক্রিয়া॥[৯৭]

৮৮। নারীগণ (বা, এ, ৩ আ)। মূল: "সখী তেরাঈন"— নক্ষত্ররূপ সখীগণ।

৮৯। ভিক্ষা-মাঙ্গা-ছলে।

৯০। কালকূট (হ)। মূল 'কুরকুটা'।

৯১। পরাসে (হ)।

৯২। মূল: 'যোগী ভিখ মাংগা।'

৯৩। ভক্তিভাবে কোলে উঠ না লাগ চরণে (হ)। মূল: "আবাগুরু পায় উঠি লাগৈ"—গুরু এসেছেন, উঠে তাঁর পদধারণ করয়।

৯৪। গুরুর (বা, এ, ৩)।

৯৫। লাজে হেঁটমুখী হই (ঐ)।

৯৬। বিনতি করয় নৃপ শুন নৃপ প্রিয়া (ঐ)

৯৭। [দ]য়া[ল] চরিত কেনে কঠিন যে মায়া (বা, এ, ২-আ); দয়াল চরিত কঠিনতা ক্রিয়া (হ)।

তোমা লাগি রাজ্য তেজি করি প্রাণপণ।
অতি তপ ফলে হেই পাই দরশন ॥[৯৮]
এখনে উচিত নহে বদন গোপন।
প্রেম রসে কহ কথা জুড়াক শ্রবণ ॥
প্রিয় বাক্য বুলি মনে না আইসে যবে।[৯৯]
কঠিন বচনে এক গালি দেও তবে ॥
তিক্ত কটু ঔষধ সংযোগে ব্যাধি যায়।[১০০]
তপ্ত জল পরসনে অগ্নি শান্তি পায় ॥
ঈষৎ হাসিয়া কন্যা কহে মধুস্বরে।
না ধর ভিখারী যোগী রাজকন্যা করে ॥
তপস্যা অন্তরে কুরকুট সম কায়া।[১০১]
রাজকন্যা অঙ্গে না পড়ুক[১০২] যোগী ছায়া।
দ্বারের বাহিরে থাকি না মাঙ্গিয়া ভিক্ষা।
স্বর্গে উঠি মাগিতে যোগী করিয়াছ শিক্ষা ॥[১০৩]
নৃপ অন্তঃপুরে যোগী রহিতে না পারে।
ভিক্ষা মাগি লও গিয়া দ্বারের বাহিরে ॥[১০৪]

॥ ১৬ ॥ নৃপ বলে তোমা লাগি প্রাণের ঈশ্বরী।
রাজ্যপাট তেজি সত্য হইলুঁ ভিখারী ॥
ঘর দ্বারে ভিক্ষা মাগি না পাইলুঁ যবে।
চোর মত সিন্ধ দিয়া সামাইল তবে ॥

৯৮। অতি ফলে পাইল তোমার দরশন (হ)।

৯৯। প্রিয় বাক্য বলিতে মনেতে নাহি যবে (হ)।

১০০। তিক্ত বস্তু ঔষধ ভক্ষণে ব্যাধি যায় (হ)।

১০১। তাপস অন্তরে কালকূট সর্পকায়া (রা. এ, ৩-আ)।

১০২। লাগুক (ঐ)।

১০৩। ঘরে উঠি মাগিতে করিছ যোগ শিক্ষা (হ)। মূল: "মাগৈ আই সরগ পর সীখা"—স্বর্গে এসে ভিক্ষা চাইতে শিখেছ।

১০৪। মূল: "জোগী ভিখারি কোঈ মঁদির ন পৈঠৈ পার। মাঁগি লেহু কিছু ভিছা জাই ঠাঢ় হোই বার॥"—যোগী ভিখারী কেউ এ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। অলপ্ত কিছু ভিক্ষা নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক।

প্রাণ লৈতে[১০৫] গেল নৃপ সাজিয়া নিকট।
তোমার প্রসাদে আমি তরিল সঙ্কট ॥[১০৬]
তাহার অধিক মোর সঙ্কট এখন ॥
বিনি অপরাধে গুপ্ত করহ[১০৭] বদন ॥

॥ ১৭ ॥ কন্যা বলে যেবা মন বান্ধি গেলা যোগে ॥
তার কোন কার্য আছে[১০৮] সংসারের ভোগে ॥
যোগী হৈলে অনাহারে থাকে সর্বক্ষণ।[১০৯]
স্বপ্নে নাহি হেরে যোগী রমণী-বদন ॥
প্রচণ্ড তপন তেজ যোগীর শরীরে।
সমস্বর নহে সিন্ধু যোগী কলেবরে ॥[১১০]
যোগী ভোগী মিশ্রিত না হএ কদাঞ্চিত।
নিশীদিনান্তর দহে হিমাংশু আদিত ॥[১১১]
ছলযোগে ঠগে যোগী টলএ ধনি মন[১১২]
এহি মতে সীতা দেবী হরিল রাবণ ॥[১১৩]

॥ ৮৮ ॥ নৃপ বলে অনাহারে থাকয় তাবত।
সিদ্ধি হেন পদ যোগী না পায় যাবত ॥

১০৫। লৈয়া (বা. এ, ৩-আ)।

১০৬। তোমার প্রসাদে সেই এড়াইল সঙ্কট (ঐ); তোমার প্রভাবে আমি তরিল সঙ্কট (হ)।

১০৭। লুকায় (বা. এ, ৩-আ)।

১০৮। তার কার্য্য কোন আছে (বা. এ, ৩-আ)।

১০৯। অনুক্ষণ (ঐ)।

১১০। সোমরস সিঞ্চার যোগীর কলেবরে (ঐ); সমসর নহে বিন্দু যোগী কলেবরে (হ)।

১১১। নিশি দিনান্তরে যেন হিমাংশু আদিত (হ)।

১১২। ছলে যোগে ঠগ যোগী টলে নিঘু মন (ঐ)।

১১৩। মূল: "এহি ভেখ রাবণ সিয় হরী"—এদের ছদ্মবেশেই রাবণ সীতা অপহরণ করেছিল।

সিদ্ধি পদ পাইলে যোগী ভোগী নাহি চিন।
সর্বত্রে আপনা তার[১১৪] কেবা আছে ভিন॥
যে বুলিলা সুর শশী নিশি দিনান্তর।
অর্ক জ্যোতে চন্দ্রের উজ্জ্বল কলেবর॥
চন্দ্র সূর্য্য শিব শক্তি কিবা তারা ভিন।
পূণ্য[১১৫] দরশন হএ পৌর্ণমাসি দিন॥
শিবশক্তি মিলিলে যে সিদ্ধি হএ কায়।
শক্তি বিনে শিবশক্তি সব শঙ্কা পায়॥[১১৬]
যে কহিলা ছল যোগে ঠগে যোগীগণ।[১১৭]
তুমি বিনে আর কিছু নাহি মোর মন॥
আপনাতে পুছ সত্য ভাব কিবা ছল।
ছল বৃক্ষে কভু না ধরয় সিদ্ধি ফল॥[১১৮]
সীতা দেবী রাবণেরে কৈল ভিক্ষা দান।
তুমি সে নিঠুর অতি লুকাও বয়ান॥
দূর হন্তে অলি আসি[১১৯] কমল সম্পাস।
ভ্রমর নিছনি যায় পদে দেয় বাস॥
তোমার আমার প্রেম আজুকার নয়।
মনেত স্মরণ কর পূর্ব পরিচয়॥
গোপতে একাঙ্গ ছিল বেকত দুই অঙ্গ।
মনের ভরমে মনে হএ রঙ্গ ভঙ্গ॥

১১৪। ভাবে (হ)।

১১৫। পূর্ণ (হ)।

১১৬। শক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন যে শিবশক্তি, তা সর্বদাই শঙ্কিত, অর্থাৎ তার কোনও মূল্য নেই। পাঠান্তর: শক্তি কার বিনে শিব সংখ্যা নাহি পায় (হ. ১৩১৪); শক্তি করে বিনে শিব সব সংখ্যা পায় (হ, ১৩১৭)।

১১৭। যে কহিলা ছলে গুরু ঠগে যোগীগণ (বা. এ, ৩-আ)।

১১৮। বৃক্ষফল (বা. এ, ৩-আ)।

১১৯। দুরান্তরে অলি আসি (ঐ)।

॥ ১৯ ॥ বিহসি[১২০] কহিল ধনী শুন প্রাণ পিউ।
ভাব-রস বাক্য মোর ভুলাইল জিউ ॥[১২১]
সেই ভাবে ভুলি কল্য তন মন দান।
নিশ্চয় জানিল মোর তোমাতে পরাণ ॥[১২২]
শুক মুখে শুনিয়া হৈল তোমা বশ।[১২৩]
দেখি যা ভুলিলুঁ সব[১২৪] ভাব গুণ রস ॥
কি জানি মোহিনী দিয়া বন্দী কৈলা মন।
শয়ন জাগরণে[১২৫] তিল নাহি বিস্মরণ ॥
বিনি জলে মীন যেন হৈল মোর জিউ।[১২৬]
জপিল চাতক, প্রায় মনে পিউ পিউ ॥[১২৭]
চকোরের মত নিশি নিদ্রা নাহি আঁখি।
প্রত্যয় না হৈলে তোমা মন মোর সাক্ষী ॥
তোমা ভাবানলে হৈল মোর হৃদে প্রেম।[১২৮]
দাহনে দহনে হএ বাণ বৃদ্ধি হেম ॥
কোটি কোটি পাষাণ হেরএ দিনপতি।
শুভে যারে হেরে সেই হএ রত্নমতি ॥[১২৯]
অরুণ উদয়ে হএ কমল প্রকাশ।[১৩০]
নহে কোথা অলি কোথা মকরন্দ বাস ॥

১২০। বিকাশি (ঐ)। মূল : বিহসি।
১২১। ভাব-রস-বাক্যে মোর জুড়াইল জিউ (হ)।
১২২। বা. এ, ৩-অ—পুথিতে চরণদ্বয়ের পাঠ : "নিশ্চয় জানিল মোর করগত তোর প্রাণ। সেই ভাবে ভুলি কইলুম তন মন দান।"
১২৩। শুক মুখে শুনিয়া পড়িলুম তোর বসে (ঐ)।
১২৪। ভুলিলুম শত (ঐ)।
১২৫। সহ জাগরণে (ঐ)।
১২৬। হৈল প্রাণ পিউ (ঐ)।
১২৭। জপিত চাতকপ্রায় মন হৈল জিউ (ঐ)।
১২৮। তোর হৃদে ভুলাইল মোর হৃদে প্রেম (বা. এ, ৩-অ)।
১২৯। হএ রত্ন জ্যোতি (ঐ)।
১৩০। অরুণের উদয়ে সে কমল প্রকাশ (হ)।

সেই অগ্নি মোর হৃদে হৈল প্রবল।
তোমা বশীভূত যত পুড়িল সকল॥
মন আঁখি ছিল মোর তোমার ধেয়ানে।[১৩১]
বেকত না কৈলুঁ লোক-চর্চার কারণে॥
গোপত সুধীর ভাব[১৩২] বেকত পাইল।
তন মন যৌবন[১৩৩] সকল সমর্পিল॥
এ বলিয়া মুখের ঘোঁমট দূর করি।
পতি পদে শির দিয়া রহিল সুন্দরী॥

॥ ২০ ॥ সত্বরে তুলিয়া নৃপ কোলে বসাইল।
নয়ানে বয়ানে[১৩৪] চুম্বি ললাট ঘ্রাণিল॥
যোগানলে জ্বালাইয়া মৃত্যু অবধান।[১৩৫]
অধর অমৃত পানে হৈল[১৩৬] সঞ্জীবন॥
ভুজে বান্ধি[১৩৭] আলিঙ্গিয়া অতি অনুরাগে।
একত্রে লাগিল[১৩৮] যেন কনক সোহাগে॥
রতিশাস্ত্র-জ্ঞাতা দুই ভুলি রতি রসে।
রয় বিবিধ কেলি অশেষ বিশেষে॥
উরে উরে লাগাইয়া শুতিল শয়নে।
যেন পক্ষী ধরি নখে বিন্ধয় শাসনে॥[১৩৯]

১৩১। সতত মানস-আঁখি ছিল তোমা ধ্যানে (হ)
১৩২। সপ্রেমভাব (বা. এ, ৩ আ)
১৩৩। তনু প্রাণ যৌবন (ঐ)।
১৩৪। নয়ানে নয়ানে (ঐ)।
১৩৫। যোগানলে জ্বলি ছিল মৃত্তিকা মদন (হ)।
১৩৬। হৈব (বা. এ. ৩-আ)।
১৩৭। ভরি (ঐ)।
১৩৮। জাগিল (ঐ)।
১৩৯। এ পাঠের স্পষ্ট অর্থ হয় না।

কঠিন হিয়ার তুই শ্রীফল কঠিন।
গড় আলিঙ্গনে রহে কাঙ্গুরার[১৪০] চিন ॥
ক্ষেণেক দক্ষিণে বামে ক্ষেণে উর্ধ্ব অধে।
তুহু মিলি[১৪১] উলটে পালটে রতি যুদ্ধে ॥
সঘন চুম্বন ক্ষেণে ক্ষেণে মধু পান।
নানামতে রস কেলি কৈল সমাধান ॥
রতি রসে বিভোর হৈয়া তুই জন।
দূর হৈল অঙ্গ হৈতে লজ্জার বসন ॥
দায় পাই ধরি মাল্য গ্রীবাত বন্ধন।[১৪২]
ভেদিল রসের ঘর সুধার সন্ধান ॥
অভেদিত মুক্তা যদি করিল বিন্ধন।[১৪৩]
অত্যন্ত হরিষে নৃপ ধরিলা নাচন ॥[১৪৪]
চৌরাশী প্রকার বন্ধ নৃপ জানে ভাল।[১৪৫]
নানা ছন্দে নৃত্য করে উঠে নানা তাল ॥[১৪৬]
চৌক এক তালি নাট[১৪৭] প্রচলিত কাম।
উরে উরে লাগাইয়া নৃত্যের বিরাম ॥
রতিরণে আবরণ বেশ গেল দূর।
বিথুরিল সুন্দরীর শীসের সিন্দুর ॥[১৪৮]

১৪০। পত্নুতর (বা. এ, ২-আ); পত্নু উরে (হ)।

১৪১। তুই মল্ল (বা. এ, ২-আ)।

১৪২। দায় পাই ধরি মল্লে গ্রীবাতে মৃণাল (হ)।

১৪৩। সুধীর সন্ধান (হ)।

১৪৪। লইল নাচন (বা. এ, ২-আ) ধরিলা চরণ (বা. এ, ৩-আ); মূল: খুঁদহিঁ (শুক্কুর পাঠ)—অর্থাৎ নৃত্য করলো। পাঠান্তরে পাই "কুঁজহি" অর্থাৎ কুঞ্জন করলো।

১৪৫। মূল: "চৌরাসী আসন বঁধ জোগী"—"চুরাশী আসন বন্ধনে দক্ষ যোগী"। এ পাঠটি ভগবানদীনের। শুক্কুর পাঠে "বঁধ" স্থানে 'পর' আছে।

১৪৬। চরণের তাল (বা. এ, ৩-আ)।

১৪৭। একপ্রকার নৃত্যের তাল। বা. এ, ৩-আ-র পাঠ—"চোক এক নাম ডাক"।

১৪৮। বিথুরিত শ্রীমন্‌সের (সীমন্তের) মিঠাল সিন্দুর (হ)।

মিটিল আন্‌জন দুই নয়ান চুম্বনে।
খণ্ডিল অধর রাগ সুধারস পানে॥
কুচ গিরি হস্ত কষণী টুটিল।[১৪৯]
কর-নিবারণে রত্ন বলয়া লুটিল॥
সিংহ দর্পে[১৫০] করিকুম্ভ করিতে বিদার।
টুটিলেক রত্নময় সপ্তছরি হার॥[১৫১]
সিংহগতি ময়মত্ত যৌবন ধ্বংসিল।[১৫২]
রস ঘর ভেদিতে সসৈন্য ভঙ্গ দিল।
বিরহে রসের স্থলী উরু কটি দেশ।[১৫৩]
কুচকূট গ্রীবা ধরণী-স্তম্ভ বিশেষ॥[১৫৪]

॥ ২১ ॥ প্রথমের সংগ্রামে সমর্থ পতি অতি।
রতি শ্রম-যুক্ত বালা করএ কাকুতি॥[১৫৫]
পিউ পিউ রব কণ্ঠে বিরস অধর।
নিঠুর হৃদয় পতি সহজে পামর॥
বারেক করহ দয়া কৃপাল চরিত।[১৫৬]
পর দুঃখে নিজ সুখ না হয় উচিত॥

১৪৯। কুচগিরি চুম্বে এক সকল ছুটিল (হ)।

১৫০। সিংহ পদ (বা. এ, ৩-আ)

১৫১। টুটি গেল রত্নমণি সপ্তছরি হার (হ)।

১৫২। সিংহগতি (বা. এ, ৩-অ); সিংহ মতে (বা. এ, ২-আ)।

১৫৩। বিরহে বাসরস্থলী উরু কটি দেয়া (হ)।

১৫৪। সংশোধিত পাঠ। বিভিন্ন পাঠঃ কুচ কণ্ঠ গ্রীবা করে নিতম্ব বিশেষ (হ); কুচকূট গ্রীবাধর নিতম্ব বিশেষ (বা. এ, ৩-আ)।

১৫৫। মুদ্রিত পুথিগুলিতে এবং কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে আমার নির্ধারিত "প্রথমের... কাকুতি" এ দুটি চরণের পরিবর্তে পাই: 'চির উপবাসী নৃপ কামে হতমতি। প্রথমের সংগ্রামে সমর্থ পতি অতি। অষ্ট স্থল ফিরিয়া ভাবেত ভুঞ্জয় রতি। রতি-শ্রম যুক্ত বালা করএ কাকুতি॥"

১৫৬। টুটেক করহ দয়া দয়াল চরিত (হ); টুটেক করহ কৃপা কৃপাল চরিত (বা. এ, ৩-আ)।

ক্ষুধার্ত হইলে দুই হস্তে কেবা খায়।
মন্দ মন্দ দ্রবণে [১৫৭] ইক্ষুর রস পায়॥
প্রথম সংগ্রামে বালা সহজে কমলী।
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন লবণ পুতলি॥
করে নিবারয় মুখে তাম্বুল আগর।[১৫৮]
মায়া করি নৃপে তুলি লাগাইল কর॥[১৫৯]
চক্ষে মুখে চুম্বিয়া বুলাই পৃষ্ঠে হাত।
আলিঙ্গিয়া প্রিয় বাক্যে [১৬০] তুষিলেক নাথ॥

॥ ২২ ॥ বীজনী লৈয়া অঙ্গ ব্যজয় নৃপতি।[১৬১]
বিপরীত রতি আশে করয় কাকুতি॥[১৬২]
শুন প্রিয়া ভুখিতের কৈলে অন্নদান।
ষট্‌রস পূর্ণ হৈলে সন্তোষ পরাণ॥
এক রস ঊনা হৈলে আত্তি না পুরয়।[১৬৩]
সেই সে চতুর যেই বুঝএ সময়॥
এত বলি লাজে চক্ষু ঝাঁপি দুই করে।
অধঃমুখে কহে কথা মিলি পতি উরে॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া নৃপ শয়নে শুতিল।
মিনতি করিয়া কন্যা পদ পরসিল॥
একত্রে হইলে দুই মদন মুরতি।
লাজে সৈন্য ভঙ্গ করি কামে [১৬৪] হৈল মতি॥

১৫৭। চাপনে (হ)।
১৫৮। তাম্বুল উদ্‌গার (বা. এ, ৩-অ।)
১৫৯। মায়া করি নৃপ তুলি লাগাইল উরে (হ)।
১৬০। আলিঙ্গনে প্রিয় বক্ষে (বা. এ, ৩-অ।)।
১৬১। বিচন লইয়া অঙ্গ বিচয় নৃপতি (ঐ)
১৬২। করএ মিনতি (হ)।
১৬৩। ষটরস পূর্ণ হৈলে আত্তি না পুরয় (বা, এ ৩-অ।)।
১৬৪। রসে কৈল (ঐ)।

বিপরীত রমণ সহজে মহারস।
রতি রসে কৈল সতী পতি অতিবশ॥
মুখচন্দ্র হেরি পয়োধরে দিল [১৬৫] হাত।
রসোদধি ডুবিয়া অস্থির প্রাণনাথ॥
নেপুর নিঃশব্দ হৈল সুশব্দ রসন।
গলিত কুণ্ডল বাস স্খলিত বসন॥
রতি বিপরীত হৈল কাল বিপরীত।[১৬৬]
একত্রে গ্রহণ হৈল চন্দ্রমা আদিত॥
সঘন মেদিনী কাম্পে বাউ খরতর।
উলটিয়া রহিল সমেরু ধরাধর॥
মেমারম্ভ হইয়া [১৬৭] করিল অন্ধকার।
শ্রমজল [১৬৮] সতত বরিখে বৃষ্টিধার॥
শিরের মুকুতা পুষ্টা পড়িল ছিড়িয়া।
খসিল তারকা যেন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া॥[১৬৯]
শরীর দোলনে কেশ দোলয় সদায়।
বেশর ঝলকে বিন্দু চমকিত প্রায়॥[১৭০]
কেশ নিবারিয়া মুখ করিতে প্রকট।
বেশরের মুক্তায় বাধিল কণ্টক॥[১৭১]

১৬৫। দিয়া (বা, এ, ৩-আ)।

১৬৬। 'রতি বিপরীত...বাউ খরতর'' পর্যন্ত বা. এ, ৩-আ পুথিতে নেই। সেখানে আছে "রতি বিপরীত হৈল সুমেরু ধরাধর''—লিপিকর প্রমাদে দুটি চরণের পাঠ মিশ্রিত হয়ে একটি অর্থহীন পাঠ নির্মিত হয়েছে।

১৬৭। করিয়া (হ)।

১৬৮। ঘর্মজল (বা. এ, ৩-আ)।

১৬৯। খসিল তারক তা'র স্বর্গ ভষ্টাইয়া (ঐ)।

১৭০। বেশর ঝলকে বেশ চমকি লুকায় (ঐ)।

১৭১। বেশরের মুক্তায় বাজিল এক গোঁটি (হ)।

চারিচক্ষে সমযুক্ত হইতে দম্পতি।[১৭২]
লজ্জায় পতির উরে লুকায় যুবতী॥

॥ ২৩ ॥ উলটি পালটি দুই করে কামরঙ্গ।
আছিল অনেক কথা বহুল প্রসঙ্গ॥[১৭৩]
খেনেক পুরুষ হএ খেনেক কামিনী।
কামরঙ্গে[১৭৪] ভঙ্গ দিল মদন বাহিনী।
রস সরোবরে ডুবিয়া দুই জন।[১৭৫]
ঘট যুগ পূর্ণ কৈল[১৭৬] রসের জীবন॥[১৭৭]
শ্রীযুত মাগন ধীর মহা বিদগ্ধ।
রতিরঙ্গ নবরসে অতি বিশারদ॥
রতি কলা নির্বাহিতে সরস অন্তর।[১৭৮]
বরবালা মুখ মাঝে কমল[১৭৯] ভ্রমর॥
শিরে ধরি তান আজ্ঞা মালতীর মালে।[১৮০]
সরস পয়ার কহে হীন আলাওলে॥

---

১৭২ "চারিচক্ষে.. দম্পতি"—এ চরণের পূর্বে আরও দুটি চরণ পাওয়া যায়: "গরুড়ে সুমুখে পাই নাগিনী ধরিল। চঞ্চুর চাঁপনে কিবা ডিম্ব নিকালিল।" —এখানে দ্বিতীয় চরণটি অত্যন্ত কদর্য এবং ভাষা দৃষ্টে মনে হয় কোনও দোভাষী পুথির লিপিকরের সংযোজন। প্রথম চরণটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করছে বলে এটাকেও বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছি।

১৭৩। 'ভুজে বিন্দি (বান্ধি) করে নৃপ গড়ে আলিঙ্গনে। উলটি পালটি দুই করে রতি রণ।" (হ)।

১৭৪। অতি যুদ্ধে (হ)।

১৭৫। রসময় সাগরে ডুবিয়া দুই জন (হ)।

১৭৬। হৈল (হ)।

১৭৭। "ঘটযুগ পূর্ণ......জীবন"—এই চরণের পরে দোভাষী পুথির ভাষায় অর্বাচীন দুটি চরণ আছে, 'ঘটেতে না আটে রস চুয়াইয়া পড়ে। রসভরে দুইজনে শয্যাতলে গড়ে॥"

১৭৮। কেলিকলা স্থির চিতে পরম অন্তর (হ)।

১৭৯। নাগর (বা. এ, ৩-আ)।

১৮০। "শিরোপরি চলে অঙ্গ মালতীর মালে" (ঐ)।

লাচাড়ী : রাগ দীর্ঘ ছন্দ

।২৪।। রসসিন্ধু সঞ্চারিয়া[১৮১] অতি বড় শ্রান্ত হৈয়া
দুইজন শুতিল শয়নে।
শীতল বসন বেশ শরীরে ঝাপিল কেশ
নিদ্রা আসি ব্যাপিল নয়নে ।।
বাম হস্তে উরু মিলি বরবালা তাহে তুলি
উরে উরে বদনে বদনে।
আর ভুজ উরে দিয়া মৃদু তনু আবরিয়া
সুখে নিদ্রা গেল দুই জনে ।।
দুই অঙ্গ একাকার মাঝে নাহি বস্ত্র হার[১৮২]
চারি ভুজে অধিক বান্দিয়া।[১৮৩]
চাহিতে কটাক্ষহীন দুই পল ছিল ভিন
নিদ্রামদে একত্র জড়িয়া ।।
হেনকালে তাম্রচোরে সঘন হাঙ্কার করে
বনে বনে কোকিল[১৮৪] কূজিত ।
বিরল নক্ষত্রগণ চকিত হরিষ মন
চম্প পাশে চম্পক লুকিত ।।[১৮৫]
চন্দ্র প্রভাহীন দেখি মুদিত কুমুদ আঁখি[১৮৬]
প্রকাশিত কমল বদন।
কুহরয় পিক[১৮৭] রাজে[১৮৮] কামের কর্তাল বাজে[১৮৯]
করে কাক কা কা বিরটন ।।

১৮১। সান্তরিয়া (বা. এ, ২-আ)।
১৮২। মাঝে নাহি বস্ত্র আর (হ); মাথে নাহি বস্ত্র হার (বা. এ, ৩-আ)।
১৮৩। বিন্ধিয়া (হ); ভিড়িঙ্গ (বা. এ, ৩-আ)।
১৮৪। বুলবুলে (হ)।
১৮৫। দুঃখিত (হ)। সর্প পাশে পেচক লুকিত (বা. এ, ৩-আ)।
১৮৬। মুদিল কমল পাখী (ঐ)।
১৮৭। অলি (বা. এ, ২-আ)।
১৮৮। গুঞ্জয় গজরাজ (বা. এ, ৩-আ)।
১৮৯। পাঠ সংশোধন করা হয়েছে। তমিনাথ অর্থ চন্দ্র। বিভিন্ন পুথিতে পাঠ পাওয়া যায়—"ক্ষুদ্রতম হীন জ্যোতি", "ক্ষুদ্রত মলিন জ্যোতি" এবং "ক্ষুদ্র তমলিন জ্যোতি।"

ক্ষুদ্র তমিনাথ[১৯০] জ্যোতি দীপ প্রভাহীন অতি[১৯১]
চারি ঠাঁই[১৯২] পক্ষী রব করে।
স্ত্রীয়ার গীমের মূর্তি শীতল লাগএ অতি
পান রাগ দোসর অধরে ॥
প্রভাত সময় লখি নিকটে আসিয়া সখী
মৃদু হাসি বচনের[১৯৩] শাল।
বলে উঠ পদ্মাবতী উদিত বাসর পতি
নহে ইহা শয়নের কাল ॥[১৯৪]
কন্যার বদন দেখি অত্যন্ত হইয়া সুখী
করে ধরি তোলে সখীগণে।
বলে কত নিদ্রা যাও কি লাগি আলস্য গাও
উঠি মুখ দেখহ দর্পণে ॥
শ্রীযুত[১৯৫] মাগন গুণী সরস আরতি শুনি
আলাওলে পয়ার প্রকাশে।
রসের একান্ত খনি[১৯৬] সেই সে রসিক জানি
হেন বর পদ্মিনী বিলাসে ॥

॥ ২৫ ॥ প্রেমরসে লজ্জাযুক্ত নয়ান ঘূর্ণিত।[১৯৭]
নিদ্রামদে ঢলি ঢলি[১৯৮] শয্যা বিলুলিত ॥

১৯১। দিন প্রভাহীন অতি (বা. এ, ৩-আ)।

১৯২। ঠাঁই ঠাঁই (হ)।

১৯৩। মদনের (বা. এ, ৩-আ)।

১৯৪। এরপর আরও দুটি ত্রিপদী আছে: 'সখীগণ শব্দ শুনি, উঠিলেক নৃপমণি, কর যোগে নয়ান মাজিয়া। খোশরী তুলিয়া করে, প্রাতক্রীয়া অনুসারে, বালা অঙ্গে বসন ঝাপিয়া ॥" অতিরিক্ত সংযোজন। পাঠও দোভাষী পুথি-ধর্মী অর্বাচীন। তা ছাড়া কন্যা-জাগরণের কালে নৃপতির জাগরণ অহেতুক।

১৯৫। প্রাজ্ঞ (বা. এ, ৩-আ)।

১৯৬। জানি (হ)।

১৯৭। রসজলে লজ্জায় নয়ান ঘূর্ণিত (বা. এ, ৩-আ)।

১৯৮। ভুলি ভুলি (ঐ)।

চূর্ণ জটা রাতুল সংবিয়া[১৯৯] দিগম্বর।
জ্ঞানমদে ভোর যেন[২০০] ধ্যানস্ত শঙ্কর॥
চন্দনে ধূসর তনু বিভূতি বসন।
ললাটে সিন্দুর বিন্দু ব্যক্ত সুনয়ন॥[২০১]
ক্ষেণেক মারএ কামে ক্ষেণেক জিয়ায়।
নিশি জাগরণে পুনি ইচ্ছাফল পায়॥[২০২]
সখী বলে এথা হন্তে চল শীঘ্র গতি।
এই ভিতে নৃপ আগে[২০৩] লজ্জা পাইবা অতি॥
পতি-রতি-শ্রমে সতী গতি অতি মন্দ।[২০৪]
বিধুনদ গ্রাসিলে বিরস যেন চান্দ॥
সখী কান্দে ভর করি বিলম্বিত গাম।
শয়নের স্থল তেজি গেলা অন্য ঠাম॥

॥ ২৬ ॥ তুলি বসাইয়া সখী বস্ত্র পিন্ধাইল।
বিথুরিত কেশে শেষে জুড়িয়া বান্ধিল॥[২০৫]
ছিন্ন আভরণ বিচারিয়া লৈল সখী।
হাসিতে হাসিতে কহে কন্যা মুখ দেখি॥
কেবা ভঙ্গ কৈল হেন সুললিত বেশ।
বিথুরিত কৈল কেবা কুরলিত কেশ॥

১৯৯। সম্বিয়া (হ)।

২০০। ভ্রমরে (বা, এ, ৩-অ)।

২০১। ললাটে সিন্দুর রেখা ব্যক্ত সে নয়ান (হ)।

২০২। এ-চরণের পর ২৬ স্তবকে গৃহীত প্রথম চরণদ্বয় প্রচলিত পাঠে পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে বক্তব্যে সামঞ্জস্য থাকে না বলে চরণ দুটির স্থান পরিবর্তন ক'রেছি। ২৫ স্তবকে নৃপতির বিশৃংখল বেশের বর্ণনা করা হ'য়েছে, কিন্তু পরিবর্তিত চরণ দুটি এখানে থাকলে বর্ণনাটি পদ্মাবতীর উপর আরোপিত হয়; তা সম্ভব নয়, কেননা বিশৃংখলবাসা রমণীর সঙ্গে শিবের তুলনা অসমঞ্জস।

২০৩। এই বেশে নৃপ পাশে (হ)।

২০৪। পতির বিশ্রামে সতী গতি অতি মন্দ (হ)

২০৫। বিথুরিত কেশ শির বান্ধিয়া বান্ধিল (হ)।

হিয়ায় আভরণ হার সহিতে নারিলা।[২০৬]
প্রচণ্ড প্রিয়ার ভার কেমনে সহিলা ॥[২০৭]
॥ ২৭ ॥ কন্যা বলে শুন সখী[২০৮] কহি সুনিশ্চিত।
পতিতুল্য বান্ধব নাহিক পৃথিবীত ॥
প্রেমরস আলাপনে বশ কৈল প্রাণ।
স্বইচ্ছায় যৌবন করিল প্রদান ॥[২০৯]
যাবতে না মিলে পিউ বালা মনে ভীত।
দিনমণি দরশনে মোচন হএ শীত ॥[২১০]
॥ ২৮ ॥ চম্পাবতী রাণী পাশে[২১১] গিয়া সখীগণ।
কহিলেক পদ্মাবতী রহস্য-কথন ॥
শুনিয়া কন্যার সুখ মনের হরিষে।
ছিটিল বহুল ধন কন্যার মানসে ॥
আর যত সখীগণ প্রসাদে তুষিলা।
তুরিত গমনে রাণী কন্যা পাশে গেলা ॥
পুত্রীর[২১২] সৌভাগ্য শুনি মন কুতূহল।
চুম্বিলা কন্যার আঁখি বদন কপোল ॥[২১৩]
থাল ভরি রত্ন মুক্তা আনি তুরমান।
কন্যার নিছনি কৈল[২১৪] ভিক্ষুকেরে দান ॥
স্নান করাইয়া তবে পৈরাইয়া অলঙ্কার।
পুনি জ্যোতির্ময় হৈল চন্দ্র পূর্ণিমার ॥

২০৬। হীনয় আভরণ হার সহিতে নারিল। (বা. এ, ৩-আ)। মূল: 'সহিন সকৌ হিরদৈ পর হারু"—হৃদয়ের উপর হারের ভার সহ্য করতে পার না। গৃহীত পাঠটি সংশোধিত। মুদ্রিত পুঁথিতে আছে—"আভরণ ভার হার সহিতে নারিল।" (হ)।

২০৭। মূল "কৈসে সহিউ কন্ত কর ভারু"—কান্তের কর-ভার কি কষ্টে সহ্য করলে?

২০৮। কহ শুনি (বা. এ, ৩-আ)।

২০৯। স্ব-ইচ্ছায় জীবন জৌবন কৈল দান (হ)।

২১০। মূল: 'ভানু কে দিষ্টি ছুটি গা সীউ"—ভানুকে দেখে শীত দূরীভূত হ'ল।

২১১। পদ্মাবতী রাণী আসে (বা. এ, ৩-আ)।

২১২। পুত্রী কন্যা অর্থে। পাঠান্তর পাত্রের (ঐ)।

২১৩। মূলে আছে, আঁখি এবং সিঁথি চুম্বন করলেন।

২১৪। কন্যাকে নিছিয়া কৈল (ঐ)।